গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস বার্ষিকী

GOLAPGONJ HELPING HANDS (UK)

Golapgonj Helping Hands (UK). Est: 16 April 2012

ifa | Institute of Financial Accountants

mahi&co

Certified Practicing Accountants

We specialise in:

- Business Start-up
- Cash flow forecast
- Company Formation
- Business Plan
- Corporation Tax
- VAT
- PAYE
- Sole trader accounts
- Personal Tax
- Bookkeeping
- Inland Revenue enquiries

83 - 85 Nelson Street, London E1 2HN,

Tel 0207 702 8675

Email: info@mahiandco.com
www.mahiandco.com

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস বার্ষিকী

(প্রকাশকাল নভেম্বর ২০১৪)

সম্পাদক

আনোয়ার শাহজাহান

উৎসর্গ

বিলাতে বাঙালির সাংগঠনিক কার্যক্রমের পথিকৃৎ
নেসার আলী
নবাব আলী ও
তাসাদ্দুক আহমদ

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস বার্ষিকী

উপদেষ্টা সম্পাদক
ফারুক আহমদ

সম্পাদক
আনোয়ার শাহজাহান

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
সায়েদ আহমদ সাদ
চেয়ারম্যান
গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)

মো. তাজুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)

সম্পাদনা পরিষদ
বেলাল হোসেন
সেলিম আহমদ
আব্দুল কাদির
ফেরদৌস আলম
আব্দুল বাছির
রোমান আহমদ চৌধুরী
রিয়াজ উদ্দিন

প্রকাশনায়
গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৪

Design
horoppa

Cover & Layout
Elena Noguera

Consultant Art Director
Ahmed Moyez

Advisory Editor
Faruque Ahmed
Editor
Anwar Shahjahan
Editorial Board
Belal Hussain, Salim Ahmed, Abdul Kadir, Ferdous Alom,
Abdul Basir, Ruman Ahmed Chowdhury, Riaz Uddin

Managed by Sayed Ahmed Shad, Md Tajul Islam
Published by Golapgonj Helping Hands (UK)
www.ghhuk.org

নির্ঘণ্ট

সম্পাদকীয় ❑ শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণে বিলাতে বাঙালি জনপদ ঋদ্ধ হয়েছে ০৭ পৃষ্ঠা
নতুনের অভিযাত্রা সফল হোক ❑ সায়েদ আহমদ সাদ ০৮ পৃষ্ঠা
আমাদের দীর্ঘপথ হাঁটার সংকল্প ❑ মো. তাজুল ইসলাম ১০ পৃষ্ঠা
এ সংগঠন আমাদের স্বাপ্নিক করেছে ❑ বেলাল হোসেন ১২ পৃষ্ঠা
Tribute to General Osmany ❑ M. Azizur Rahman ১৪ পৃষ্ঠা
গ্রামবাংলায় আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ইতিকথা ও ফুলসাইন্দ হাইস্কুল ❑ সালেহ আহমদ খান এমবিই ১৮ পৃষ্ঠা
বাঙালি-ব্রিটিশ প্রজন্মকে নিয়ে ভাবনা ❑ মোহাম্মদ সমছুল হক ২৪ পৃষ্ঠা
আমার পাঠশালা জীবনের সূচনাপর্ব ❑ ড. রেণু লুৎফা ২৬ পৃষ্ঠা
বিজ্ঞতা নয় অভিজ্ঞতা ❑ ড. আব্দুল আজিজ তকি ৩০ পৃষ্ঠা
বিলাতে বাঙালির সংগঠন প্রতিষ্ঠায় গোলাপগঞ্জীদের অবদান ❑ ফারুক আহমদ ৩২ পৃষ্ঠা
মুক্তিযুদ্ধে গোলাপগঞ্জ ❑ আনোয়ার শাহজাহান ৩৮ পৃষ্ঠা
গোলাপগঞ্জের সাংবাদিকতা ❑ ইমরান আহমদ ৪২ পৃষ্ঠা
গোলাপগঞ্জের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ❑ বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল ৪৬ পৃষ্ঠা
চৈতন্য মহাপ্রভু এবং আমার বাল্যস্মৃতি ❑ আবু তাহের ৪৮ পৃষ্ঠা
গোলাপগঞ্জ একটি ঐতিহ্যবাহী জনপদ ❑ আ ম অহিদ আহমদ ৫২ পৃষ্ঠা
গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে) নিয়ে কিছু কথা ❑ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান ৫৩ পৃষ্ঠা
গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে) প্রসঙ্গ ও আমার কিছু কথা ❑ রুহুল আমিন রুহেল ৫৫ পৃষ্ঠা
সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজের প্রতিচ্ছবি ❑ ফেরদৌস আলম ৫৭ পৃষ্ঠা
আমার দেখা হেলপিং হ্যাণ্ডস ❑ সেলিম আহমদ ৫৯ পৃষ্ঠা
কোনো ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র থাকে না যদি তার উদ্দেশ্য মহৎ হয় ❑ আব্দুল কাদির ৬১ পৃষ্ঠা
প্রতিটি অর্থ ব্যয় হোক প্রকৃত প্রয়োজনে ❑ আব্দুল বাছির ৬৩ পৃষ্ঠা

অন্যান্য বিভাগ:

কমিটি ৭২ পৃষ্ঠা
মেম্বারশিপ ৭৫ পৃষ্ঠা
আলোকচিত্রে গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)-এর কার্যক্রম ৮৯ পৃষ্ঠা

HillView...
Travels & Money Transfer

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকে-এর ১ম প্রকাশনার জন্য হিলভিউ ট্রাভেলস্ এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি লাল গোলাপ শুভেচ্ছা ।

সুলতান আহমদ, পরিচালক, হিলভিউ ট্রাভেলস্

আপনার যে কোন দেশে ভ্রমণের জন্য কম দামে এয়ার টিকেটের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

- Worldwide Cheap Ticket
- Hajj & Umrah Package
- No Visa / Visa
- Visit Visa
- Passport Renew / Lost
- Cargo Service
- Power of Atorny

FSA Registered

We help to get Schengen Visa

We are the agent for BRAC SAAJAN Money services

Instant cash service provider & Money transfer in the UK

130A Green Street, London E7 8JQ

Tel: 020 8552 8609

E: sultan20@gmail com

M : 07940 133 137

www.hillviewtravels.com

সম্পাদকীয়

শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণে বিলাতে বাঙালি জনপদ ঋদ্ধ হয়েছে

বহির্বিশ্বে বাঙালির অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল বিলাতের পথ ধরে এবং তাও প্রায় চারশত বছর আগে। এই সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় গোলাপগঞ্জ থেকে কারা, কখন, কেন এবং কীভাবে বিলাতের পথে পা বাড়িয়েছিলেন সে ইতিহাস এখনো গবেষণার বিষয়। তবে গোলাপগঞ্জের আঞ্চলিক ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বঙ্গদেশ থেকে গোলাপগঞ্জবাসীদের বহির্গমনের সূচনা হয়েছিল জ্ঞানান্বেষণের জন্য। প্রাচীনকালতো বটে এমনকি মধ্যযুগেও গোলাপগঞ্জের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য উত্তর ভারতের মিথিলায় যেতেন। পরবর্তী কালে সেযাত্রা নবদ্বীপমুখী হলেও মিথিলায় যাওয়া বন্ধ হয় নি। সাধারণতভাবে প্রচলিত ধারণা যে, বঙ্গদেশ থেকে মূলত শ্রমজীবিরাই ব্যাপকহারে বিলাত এসেছেন এবং এর মধ্যে সিলেটিরাই প্রধান। সে হিসেবে আমরাও ধরে নিতে পারি যে, গোলাপগঞ্জ থেকে শ্রমজীবিরাই প্রথম বিলাতে এসেছেন। এই অনুমান ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই। কেননা, কে বা কারা ছিলেন সেই দুর্দান্ত মানুষ সে তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে যে তথ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে আছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, গোলাপগঞ্জ থেকে শ্রমজীবিদের পাশাপাশি এবং প্রায় সমকালে জ্ঞানান্বেষণের জন্যও এসেছেন। উদাহরণ হচ্ছে, ১৯৪৩ সালে সিলেটি লস্করগণ যখন, পূর্ব লণ্ডনের খ্রিশ্চিয়ান স্ট্রিটে 'ইণ্ডিয়ান সিম্যান্স ওয়েলফেয়ার লীগ' গঠন করেন তখন সেই সংগঠনের উপদেষ্টা ছিলেন গোলাপগঞ্জের ব্যারিস্টার নিসার আলী (ভাদেশ্বর)। 'ইণ্ডিয়ান সিম্যান্স ওয়েলফেয়ার লীগ' গঠনের সময় ব্যারিস্টার নিসার আলী লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসে কাজ করতেন এবং কোরেশি নিসার আলী নামেই পরিচিত ছিলেন। এ তথ্যই প্রমাণ করে নিসার আলী অনেক আগে উচ্চশিক্ষার্থে লণ্ডনে এসে ব্যারিস্টারি পাস করেই তবে ইণ্ডিয়া অফিসে চাকুরি নেন এবং সিলেটিদের প্রথম সংগঠনের উপদেষ্টা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এমনকি এই সংগঠনের কোষাধ্যক্ষও নির্বাচিত হয়েছিলেন গোলাপগঞ্জের নবাব আলী (ভাদেশ্বর, শেখপুর)। তারপর থেকে, পেশামূলক, সমাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাবিষয়ক যতগুলো সংগঠন গড়ে উঠেছে, তার প্রায় প্রতিটি সংগঠনের উদ্যোক্তা, স্বপ্নদ্রষ্টা, গঠনতন্ত্র প্রণেতা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ পদ গোলাপগঞ্জের অধিবাসীরাই অলঙ্কৃত করেছেন। আমাদের এ স্মরণিকা পাঠেই জানা যাবে বিলাতে প্রথম শিক্ষা ট্রাস্টের স্বপ্নদ্রষ্টা, ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গঠন, ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন থেকে শুরু করে সর্বশেষ সিলেটিদের সর্ববৃহৎ সংগঠন গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল (ইউকে) গঠন পর্যন্ত গোলাপগঞ্জবাসীরা কীভাবে অবদান রেখেছেন।

সেই ঐতিহ্যবাহী উত্তরাধিকার ধারণ করেই কয়েকজন তরুণের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)। এটি সংগঠনের প্রথম প্রকাশনা। এ প্রকাশনায় আমরা বিলাতে বেড়ে ওঠা এবং কিছুটা হলেও বাংলা লিখতে-পড়তে জানা প্রজন্মের দিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয়ভাবে খ্যাতিমান গোলাপগঞ্জের কৃতীসন্তানদের কাছে গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্যভিত্তিক লেখা আহবান করেছিলাম। বেশ কয়েকজন রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের ব্যস্ততার কারণে লেখাগুলো সময়মতো আমাদের হাতে এসে পৌছায়নি বিধায় কাঙ্ক্ষিতভাবে ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করা যায়নি। সেজন্য আমরা লেখক ও পাঠকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি কিছুটা হলেও আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে এবং সেজন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাঁরা আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করতে তাঁদের মূল্যবান লেখা দিয়েছেন। পরিশেষে আমাদের উপদেষ্টা কমিটি, বর্তমান নির্বাহী কমিটি এবং আমাদের সম্পাদনা পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সার্বিক সহযোগিতার জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে এ প্রকাশনাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন।

আনোয়ার শাহজাহান
সম্পাদক
গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস বার্ষিকী

বিলাতে প্রথম শিক্ষা ট্রাস্টের স্বপ্নদ্রষ্টা, ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গঠন, ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন থেকে শুরু করে সর্বশেষ সিলেটিদের সর্ববৃহৎ সংগঠন গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল (ইউকে) গঠন পর্যন্ত গোলাপগঞ্জবাসীরা কীভাবে অবদান রেখেছেন।

চেয়ারম্যানের কথা

নতুনের অভিযাত্রা সফল হোক

সায়েদ আহমদ সাদ

সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদ

পিছনেও অনেক পিছনের ইতিহাস থাকে। গল্প হয় সেসব কথার বহুমাত্রিক স্তরে। আমরা সাধারণতঃ ভুলে যাই খুব ছোটকালের মেলবন্ধন, যেগুলো আমাদের তর্কের টেবিলে ঝড় তুলতে তুলতে একসময় অনেক নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে। এই সম্ভাবনার নাম গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস।

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস প্রতিষ্ঠায় অনেকের শ্রম ও মেধা জড়িত। আমি সবার নাম উল্লেখ না করে কীভাবে এটি গঠিত হল সে বিষয়টাই উল্লেখ করবো। এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার মূল কারণ সমাজকল্যাণ হলেও পাশাপাশি আমরা চেয়েছিলাম এমন একটি সংগঠন গড়ে তুলতে যেটির সাথে উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ও পৌরবাসীর সমান অংশগ্রহণ থাকবে। বিলাতে আঞ্চলিক সংগঠনের কোনো অভাব নেই। অভাব নেই বড় অংকের তহবিলেরও। সংগঠনগুলোর তহবিলে কোটি কোটি টাকা অলসভাবে পড়ে আছে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্বাচন এবং বছর বছর বৃত্তিপ্রদান ছাড়া আর কোন কাজ হয়নি। এটা আমরা দীর্ঘদিন থেকে অনুভব করে আসছিলাম এবং এর বিকল্প হিসেবে কী করা যায় এ নিয়ে অনেকেই চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। এ বিষয়ে আমার শিক্ষক কাউন্সিলর ড. আব্দুল আজিজ তকিও আমাকে বলেছিলেন সকলকে নিয়ে সার্বজনীন কোন সংগঠন করা যায় কি না চিন্তাভাবনা করতে। এ নিয়ে আমি প্রথম আলাপ করি মো. হাফিজুর রহমান হাফিজ, আব্দুল কাদির, সেলিম আহমদ, দিলওয়ার হোসেন লেবু প্রমুখের সাথে। আলোচনা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং আমাদের সাথে তখন একে একে যোগ দেন মো. তাজুল ইসলাম, আনোয়ারুল ইসলাম (জবা), মো. আবুল কালাম, আনা মিয়া প্রমুখ। পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে আনোয়ার শাহজাহান ও রুহুল আমিন রুহেলের সাথে যোগাযোগ করি। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, আমরা এমন একটি সংগঠন করবো যাতে উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ও পৌরবাসীর অংশগ্রহণ থাকে এবং আমাদের সংগঠনটি থেকে অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলোর দিক নির্দেশনা লাভেও সহায়ক হবে। এ উদ্দেশ্যে ২০১২ সালের ১৬ এপ্রিল ব্রিকলেইনের কারি ক্যাপিট্যাল রেস্টুরেন্টে সাধারণ সভার মাধ্যমে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীতে আহবায়ক কমিটিতে আরো ৮ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

আহবায়ক কমিটি গঠনের পর আমরা যোগাযোগ করি সালেহ আহমদ খান এমবিই, ড. রেণু লুৎফা, ড. আব্দুল আজিজ তকি, ফারুক আহমদ প্রমুখের সাথে। তখন সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয় ড. আব্দুল আজিজ তকিকে। পরবর্তীতে মো. হাফিজুর রহমান হাফিজ সংবিধানকে আরো পরিশুদ্ধ করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করেন। কিন্তু কীভাবে সকল ইউনিয়নের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে সে বিষয়টি মীমাংসা হচ্ছিল না। আমরা তখন ফারুক আহমদকে অনুরোধ করি, এ বিষয়ে তার নিজের মতো করে একটি পরিকল্পনা পেশ করতে। ফারুক আহমদ জানান, তিনি সংবিধান বিষয়ে অভিজ্ঞ নন। তবে সালেহ আহমদ খান এমবিই তাকে সহযোগিতা করলে তিনি একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করতে চেষ্টা করবেন। পরবর্তী সভায় কীভাবে আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রেখে একটি নতুন সংগঠন করা সম্ভব সে সম্পর্কে ফারুক আহমদ তার দীর্ঘ পরিকল্পনা পেশ করেন। পরিকল্পনাটি বেশির ভাগ সদস্যের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। মূলত সেই ফর্মূলার ওপর ভিত্তি করেই নতুনভাবে সংবিধান তৈরী করেন সালেহ আহমদ খান এমবিই ও তাকে সহযোগিতা করেন ফারুক আহমদ। শুরু হয় আমাদের শুভাযাত্রা। এ সংবিধান অনুসারে সংগঠনের উপদেষ্টা থাকবেন সর্বোচ্চ ৫ জন। এই উপদেষ্টারা ছিলেন– সালেহ আহমদ খান এমবিই, মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, ফারুক আহমদ ও কাউন্সিলর আ ম অহিদ আহমদ, দিলওয়ার হোসেন লেবু। সংবিধান অনুমোদনের পর প্রবাসী গোলাপগঞ্জবাসীদের নিয়ে ২০১৩ সালের ৯ জুলাই ব্রাডি আর্ট সেন্টারে আমরা 'প্রীতি সমাবেশ'-এর আয়োজন করি।

সংবিধানে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার বাধ্যবাদকতা ছিল। কিন্তু অনেক ইউনিয়ন ছিল যেখানে এক জনের ওপর কোন সদস্য ছিলেন না। তাই সংবিধান অনুসারে নির্বাচন করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরণের পরিস্থিতিতে তৎকালীন আহবায়ক কমিটি ২০১৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বর্তমান উপদেষ্টা

কমিটির সাথে, সদস্যদের মধ্য থেকে আরো ২জন উপদেষ্টা কো-অপ্ট করে ৭ জনের উপদেষ্টা কমিটির হাতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণের ভার ছেড়ে দেয়া হোক। তারা যে সিদ্ধান্ত দেবেন আহবায়ক কমিটি সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ করে যাবে। এরই আলোকে তখন উপদেষ্টা হিসেবে কো-অপ্ট করা হয় মোহাম্মদ সমছুল হক ও সিরাজুল ইসলামকে। ফলে আহবায়ক কমিটির ২ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নেয়া সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপেক্ষিতে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ব্রিকলেইনের ক্যাফেগ্রিল রেস্টুরেন্টে সংগঠনের উপদেষ্টা কমিটির এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপদেষ্টা কমিটির এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০১৩ সালের ২০ অক্টোবর পূর্ব লণ্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইকবাল আহমদ চৌধুরী। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত সভার প্রথম পর্বে ছিল সংগঠনের বিগত কার্যক্রম, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা। সংগঠনের আহবায়ক অর্থাৎ আমি সায়েদ আহমদ সাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সদস্যসচিব মো. তাজুল ইসলাম। দ্বিতীয় পর্বে ছিল কমিটি ঘোষণা ও আগামী নির্বাচনে কোন ইউনিয়ন কোন কোন পদে নির্বাচন করতে পারবে তা লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা। এ অংশটি পরিচালনা করেন সালেহ আহমদ খান এমবিই ও ফারুক আহমদ। সভায় ২০১৪-১৫ সালে কোন ইউনিয়ন কোন কোন পোস্টে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে তা লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বলাভের পর আমি, সাধারণ সম্পাদক মো. তাজুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ বেলাল হোসেন ও মেম্বারশিপ সেক্রেটারি আব্দুল কাদিরের নেতৃত্বে নতুন কমিটি সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি বাংলাদেশে একটি স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। এ ব্যাপারে ভূমিদানের আশ্বাস দেন গোলাপগঞ্জ চেম্বার্স অব কমার্সের সভাপতি বিশিষ্ট সংগঠক ও সমাজসেবী শামীম আহমদ রাসেল। ২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর, পূর্ব লণ্ডনের রিজেন্ট লেইক ব্যাঙ্কুইটিং হলে, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের কমিটির অভিষেক এবং একই সাথে শামীম আহমদ রাসেলের সংবর্ধনার আয়োজন করি। এতে কর্মকর্তাদের শপথগ্রহণ করান উপদেষ্টা সালেহ আহমদ খান এমবিই এবং তাকে সহযোগিতা করেন উপদেষ্টা ফারুক আহমদ। দ্বিতীয় পর্বে ছিল আলোচনা সভা। এতে সংবর্ধিত অতিথি শামীম আহমদ রাসেল গোলাপগঞ্জ উপজেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তার ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি ওয়াদা করেন হেলপিং হ্যাণ্ডসের কার্যক্রম উপজেলার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত নিজস্ব ভবন থেকে যাতে পরিচালিত হয় সে লক্ষ্যে তিনি ৫ ডিসিমেল ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি দেন। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথিকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করি সংগঠনের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি, সাধারণ সম্পাদক মো. তাজুল ইসলাম ও কোষাধ্যক্ষ বেলাল হোসেন। সেদিনের পুরো অনুষ্ঠানটি স্পনসর করার জন্য ভিনটেইজ অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্টের পরিচালক মো. আবুল কালাম ও জিয়াউল হক শামীমকেও সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করেন সংগঠনের সাবেক ট্রেজারার সেলিম আহমদ ও মেম্বারশিপ সেক্রেটারি আব্দুল কাদির।

তৃতীয়পর্বে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে ঢাকা থেকে অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগত বাংলাদেশের বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী ফেরদৌস আরাসহ বিলাতের শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করেন। আমি ও আমার বর্তমান কমিটি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি সদস্যসংখ্যার টার্গেট পূরণ করে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে। সে লক্ষে আমরা ২০১৪ সালের ৩১ অগাস্ট কার্যনির্বাহী সভায় সালেহ আহমদ খান এমবিইকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে এই মর্মে সিদ্ধান্তগ্রহণ করি যে, তিনি সম্মানীত উপদেষ্টাদের মধ্য থেকে আরো ২ জন উপদেষ্টা নিয়ে নির্বাচনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস প্রতিষ্ঠার মূল কারণ সমাজকল্যাণ হলেও পাশাপাশি আমরা চেয়েছিলাম এমন একটি সংগঠন গড়ে তুলতে যেটির সাথে উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ও পৌরবাসীর সমান অংশগ্রহণ থাকবে।

আমাদের সিদ্ধান্তের পরিপেক্ষিতে ৭ সেপ্টেম্বর উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে সালেহ আহমদ খান এমবিইর সাথে মোহাম্মদ সমছুল হক ও কাউন্সিলর অহিদ আহমদকে কমিশনার এবং মো. হাফিজুর রহমান, ফারুক আহমদ, দিলওয়ার হোসেন লেবু ও সিরাজুল ইসলামকে সহকারি কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করে ২০১৪ সালের ২৩ নভেম্বর নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন। উপদেষ্টা কমিটির সে সভায় কার্যকরি কমিটির পক্ষ থেকে আমি, সাধারণ সম্পাদক ও মেম্বারশিপ সেক্রেটারি উপস্থিত ছিলাম।

এর পূর্বে গত ২৮ মার্চ আমাদের সংগঠনের কার্যক্রম এবং গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার লক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। সে জন্য ফারুক আহমদকে উপদেষ্টা এবং আনোয়ার শাহজাহানকে সম্পাদক করে ৭-সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটির ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়। পরে এ কমিটিতে আরো ৩-জন সদস্যকে কো-অপ্ট করে ম্যাগাজিনের নাম নির্বাচন করে লেখা আহবান করে দীর্ঘদিন প্রচারণা চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্মরণিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সব শেষে বলতে চাই, এই সংগঠনটির দায়িত্ব যাদের উপর নতুনভাবে অর্পিত হবে, সেই নতুনের অভিযাত্রা সফল হোক – এই শুভকামনা রইলো।

লেখক পরিচিতি: সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদ। জন্ম গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের তহিরপুর গ্রামে। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)-এর প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক ও বর্তমান চেয়ারম্যান।

সাধারণ সম্পাদকের কথা

আমাদের দীর্ঘপথ হাঁটার সংকল্প

মো. তাজুল ইসলাম
সংগঠক ও সমাজসেবী

ব্রিটিশ-ভারতের সেনাবাহিনীতে ভারতের মধ্যে পাঞ্জাবের অবস্থান যেমন ছিল ঠিক একইভাবে ব্রিট্রিশ শাসনামল থেকে আজ পর্যন্ত সিলেট বিভাগের মধ্যে গোলাপগঞ্জ থানার অবস্থানও তেমনি শীর্ষস্থানীয় আছে।

হযরত শাহাব উদ্দিন (র.), হযরত শাহ ফাত্তাহ (র.), হযরত শেখ মোহাম্মদ সাঈদ (র.)-সহ অসংখ্য অলি-আউলিয়া ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি বিজড়িত গোলাপগঞ্জ উপজেলা। মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত সিলেট বিভাগের মধ্যে গোলাপগঞ্জ শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে সমাজের প্রতিটি স্তরে আপন মহিমায় মহিমান্বিত। ব্রিটিশ-ভারতের সেনাবাহিনীতে ভারতের মধ্যে পাঞ্জাবের অবস্থান যেমন ছিল ঠিক একইভাবে ব্রিটিশ শাসনামল থেকে আজ পর্যন্ত সিলেট বিভাগের মধ্যে গোলাপগঞ্জ থানার অবস্থানও তেমনি শীর্ষস্থানীয় আছে। *গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য* গ্রন্থের তথ্যানুসারে সিলেট বিভাগে ৬ জন বীর উত্তম, ১২ জন বীর বিক্রম এবং ১৬ জন বীর প্রতীকসহ মোট ৩৪ জনের মধ্যে ১৩ জন অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশই গোলাপগঞ্জের কৃতীসন্তান। এর মধ্যে সুবেদার আফতাব আলী একই সঙ্গে বীর উত্তম ও বীর প্রতীক অর্থাৎ ডবল সাহসিকতার পদকে ভূষিত। একইভাবে গোলাপগঞ্জের বিলাতবাসীরাও গোটা বিলাতবাসী বাঙালিদের অনেক বিষয়ে পথ-পদর্শকের ভূমিকায় ছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে ধারণ করে ১৯৬৯ সালে লুটনে গঠিত হয়েছিল গোলাপগঞ্জ জনকল্যাণ সমিতি। বিলাতে সম্ভবত এটাই প্রথম থানাভিত্তিক সমিতি। এভাবে অনেক সংঘ-সমিতি গঠিত হয়েছে আবারো হারিয়ে গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালে গঠিত হয় গোলাপগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও ১৯৯৭ সালে গোলাপগঞ্জ অ্যাডুকেশন ট্রাস্ট। কিন্তু আর্ত-মানবতার সেবায় কোনো সংগঠন না থাকায় আমরা কয়েকজন মিলে আলাপ-আলোচনা করে ২০১২ সালের ১৬ এপ্রিল ব্রিকলেইনের কারি ক্যাপিটাল রেস্টুরেন্টে গঠন করি গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)। সম্ভবত সিলেট বিভাগের মধ্যে আমরাই প্রথম উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন/পৌরসভার সমানসংখ্যক প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একমাত্র সংগঠন।

সংবিধান প্রণয়ন:

একটি নাম দিয়ে কমিটি গঠন করলেই সংগঠন হয় না। সংবিধান হচ্ছে একটি সংগঠনের প্রাণ বা গাইড-লাইন। তাই আমরা প্রথমেই সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্বপ্রদান করি আমাদের গোলাপগঞ্জের কয়েকজন প্রাজ্ঞ গুণিজনের ওপর। তারা আমাদের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন/পৌরসভার সদস্যদের সম-অধিকার নিশ্চিত করে আমাদের সকলের ইচ্ছার প্রতিফলনপূর্বক এমন একটি সংবিধান উপহার দেন যা আগামীতে অন্যান্য উপজেলার আদর্শ হবার বিবেচনার দাবি রাখে। আমাদের কমিটি সংবিধানটিকে ওয়েবসাইটে আপলোড করে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয় যাতে সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণের আগে এটির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে বর্তমানে সম্মিলিতভাবে আমরা সংগঠনের সদস্যসংখ্যা তিন শতাধিকে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি এবং একই সাথে গোলাপগঞ্জ উপজেলা সদরে স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনের আগে একটি অস্থায়ী কার্যালয় চালু করতে সক্ষম হয়েছি। এদিক থেকে বিলাতবাসী বাঙালিদের কাছে আমাদের সংগঠনটি আরেকটি অনন্য দৃষ্টান্ত। কারণ, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডসই একমাত্র সংগঠন, যে সংগঠনের বাংলাদেশে কার্যালয় রয়েছে।

আমাদের উদ্দেশ্যসমূহ:
গোলাপগঞ্জ উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন বিশেষ করে যারা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ তাদের দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষার উন্নয়ন, অসুখ-বিসুখ ও দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত করা ও গোলাপগঞ্জের জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ও জোরদার।

সদস্যসংগ্রহ:
সংবিধান প্রণয়নের পর আমরা প্রত্যেকে সদস্যসংগ্রহ অভিযান শুরু করি। পাশাপাশি চলতে থাকে অন্যান্য কার্যক্রমও। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল গোলাপগঞ্জ উপজেলা সদরে সংগঠনের একটি নিজস্ব কার্যালয় প্রতিষ্ঠা। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে বর্তমানে সম্মিলিতভাবে আমরা সংগঠনের সদস্যসংখ্যা তিন শতাধিকে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি এবং একই সাথে গোলাপগঞ্জ উপজেলা সদরে স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনের আগে একটি অস্থায়ী কার্যালয় চালু করতে সক্ষম হয়েছি। এদিক থেকে বিলাতবাসী বাঙালিদের কাছে আমাদের সংগঠনটি আরেকটি অনন্য দৃষ্টান্ত। কারণ, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডসই একমাত্র সংগঠন, যে সংগঠনের বাংলাদেশে কার্যালয় রয়েছে।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট:
সংবিধান প্রণয়নের সাথে সাথে আহবায়ক কমিটি সংগঠনের টাকা-পয়সার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রথমেই ব্যাংক হিসেব খোলার তাগিদ অনুভব করে। সেজন্য আমরা প্রথমেই সংগঠনের নামে নেটওয়েস্ট ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট অপেন করে সদস্য ফি-গুলো জমা রাখি। (A/c No. 10117245. Sort Code 60-02-63)। পরবর্তী কালে বাংলাদেশে একজিম ব্যাংকে আরেকটি সঞ্চয়ি হিসাব ওপেন করি। এর পূর্ণাঙ্গ হিসাব কোষাধ্যক্ষ তার বিবরণে তুলে ধরবেন।

ওয়েব সাইট:
ব্যাংক হিসাব খোলার পাশাপাশি আমরা সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত একটি ওয়েব সাইটও চালু করি। ওয়েব সাইট চালুর পর থেকে আমাদের প্রতিটি কার্যক্রম ওয়েব সাইটে নিয়মিতভাবে আমরা আপলোড করার চেষ্টা করেছি এবং তা এখনো অব্যাহত আছে। website: www.ghhuk.org

সভা-সমাবেশ:
সংগঠনের নিয়মিত সভা ছাড়াও আমরা সফলভাবে একটি প্রীতি-সমাবেশ, প্রথমকার্যকরী কমিটির অভিষেক এবং দুটি ইফতার মহফিলের আয়োজন করেছি। প্রীতি-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ২০১৩ সালের ৯ জুলাই, পূর্ব লণ্ডনের ব্রাডি আর্ট সেন্টারে। সমাবেশে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র ও ডেপুটি মেয়রসহ গোলাপগঞ্জ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কমিটি গঠিত হবার পরে ২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর, পূর্ব লণ্ডনের রিজেন্ট লেইক ব্যাঙ্কুইটিং-এ, কমিটির অভিষেক এবং একই সাথে শামীম আহমদ রাসেলের সংবর্ধনা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান শেষে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত নজরুল-সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরাসহ বিলাতের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীরা।
এছাড়াও গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যাণ্ডসকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গঠন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ফ্রান্সে গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস এর শাখা গঠন করা হয়। তাদের অভিষেক অনুষ্ঠানে আমিসহ সংগঠনের অন্যতম সদস্য বৃস্টল সিটি কাউন্সিলের লর্ড মেয়র ফারুক চৌধুরী, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার কাউন্সিলার রাজিব আহমদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম, ক্রীড়া সম্পাদক রোমান আহমদ চৌধুরী অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। মাত্র আড়াই বছরে আমাদের

শতবাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই সংগঠনকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছি। আশা করি আগামীতে নতুন কমিটি এ ধারা অব্যাহত রাখবে। আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে সম্মানীত উপদেষ্টামণ্ডলীসহ সংগঠনের সকল সদস্যকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করছি। সব শেষে বলতে চাই, আগামীতে আমরা আরো দীর্ঘপথ হাঁটার সংকল্প রাখি।

সংগঠন দেশে-বিদেশে গোলাপগঞ্জবাসীদের কাছে একটি জনপ্রিয় সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ পর্যন্ত তিনশ'র অধিক সদস্য রয়েছেন এবং সদস্য ফি বাবত প্রাপ্ত অর্থ আমরা কোনোখানে ব্যয় না করে সরাসরি বাংলাদেশস্থ ব্যাংক একাউন্টে জমা দিয়েছি।

আমাদের কার্যকরি কমিটির মেয়াদ শেষ হবার আগেই, অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের উপদেষ্টা মণ্ডলীর মধ্য থেকে সালেহ আহমদ খান এমবিইকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনের দায়িত্বভার অর্পণ করি। পাশাপাশি সংগঠনের কার্যক্রমসহ গোলাপগঞ্জ উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে 'গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস বার্ষিকী ২০১৪' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে) সংশ্লিষ্ট সম্মানীত সদস্যরা আমাদের ওপর যে গুরু দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন আশা করি আমরা তা পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমাদের বিশ্বাস নতুন কমিটি আমাদের প্রচেষ্টাকে আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। শতবাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই সংগঠনকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছি। আশা করি আগামীতে নতুন কমিটি এ ধারা অব্যাহত রাখবে। আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে সম্মানীত উপদেষ্টামণ্ডলীসহ সংগঠনের সকল সদস্যকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করছি। সব শেষে বলতে চাই, আগামীতে আমরা আরো দীর্ঘপথ হাঁটার সংকল্প রাখি।

লেখক পরিচিতি: সমাজসেবী, সংগঠক ও রাজনীতিবিদ। জন্ম ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের কানিশাইল গ্রামে। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সচিব ও প্রথম কার্যকরি কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

কোষাধ্যক্ষের কথা

এ সংগঠন আমাদের স্বাপ্নিক করেছে

বেলাল হোসেন
সমাজসেবী ও সংগঠক

আর্ত-মানবতার কল্যাণে গোলাপগঞ্জের বিলাতবাসীরা উপজেলার গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

ঐতিহ্যবাহী গোলাপগঞ্জ উপজেলার কয়েকজন সমাজসেবীর প্রচেষ্টায় এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১২ সালে গঠিত হয় গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)। উদ্যোগটি আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে এবং আমি এটির সদস্যপদ গ্রহণ করি। উৎসাহবোধ করি এজন্য যে, গোলাপগঞ্জে আর্থ-মানবতার সেবায় কাজ করার মতো কোনো সংগঠন নেই। সেই লক্ষ্যে কাজ করতে অবশ্যই আমাদের জন্য জনসেবার আরেকটি ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে বলে আমি মনে করি। এটির সদস্যপদ গ্রহণ করে ব্যক্তিগতভাবে সংগঠনটিকে দ্রুত তার অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এবং আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাটি হাটি পা পা করে আজ প্রায় তিন বছরে পদার্পণ করতে চলেছে। দেশ-মাতৃকার টানে সুদূর প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের মধ্যে গোলাপগঞ্জের প্রতিটি মহল্লা, গ্রাম এবং ইউনিয়নের গরীব, দুঃখী, অসহায় মানুষের কল্যাণে গোলাপগঞ্জের বিলাতবাসীদের সাহায্যের হাত সর্বজনবিদিত। সমাজসেবার সেই ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসের আলোয় আলোকিত গোলাপগঞ্জের উন্নয়নের চলমান ধারাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিলাতে আমাদের গোলাপগঞ্জবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এ সংগঠনটি অনন্য ভূমিকা পালন করবে বলেই আমার বিশ্বাস। আর্থ-মানবতার কল্যাণে গোলাপগঞ্জের বিলাতবাসীরা উপজেলার গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। আমাদেরও প্রত্যাশা গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডসও বিলাতে অবস্থানরত গোলাপগঞ্জের মানুষের আর্শিবাদ এবং সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে একদিন এলাকার গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয়ভাবেও অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমি এ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। শেষ পর্যন্ত সম্মানীত সদস্যরা আমাকে প্রথম কার্যকরি কমিটির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করেন। তখন পর্যন্ত সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় একশ জনের মতো। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এখন সদস্যসংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক।

সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে সংগঠনের আয়-ব্যায়ের হিসেবে উপস্থাপন করতে হয়। কিন্তু আমাদের আয়ের একমাত্র উৎস হচ্ছে সদস্য চাঁদা। আমাদের সদস্য তিনশত জন সুতরাং হিসেবটাও দিবালোকের মতো সকলের কাছে পরিষ্কার। কারণ, এ টাকা আমরা সংগঠনের কোনো কাজে ব্যয় করিনি। যতগুলো অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ ব্যয় হয়েছে এর সবকটিই সম্পন্ন হয়েছে আমাদের কার্যকরি কমিটির সদস্যদের সহযোগিতার মাধ্যমে। আশা করি এই ধারা অব্যহত থাকবে এবং বিলাতবাসী গোলাপগঞ্জের সর্বস্তরের মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)' বিলাতের মাটিতে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠনে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।

> **বিলাতবাসী গোলাপগঞ্জের সর্বস্তরের মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)' বিলাতের মাটিতে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠনে পরিণিত হবে ইনশাআল্লাহ।**

লেখক পরিচিতি: সমাজসেবী ও সংগঠক। জন্ম বুধবারীবাজার ইউনিয়নের বাগিরঘাট গ্রামে। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)-এর প্রথম কার্যকরি কমিটির কোষাধ্যক্ষ।

Water From Heaven
jOL
STILL SPRING WATER
Water from heaven
Office: 020 8555 6111
Mobile: 07961 537 789
Email: riazu21@gmail.com

M. Azizur Rahman
Freedom Fighter

Tribute to General Osmany

M. Azizur Rahman recalls his time on the frontline during the liberation war and his is experiences with the General.

The culture of writing memoirs and narrating eyewitness accounts of the Liberation War is quite rich in our country; yet, I have developed only the habit of reading others' accounts rather then writing them. It pains me to see that very few have written about Bongobir General M.A.G. Osmany. Even those who enjoy the fruits of General Osmany's role do not remember him.

The name Colonel (later General) Osmany electrified all Bengali officers and former Pakistani troops, and invigorated the Bangladesh Liberation War's freedom fighters. Finding a Bengali officer who was in Rawalpindi but did not enjoy Colonel Osmany's hospitality was hard. For anyone in any form of distress, Colonel Osmany was always there. These days men like him are rare.

He had all the attributes of a successful leader: discipline, honesty, integrity, punctuality, selflessness, and simplicity. He cared for those under his command; handled crises well, made the right decisions, and was dependable, patriotic, loyal and selfless. He had no political ambitions beyond serving his country to the best of his ability.

On September 1, 1918, Bongobir M.A.G. Osmany was born in Dayamir of Sylhet district. He was educated in Assam and Sylhet and graduated from Aligarh Muslim University in India. Before completing his Masters, he was selected for the prestigious Indian Civil Service (ICS) cadre. Instead, he joined the British Indian army as a commissioned officer in 1940 after training with the Indian Military Academy in Dehradun.

He cared for those under his command; handled crises well, made the right decisions, and was dependable, patriotic, loyal and selfless.

World War II had already begun when he arrived at the Burma front as a newly promoted major. After the Indian partition, he joined the Pakistani army, and then retired as a colonel on February 16, 1967. He entered politics in 1970 and was

elected a Pakistan National Assembly member on Awami League's ticket.

I first met Colonel Osmany on April 9, 1971.We were at Sylhet town on the southern end of Keens Bridge over the Surma river. A fierce battle was raging between Pakistan's army and my company group of the 2 East Bengal Regiment which consisted of EPR (now BDR) members, police, Ansars, and local civilians.

Under cover of heavy mortar and machine-gun fire, the Pakistani army, with its infantry, attempted to cross the bridge and capture the Surma's southern bank. Every time, their assault failed. Both sides suffered heavy casualties. Pakistan air force's jet fighters were also closely supporting its army. Bodies of wounded and dead fighters littered the Surma river's banks.

As a young captain with no battle experience, I tried to maintain the morale of my men by visiting the front-line troops. At one point, the enemy fired on my jeep, which fell into the river near Jalopar Mosque. No doubt, the Pakistan army possessed superior firepower and continued to pin us down.

On the way to the front line, I positioned myself on the roof of a half-constructed building near the bridge. This roof provided a better view to overlook and command the on-going battle. Amidst the confusing and deafening sounds, a thick voice suddenly spoke behind me: "Young man, what's happening?" as if the situation warranted some explanation from me.

I could never imagine that a visitor of small stature as Colonel Osmany (I had never seen him before) would have the guts and curiosity to be on the battlefield. He must have travelled a long way on foot to reach me. It was very dangerous. After a brief introduction, he quickly learned the battle situation and felt pity for my immature tactical disposition and inept handling.

I was sent there, from my battalion headquarters at Teliapara eighty miles away, to capture Sylhet town. My officers and I had assumed it was abandoned, or thinly held by the withdrawing Pakistan army. Not having any operational intelligence, I fought fruitlessly against a formidable adversary only to be violently repulsed. They were heavily entrenched around Salutikor airport, and with freshly reinforced troops, counter-attacked my position. By then, I had lost the euphoria of capturing my home district from the Pakistani army and establishing a free zone.

I had only negative answers to the queries of my commander-in-chief: replenishing the losses of arms and ammunitions, arranging burials, evacuation and medical support for the wounded, reinforcing manpower, communicating with headquarters, arranging to feed the troops, sustaining against the Pakistani onslaught, and preparing the next plan of action, if any. My earlier training at the School of Infantry and Tactics fell short of battle requirements.

Finding me at a puzzling loss, the C-in-C rescued me. He advised me to reorganise, break contact with the enemy, and withdraw to a better defensive position (he suggested the next position) after burying the dead fighters and collecting the wounded. He further cautioned me to not allow the Pakistan army to pursue my troops.

1971 War of Liberation

1971 War of Liberation

Sector Commander wth M A G Osmany 1971

This plan was not easy to execute. Only one who has gone through a similar plight can understand my difficulty. Surprisingly, before departing, he praised my fighters for their bravery against a larger and superior force, and gave me a big hug of reassurance. In any case, we had executed the C-in-C's order to the best of our abilities.

We met next time at Khowai hospital in an Indian border town. General Osmany had come to see me after I was wounded at the Sherpur battle, a ferry site on the Sylhet-Moulvibazar road. He must have been following the battle situations of all the fronts and heard of my condition. Upon seeing the deplorable condition of the overburdened hospital and my poor medical treatment, he took me in his helicopter to the GB hospital in Agartala for better treatment.

These two small incidents are sufficient to understand what an excellent leader this soldier was. Yet, such incidents were not isolated occurrences but part of his daily activities.

Since his death on February 16, 1984, *Bongobir Osmany Smrity Parishad* has ventured to keep alive the name of this great son of the soil. The parishad organises two exercises each year on the dates of General Osmany's birth and death. These exercises take the form of seminars/discussion forums. The venue was dubbed the*Osmany Milonayoton*, thanks to the kindness of the Ministry of Works. These two days the hall is reserved for functions organised by *Bongobir Osmany Smrity Parishad*.
Apart from this hall dedication, does not this great man deserve more from his nation? Bongobir Osmany spent his life and donated all his possessions for his people's welfare. As per the army's existing practice, his bust photographs hang in the troops' recreation rooms of all infantry units, East Bengal regimental centres, and School of Infantry and Tactics. Why isn't this practice extended to all units of the army, or better yet, for the entire armed forces, since he commanded all services as the C-in-C?

An officer can be a general but all generals are not good leaders. General Osmany was such a leader and we were lucky to have had him as our C-in-C during the Liberation War and then in independent Bangladesh. No wonder that within nine months he was able to organise, plan, and execute the liberation of Bangladesh from a state of total disarray. His illustrious life shall be an eternal guide to provide us with courage and direction during the turmoil.

Major General Azizur Rahman, Bir Uttam, is a freedom fighter. He was born in Village Sattish, Golapgonj Union.

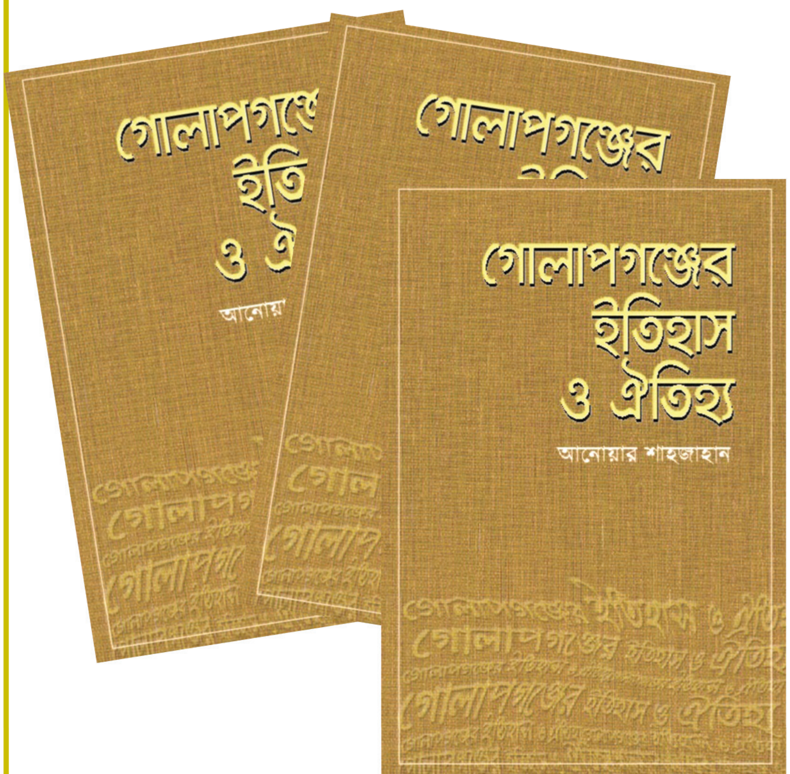

গোলাপগঞ্জের লেখক কর্তৃক রচিত
গোলাপগঞ্জের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ
প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬ সাল

গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য-এর দ্বিতীয় সংস্করণ
বাংলা একাডেমির একুশে বইমেলায় বের হচ্ছে

গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

লেখক : আনোয়ার শাহজাহান

প্রকাশনায়
বইপত্র
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিডি ফুডের পক্ষ থেকে গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের প্রথম প্রকাশনা বার্ষিকীর প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রকাশনার মাধ্যমে আমাদের নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে গোলাপগঞ্জের ইতিহাস-ঐতিহ্য।

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস-এর অগ্রযাত্রা সুন্দর ও সফল হোক।

শুভকামনায়

BD FOOD

Unit 1 Portland Commercial
Estate Barking
Essex IG11 OTW

UK Landline Number: 020 8593 8113
Contact: GM mb. 07950530507

সালেহ আহমদ খান এমবিই
সমাজসেবী ও সংগঠক

গ্রামবাংলায় আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ইতিকথা ও ফুলসাইন্দ হাইস্কুল

ইউরোপিয়ানদের আগমনের হাতধরে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে বাংলার জনজীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল ছাপাখানা। তারপর শিক্ষা এবং মূলত আধুনিকশিক্ষা। নতুনের আগমনে পুরাতনের ভীত ভেঙ্গে গড়ে ওঠে নতুন সমাজ। আমাদের দেশেও বিশেষ করে পশ্চিমা সংস্কৃতির অভিঘাতে যে আধুনিক সমাজ গড়ে ওঠে, তা ছিল শহরকেন্দ্রিক। এ শিক্ষা গ্রামে পৌঁছাতে প্রায় শত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আধুনিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমি:

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের পাশাপাশি ইংরেজরা ভারতে অনেক উন্নয়নমূলক ও হিতকর কাজ করেছে। এ সকল হিতকর কাজের মধ্যে সবচে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, একটি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সমগ্র বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেধাবুদ্ধির এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো। প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামবাংলায় নিজস্ব এক ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। কালের স্রোতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের দেশে শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাক-ব্রিটিশ শাসনামলে বৃহত্তর বাংলার সর্বত্র পাঠশালা, টোল, মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। সেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পণ্ডিত ও মৌলবিরা সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি ভাষায় ধর্মভিত্তিক শিক্ষা দিতেন। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা দখলের পর থেকে বহুবছর সরকারি সাহায্য ছাড়া পরিচালিত এ সকল প্রতিষ্ঠানই ছিল একমাত্র গ্রামীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে গিয়েছিল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। শিক্ষাবিস্তারকে তারা তাদের দায়িত্ব বলে গণ্য করে নি। তাই এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমান্বয়ে অবনতি হতে থাকে। কোম্পানির শাসনামলের শুরুতেই এক দল খ্রিস্টান মিশনারি খ্রিস্টধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারতে যান। তারা তখন শিক্ষাবিস্তারকে ধর্মপ্রচারের সহায়ক পন্থা মনে করে সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজ শুরু করেন। তারা ১৮০০ সালে হুগলি নদীর তীরবর্তী শ্রীরামপুরে সর্বপ্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সর্বপ্রথম সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন। ১৮১৫ সালের মধ্যে তারা বৃহত্তর বাংলায় শতাধিক স্কুল স্থাপন করেন। পাশাপাশি তারা শিক্ষাবিস্তারে সরকারি পৃষ্ঠাপোষকতার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ফলস্বরূপ, ১৮১৩ সালে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অ্যাক্ট (যা চার্টার অ্যাক্ট নামে খ্যাত) পাশ হয়। এই অ্যাক্ট-এর অধীনে দেশীয় সাহিত্য 'পুনরুজ্জীবিত' ও বিকশিত এবং দেশীয় শিক্ষিতদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রতিবছর নূন্যতম এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের ক্ষমতাপ্রদান করা হয়। ভারতে শিক্ষাসম্প্রসারণে সরকারকে নীতিগতভাবে সম্মত করানোর পেছনে ইংল্যাণ্ডের 'ক্লাফাম স্কুল' নামে খ্যাত একটি গ্রুপের কিছুসংখ্যক খ্রিস্টান প্রগতিশীল সমাজসংস্কারকদের অবদান ছিল। ভারতের শিক্ষার সূচনীয় অবস্থার জন্য তারা সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং এদের সাথে শ্রীরামপুর মিশনারিদেরও যোগাযোগ ছিল। চাটার অ্যাক্ট-এর পর থেকে শিক্ষার মাধ্যম কী হবে এ নিয়ে শাসকশ্রেণীর মধ্যে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। প্রাচ্যবাদীরা ছিলেন দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষে এবং প্রাশ্চাত্যবাদীরা ছিলেন ইংরেজির পক্ষে। অবশেষে ১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম ল' মেম্বার টমাস বেবিংটন মেকোলির (Thomas Babaington Macaulay) বহুল আলোচিত মিনিটের সুপারিশ মোতাবেক লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতে নতুন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এর মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বিতর্কের অবসান হয়।[১] ইংরেজি শিক্ষা

ভারতে শিক্ষাসম্প্রসারণে সরকারকে নীতিগতভাবে সম্মত করানোর পেছনে ইংল্যাণ্ডের 'ক্লাফাম স্কুল' গ্রুপের কিছু সংখ্যক খ্রিস্টান সমাজসংস্কারকের অবদান ছিল।

প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের চিন্তাধারায় ও চলাফেরায় সম্পূর্ণ ব্রিটিশ বা সাহেব বানানো এবং প্রশাসনিক কাজে কিছুসংখ্যক শিক্ষিত লোক ও কোরানি সৃষ্টি করা। মুসলমানেরা এ উদ্যোগকে সন্দেহের চোখে দেখেন। কেননা, ক্ষমতা হারানোর দুঃখ তখনও তাদের মনে জাগরূক ছিল। লর্ড মেকোলি ছিলেন দেশীয়ভাষা ও সাহিত্যের ঘোর সমালোচক। তিনি মনে করেন যে, একামাত্র ইংরেজি শিক্ষাদানের মাধ্যমেই ভারতে একশ্রেণীর লোক সৃষ্টি করা যাবে যারা হবে 'রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতামত ও চিন্তাচেতনায় হবে প্রাশ্চাত্যভাবাপন্ন।'[২]

ফুলসাইন্দ হাই স্কুল এণ্ড কলেজ

১৮১৭ সালে বিখ্যাত হিন্দু সমাজসংস্কারক ও লেখক রাজা রামমোহন রায়সহ কতিপয় ইউরোপিয়ান উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য যে, রামমোহন রায় ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার জোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন। ১৮৩৭ সালে ফার্সিকে আদালতের ভাষা হিসেবে বাতিল করে ইংরেজিকে আদালতের ভাষা করা হয়। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের জন্য ইংরেজি জানাকে একটি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে ঘোষণা দেন। ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন অঞ্চলে জেলা স্কুল। এভাবে ক্রমান্বয়ে ১৮৫৪ সালের মধ্যে ভারতের অন্যত্র না হলেও বৃহত্তর বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা একটি সুদৃঢ় স্থান দখল করে নেয়। ইংরেজি শিক্ষা হয়ে ওঠে চাকুরিলাভ, আভিজাত্য ও উচ্চশিক্ষার মানদণ্ড। কিন্তু এ সকল শিক্ষাব্যবস্থার সুবিধা কেবলমাত্র বিত্তবান ও সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই ভোগ করে। শাসকগোষ্ঠী তখন সাধারণ জনগোষ্ঠীরকে শিক্ষিত করতে চায় নি। শিক্ষাক্ষেত্রে তারা 'ডাউনওয়ার্ড ফিলট্রেশন থিয়োরি' অনুসরণ করে। অর্থাৎ তারা মনে করে যে, শুধুমাত্র সমাজের বিত্তবান ও উচ্চশ্রেণীর লোককে শিক্ষিত করে একটি শ্রেণী সৃষ্টি করবে, যাতে করে ঐ শিক্ষিতশ্রেণীর লোকেরাই পরবর্তিপর্যায় সাধারণ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব কাধে নেয়। কিন্তু তাদের এ উদ্দেশ্যে সফল হয়নি। কেননা, শিক্ষিতশ্রেণীর লোকেরা হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক ও উচ্চাভিলাষী। সরকারি চাকুরিলাভের সাথে সাথেই তারা সাধারণ জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।[৩]

১৮৫৪ সালে 'স্যার চার্লস উড ডেসপাচ' ছিল ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ। এ ডেসপাচের নির্দেশ মোতাবেক একটি আলাদা শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাথমিকপর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একটি সমন্বিত শিক্ষানীতির রূপরেখা প্রণীত হয়। এ শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক পর্যায়েও শিক্ষাবিস্তারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। ফলস্বরূপ ১৮৫৭ সালে সিপাহিবিদ্রোহের বছরে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির অনুকরণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠালাভের কারণে বৃহত্তর বাংলায় আধুনিক শিক্ষার পথ প্রসারিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি তখন শুধুমাত্র মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ সমূহের নিবন্ধন, সিলেবাস নির্ধারণ ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি শিক্ষাদানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

সিলেটে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি:
ওয়েলস খ্রিস্টান মিশনের মিশনারি উইলিয়াম প্রাইজ সিলেটে ইংরেজি শিক্ষার বীজ বপন করেন। ১৮৬৭ সালে সমগ্র সিলেট জেলায় মাত্র ২৮টি স্কুল ছিল। এগুলোতে ১,১২৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করতো। এদের প্রায় অর্ধেকই সিলেট শহরে বাস করতো। এ থেকেই মফস্বলে শিক্ষার হার কত কম ছিল তা অনুমান করা যায়।[৪] ১৮৪০ সালে সিলেট শহরে ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটি প্রবেশনারি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ সালে এই স্কুলে মুসলমান ছাত্র ছিল ১৯ জন ও হিন্দু ছাত্র ১১৫ জন। ১৮৫৬ সালে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৫ জন মুসলমান এবং ১৫৭ জন হিন্দু। এ পরিসংখ্যান থেকেই অনুমান করা যায় স্কুলটিতে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা কত নগণ্য ছিল। ১৮৫৪ সালে এ প্রবেশনারি স্কুলটি জেলা স্কুলে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের পরে স্কুলটি উঠে যায়। পরবর্তী কালে ইউলিয়াম প্রাইজ সিলেট শহরে নয়াসড়কে ও শেখঘাটে দুটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৫৭ সালে সিলেট শহরের চৌহাট্টা মহল্লায় রাসবিহারী দত্ত 'রাসবিহারি মধ্য ইংরেজি স্কুল' স্থাপন করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে সিলেটে সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সিলেট জেলায় ১৮৮২ সাল থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে শিক্ষার অনেক অগ্রগতি হয়। কিন্তু মফস্বলে সেভাবে শিক্ষার অগ্রগতি হয় নি। বৃহত্তর সিলেট জেলায় পল্লীতে সর্বপ্রথম হাই স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৯১ সালে বাণিয়াচঙ্গে। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্যামচরণ দেব।[৫]

১৯০৫ সালে সমগ্র উত্তর সিলেট মহকুমায় (বর্তমান সিলেট জেলায়) উচ্চ ইংরেজি (হাই ইংলিশ স্কুল) ও মধ্য ইংরেজি (মিডিল ইংলিশ) উভয় ধরণের স্কুল মিলে মোট ১৩টি স্কুল ছিল।[৬] এর মধ্যে দুটি স্কুল ছিল গোলাপগঞ্জ উপজেলায়। সেগুলো ছিল দত্তরাইল এমই স্কুল ও অন্যটি রণকেলী এমই স্কুল। ১৮৯৮ সালে দত্তরাইল এমই স্কুল প্রতিষ্ঠালাভ করে। এটি ছিল গোলাপগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সর্বপ্রথম এমই স্কুল। সম্ভবত এর কিছুকাল পরেই রণকেলী এমই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঢাকাদক্ষিণ পরগণার বিভিন্ন গ্রামের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় দত্তরাইল এমই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে ঢাকাদক্ষিণ গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারি। ঢাকাদক্ষিণ ছিল সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রাচীন পীঠস্থান। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভাদেশ্বর হাইস্কুল (পরবর্তী কালে ভাদেশ্বর নাসির উদ্দিন হাই স্কুল)। এই স্কুলটিই ছিল মুসলমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিলেট জেলায় সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ হাইস্কুল।[৭] স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠা হওয়াতে গোলাপগঞ্জ এলাকার শিক্ষার চাহিদা কিছুটা হলেও পুরণ হয়।

ফুলসাইন্দ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা:
বর্তমান গোলাপগঞ্জ উপজেলার একটি বৃহৎ গ্রাম ফুলসাইন্দ। ঐতিহ্যবাহী এ গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উপজেলার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মোটামুটি একটি অতীত চিত্র পাওয়া যাবে। বর্তমানে গ্রামটিতে ৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি কলেজিয়েট স্কুল, একটি দাখিল মাদ্রাসা ও একটি মহিলা মাদ্রাসা রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে ফুলসাইন্দ গ্রামে একটিমাত্র পাঠশালা ছিল। পাঠশালাটি ছিল গ্রামের ভারতচন্দ্র নাগের বাড়িতে। বাড়িটি সরকার বাড়ি নামে পরিচিত ছিল। আমার পিতামহ কমর উদ্দিন খান ঐ পাঠশালায় লেখাপড়া করেছেন। তাঁর চাচাতভাই ইদ্রিস আলী খানের স্কুল সার্টিফিকেট থেকে দেখা যায় যে, তিনি আসাম পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিপার্টম্যান্ট-এর

এমসি একাডেমি ও কলেজ

অধীনে পরিচালিত ‘হরিনারায়নপুর নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়’ থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০১ সালে দত্তরাইল এমই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রামের প্রাচীন স্কুলটির নাম ছিল ‘হরিনারায়নপুর নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়’। উল্লেখ্য যে, পূর্বে সরকার বাড়িসহ পার্শ্ববর্তী কিছু সংখ্যক বাড়ি হরিনারায়নপুর মৌজার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্কুলটি কত সালে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় নি। তবে এই স্কুলটিই পরবর্তী কালে জেলা বোর্ডের অধীনে ১৯৩ নং ফুলসাইন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয় যা বর্তমানে ২নং ফুলসাইন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে পরিচিত।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর তৎকালিন সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নেয়। সেজন্য সরকার সমগ্র পূর্ব বাংলা থেকে ৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বাছাই করে সেগুলোকে কমপালসারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করে এবং কমপালসারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের পার্শ্ববর্তী নন-কমপালসারি স্কুলগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করে। বাকীগুলোকে নন-কমপালসারি হিসেবে চালু থাকে। এতে করে সারাদেশে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে ১৯৫৭ সালে সরকার উল্লিখিত ৫ হাজার স্কুলের নাম পরিবর্তন করে ‘মডেল প্রাইমারি’ স্কুল নামে আখ্যায়িত করে। বাকীগুলো হয় নন-মডেল।[৮] তখন ২৮৩নং নিজ ফুলসাইন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে (বর্তমান ১নং ফুলসাইন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) কমপালসারি স্কুলে পরিণত করা হয়। এর দু’বছর পর ঐ বিদ্যালয়টিকে লক্ষণাবন্দ ইউনিয়নের মধ্যে একটি মডেল স্কুলে উন্নীত করা হয়। বিদ্যালয়টি তখন সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত হয়ে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন তৈরী হয়।[৯] আজো গ্রামবাসীদের কাছে স্কুলটি মডেল স্কুল নামে খ্যাত। স্কুলটি ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে চতুর্থ শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করলে গ্রামের মধ্যে এ স্কুলেই সর্বপ্রথম পঞ্চম শ্রেণী চালু হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে অতি মনোরম পরিবেশে একটি টিলার উপর অবস্থিত এই স্কুলটি শুরুতে বর্তমান কমপাউণ্ডের নিচের ধাপে একটি আধাপাকা ভবনে ছিল। আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সূচনা ঐ ভবন থেকেই। রুক্ষুনিমোহিনী দেব স্কুলটির জন্য প্রথম খণ্ড ভূমিদান করেন। তিনি স্কুলে শিক্ষকতাও করতেন। রুক্ষুণী দেব স্কুল ভবনের সামনে ফুলের বাগান লাগিয়ে স্কুলের পরিবেশকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে রাখতেন। সারিবদ্ধ কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষরাজি বহু বছর ধরে স্কুল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার শোভাবর্ধন করে রাখতো। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা লাল লাল ফুল ও সবুজ পাতারবাহারি বৃক্ষগুলো আজ আর নেই।

বর্তমানে ফুলসাইন্দ গ্রামে ৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি কলেজিয়েট স্কুল, একটি দাখিল মাদ্রাসা ও একটি মহিলা মাদ্রাসা রয়েছে।

সত্যিকার ভাবে স্কুলটি ছিল একটি আদর্শ স্কুল। স্কুলটিতে লেখাপড়ার মানও ছিল অতি উন্নত।

ফুলসাইন্দ দারুল কেরাত দাখিল মাদ্রাসা গোলাপগঞ্জ উপজেলার মধ্যে একটি অন্যতম প্রাচীন ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে ১৯৪১ সালে। তবে গ্রামবাসী অনেকে দাবি করেন যে, মাদ্রাসাটি কুড়ির বাজার মাদ্রাসারও আগে চালু ছিল। সম্ভবত ফুলসাইন্দ মাদ্রাসাটি পূর্বে ফুরকানিয়া মাদ্রাসা হিসেবে চালু ছিল।

বিংশ শতাব্দির ষাটের দশকে ফুলসাইন্দ গ্রামে শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়। এই উন্নয়নের পেছনে গ্রামবাসী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। সাথে সাথে স্মরণ করতে হয় তৎকালীন সরকারি শিক্ষাকর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতার কথাও। ১৯৬০ সালের ৩০ জুলাই ফুলসাইন্দ দারুল কেরাত দাখিল মাদ্রাসায় তৎকালীন মহকুমা স্কুল পরিদর্শকের উপস্থিতিতে গ্রামবাসীদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহকুমা স্কুল পরিদর্শক একই গ্রামে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা সরকারের জন্য ব্যয়বহুল বিধায় ১৯৩ নং প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পূর্ব ফুলসাইন্দে অবস্থিত শাহি মক্তবকে (বর্তমান পূর্ব ফুলসাইন্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়) মডেল স্কুলের সাথে একীভূত করার অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি ফুলসাইন্দ গ্রামের মত একটি বৃহৎ গ্রামে অনায়াসে একটি জুনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ক্রমান্বয়ে সেটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাই স্কুলে উন্নীত করা যেতে পারে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় তিনি গ্রামবাসীদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি জুনিয়র স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে উৎসাহ প্রদান করেন। তখন থেকেই শুরু হয় ফুলসাইন্দ গ্রামে একটি জুনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। অবশেষে ১৯৬১ সালে মডেল স্কুলের নিচের ধাপে চারচালা একটি কাঁচাঘর তৈরী করে সেখানে সর্বপ্রথম ষষ্ঠ শ্রেণী চালু হয়। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বর্তমানে যুক্তরাজ্য প্রবাসী করগাও-এর নুরুল গনি। নুরুল গনির স্মৃতিচারণ অনুযায়ী তখন ঐ ক্লাসে যারা লেখাপড়া করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন – রুবি (বীরেন্দ্র কুমার ধরের কন্যা), মইন উদ্দিন ও সিরাজ উদ্দিন প্রমুখ। কয়েক মাস পর গ্রামবাসী ঐক্যমত্যে পৌছে ২নং প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন স্থানে ষষ্ট শ্রেণী চালু করেন এবং তখন থেকে মডেল স্কুলে চালু হওয়া ষষ্ট শ্রেণীর ক্লাস বন্ধ করে দেয়া হয়। এ পর্যায়ে গ্রামের গ্রেজুয়েট টুনু মিয়া প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে গ্রামের উত্তরে নরাইটেকা নামক স্থানে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। স্কুলের এ স্থানটি ভূমির মালিকদের কাছ থেকে দানপ্রাপ্ত হয়ে মাটি ভরাট করে একটি কাঁচাঘর তৈরী করা হয়। তখন যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ব্যক্তিবর্গসহ

গ্রামবাসীদের অনেকের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্যগ্রহণ করায় স্কুলটি দ্রত বাস্তবতার মুখ দেখে। এইভাবে অনেক ত্যাগ ও কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে এলাকার বহু কাঙ্খিত স্বপ্ন পূরণ হয় ও ফুলসাইন্দ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা হওয়াতে এলাকার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহুদিনের অভাব দূরীভূত হয়। উল্লেখ্য যে, স্কুলটির প্রতিষ্ঠালগ্নে পাশ্ববর্তী গ্রামসমূহের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তখনকার দিনে গ্রাম এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অর্থাভাবেই হোক, ছাত্র বা শিক্ষকের অভাবেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, মফস্বল এলাকায় অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠার পর বেশীদিন টিকে নি।

ফুলসাইন্দ হাই স্কুলে আমার ছাত্রজীবন:
ফুলসাইন্দ মডেল প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে ১৯৬৭ সালে ফুলসাইন্দ জুনিয়র হাই স্কুলে ষষ্ট শ্রেণীতে ভর্তি হই। স্কুলটি ছিল বর্তমান স্কুল কম্পাউন্ডের দক্ষিণ পাশে বাঁশবেতের তৈরী তিন কক্ষবিশিষ্ট একটি ছনের ছাউনি দেয়া ঘরে। স্কুলে তখন আমাদের গ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী নওয়াই, বিদাইটিকর, লক্ষণাবন্দ ও মির্জানগর গ্রামের ছাত্রছাত্রী পড়তে আসতো। দু'বছর পর উত্তরপাশে একটি পাকা ভবন তৈরী হয়। আমার মনে পড়ে ভবনটি নির্মাণের সময় আমরা ছোটবড় সকল ছাত্র প্রধান শিক্ষক টুনু মিয়ার বাড়িতে সংরক্ষিত স্কুলের কাঠ কাঁধে বহন করে স্কুলে নিয়ে আসতাম। এতে আমাদের কিছুটা কষ্ট হলেও আমরা আনন্দ ও উৎসাহের সাথে এ ধরনের কাজে শরিক হতাম। অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার পর সকল ক্লাস নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং কাঁচা ঘরটি ভেঙে ফেলা হয়। তার বছরখানেক পরেই উত্তরপূর্ব দিকে আরেকটি দু'তলা ছোট ভবন তৈরী করা হয় ও আমাদের ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে সে ভবনে নবম শ্রেণী চালু হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগ চালু না হওয়ায় ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হই এবং সেখান থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। ফুলসাইন্দ জুনিয়র হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠার অতি অল্প দিনের মধ্যে একটি উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। শ্রদ্ধাভাজন প্রধান শিক্ষক টুনু মিয়া স্কুলের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সুদীর্ঘ একটানা চব্বিশ বছর নিঃস্বার্থভাবে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তার দক্ষতা ও পারদর্শিতার ফলেই স্কুলটি অল্প দিনে উন্নতিলাভ করে। নতুন ধান কাটার মৌসুম আসলেই আমাদেরকে নিয়ে তিনি স্কুলের তহবিল গঠনের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান সংগ্রহে বের হতেন। এতে করে আমরা পুরো এলাকাটি ঘুরে দেখার সুযোগ পাই। তিনি প্রতিদিন ক্লাস শেষে আমাদের ক'জনকে বিনা বেতনে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য

১৮৩৫ সালে টমাস বেবিংটন মেকোলির মিনিটের সুপারিশ মোতাবেক লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতে নতুন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেন।

কোচিং করাতেন।

শহরে অবস্থিত উন্নতমানের স্কুলের মতো ফুলসাইন্দ হাই স্কুলে সাজসরঞ্জাম ও সুবিধাদি না থাকলেও সুশিক্ষা অর্জনের জন্য যা প্রয়োজন তার সব উপকরণই স্কুলটিতে মোটামুটিভাবে বর্তমান ছিল। ছিল প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার্জনের পরিবেশও। অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে প্রতিটি উৎসব পার্বন অনুষ্ঠিত হতো। শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা ও খেলাধূলার সুব্যবস্থা ছিল। স্কুল লাইব্রেরিতে নানা ধরনের বইয়ের ভাল সংগ্রহ ছিল। শিক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত নিষ্টার সাথে আমাদের শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ফলতাফরের মঈনুল হক, জাঙ্গালহাটার শফিকুল ইসলাম, সুনামগঞ্জের শশাঙ্ককুমার গোস্বামী ও আমাদের গ্রামের রনজিৎ কুমার চক্রবর্তী। এ ছাড়া ক্বারি আফতাব উদ্দিন ধর্ম শিক্ষা পড়াতেন, সময় সময় আমাদের গ্রামের রজনীকান্ত সী চিত্রাংকন শিক্ষা দিতেন এবং বিমানচন্দ্র নাগ শরীরচর্চা প্রশিক্ষণ দিতেন। স্কুলটি নিভৃত পল্লী এলাকায় অবস্থিত হলেও শিক্ষার মান ছিল উন্নতমানের।

ফুলসাইন্দ গ্রাম তথা লক্ষণাবন্দ ইউনিয়নের শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রজদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞাভরে স্মরণ করতে হয়। এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে এলাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ ছিল না। যাদের সামর্থ ছিল তারা গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শেষ করে ঢাকাদক্ষিণে অবস্থিত দত্তরাইল এম ই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতেন। ভাদেশ্বর হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত থানার কোথাও আর বেশী লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল না। ভাদেশ্বর হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা হলে সেখান থেকে প্রবেশিকা সমাপ্ত করার সুযোগ হয়। ভাদেশ্বর হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার পর আমাদের এলাকার ছাত্রগণ ভাদেশ্বর গিয়ে লেখা পড়া করতেন। তখনকার দিনে চলাফেরার জন্য ভালো রাস্তাঘাট ছিল না। দূরবর্তী এলাকার ছাত্রদেরকে স্কুলে যেতে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতো।

আমাকে মাত্র দুবছর ঢাকাদক্ষিণ হাই স্কুলে যেতে হয়েছিল। এই দু'বছর আমাকে স্কুলে যাওয়া আসায় ৫ মাইল করে মোট ১০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হতো। তখনও পাহাড়লাইন নামক রাস্তাটি পাকা হয় নি। পাথর আর বালিভর্তি এই দূর্গম রাস্তা দিয়ে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যে বিভিন্ন ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিনই পায়ে হেঁটে অনেক কষ্ট করে আমরা সকল ছাত্ররা স্কুলে যেতাম। তখন বাস সার্ভিস ছিল না বললেই চলে। মাঝে মধ্যে সকালবেলা সিলেট থেকে একটি লাইন বাস ঢাকাদক্ষিণ যেতো আর এই বাসটিই বিকেলে ফিরে আসতো। গ্রাম থেকে হেঁটে লক্ষণাবন্দ গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও বাস পাওয়া যেতো না। বর্ষাকালে লক্ষণাবন্দ হয়ে মেইন সড়ক দিয়ে এবং শুষ্ক মৌসুমে নওয়াই গ্রাম দিয়ে পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতাম। আসা যাওয়ার পথে লক্ষিপাশা, নিজঢাকাদক্ষিণ, মুকিতলা, নওয়াই ইত্যাদি গ্রামের আরও ছাত্রদের সাথে দেখা হতো। তাই আমরা সবাই পায়ে হেঁটে গল্পগোজব করে আসা যাওয়া করতেই অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলাম।

উপসংহার:
ফুলসাইন্দ গ্রামের মতো এখন উপজেলার প্রায় সব ক'টি বড় বড় গ্রামে উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এগুলোর বেশ ক'টি কলেজে উন্নীত হয়েছে। এতে করে গ্রামবাংলায় শিক্ষার প্রসার হচ্ছে। এখন মেয়েরাও অতিসহজে স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সরকারের গণমুখী বিভিন্ন উদ্যোগ তথা প্রাথমিক স্কুলগুলোকে জাতীয়করণ ও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হাই স্কুলকে কলেজে উন্নীতকরণ, নারী শিক্ষাকে অবৈতনিকীকরণ ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ইত্যাদির ফলে গ্রামবাংলায় শিক্ষার অগ্রগতী তরান্বিত হচ্ছে। কিন্তু

১৮ শতকের প্রথম দশক। সর্বপ্রথম বাংলা ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম কেরি ও তার সহযোগী পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

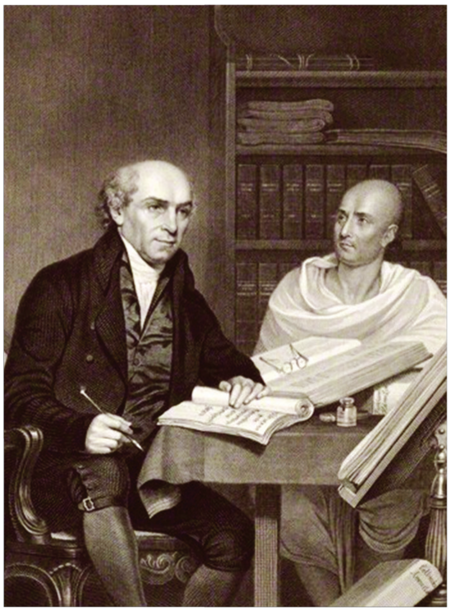

ভাদেশ্বর নাছির উদ্দিন হাইস্কুল

গ্রামাঞ্চলের হাই স্কুলের সংখ্যা বাড়লেও গুণগতভাবে এবং সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে শহরের স্কুলগুলোর চাইতে এখনও পিছিয়ে আছে। এ বৈষম্য দূর করে গ্রামবাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠী তথা সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে পর্যায়ক্রমে ৬ বছর থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক করার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা সরকারিকরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার মাধ্যমে সরকারকে এগিয়ে আসা উচিৎ। পাশাপাশি তিন থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাকপ্রাথমিক নার্সারি ক্লাশ চালু ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত গরিব ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে দুপুরের খাবার সরবরাহ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে সরকারের উদ্যোগ নেয়া উচিৎ। আমি আশা করি, সরকার সকল বৈষম্য দূরকরতঃ গ্রাম ও শহরের ব্যবধান হ্রাস করে শিক্ষার সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হবে।

তথ্যসূত্র:

১.
O'Malley, L. S.S (1925). *History of Bengal, Bihar & Orissa under British Rule*, Calcutta, pp. 843-844

২.
Sharp, H. ed., (1920). *Selections from Educational Records. Part 1 (1781-1839)*, Calcutta, p.116.

৩.
Ram Nath Sherma & Rajendra Kumer Sherma (1996) *History of Education in India*, Atlantic Publisher. pp. 85-86.

৪.
চৌধুরী, অচ্যুতচরণ (১৯০৫), *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, পৃ: ৬৩-৬৪।

৫.
সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯৮৮), *হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ.- ১৬১-১৬৩।

৬.
Allen, BC (1905), Assam District Gajdtters, Vol-2, p-301.

৭.
সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯৮৮), *হযর শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি: পৃ: ১৬১-১৬৪।

৮.
Rabbi, A F M Fazle, (2007) *Primary Education In Bangladesh, Viability of Achieving Millenium Development Goals*, IGS, BRAC University, pp-8-9.

৯.
সফিক আহমদ খান (২০১২), *সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী*, এস এ কে ফাউণ্ডেশন, ফুলসাইন্দ, সিলেট, পৃ.-৭৮।

লেখক পরিচিতি: অবসরপ্রাপ্ত স্থানীয় সরকার কর্মকর্তা। সমাজসেবী ও সংগঠক। জন্ম লক্ষণাবন্দ ইউনিয়নের ফুলসাইন্দ গ্রামে। ১৯৮৪ সাল থেকে লণ্ডনবাসী। যুক্তরাজ্যস্থ সিলেট বিভাগের সর্ববৃহৎ সংগঠন 'গ্রেটার সিলেট ডেভোলাপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল' (ইউকে)-এর প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রথম আহবায়ক। ফুলসাইন্দ ভিলেজ ট্রাস্ট (ইউকে)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এবং গোলাপগঞ্জ হেলপিং হেন্ডস (ইউকে)-এর উপদেষ্টাসহ আরো অনেক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।
E-mail:salehkhn@aol.com

BCCF

Bow Common Lane Carpets & Furniture

We are here to make you feel at home

Free Fitting
Free Estimate
Free Underlay

Call us for Free Carpet & Laminating Floor Measurement

We fit carpets and laminating flooring within a short time

আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে কার্পেট এবং লেমেনেটিং ফ্লোর ফিটিং করে থাকি

Arch 451, Huddart Street
off Ackroyd Drive
London E3 4AT

t: 0208 981 6779 m: 07983 429 866

গোলাপের সৌরভে মোহিত হোক সকলের কর্মতৎপরতা। আমাদের
কর্মের হাত হোক সুশীল সমাজ বিনির্মানের চেতনায় উজ্জীবিত।
গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস
কর্তৃক প্রকাশিত স্মরনিকা
প্রকাশ উপলক্ষে সবাইকে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
আব্দুল বাছির
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস
ট্রেজারার, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে

LONDON MOTORS
Mechanical Work Servicing / Brakes
Clutches / Exhaust Computer
Diagnostics/ Pre-MOT / Bodyworks
Zakir Hussain
07985 114 743
আমরা একটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান
Rezwan Hussain Shiblu
07946 836 499
445-447 Arches, Latimer Road, Forest Gate, London E7 0LQ
Contact : 020 8221 2299

মোহাম্মদ সমছুল হক
সমাজসেবী ও সংগঠক

বাঙালি-ব্রিটিশ প্রজন্মকে নিয়ে ভাবনা

অস্তিত্বের স্বাভাবিকতায় ইতিহাস নিজেই নির্ধারিত হয়ে যায়। জীবনের চলারপথে ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকে নিয়ে মানুষের মনে যে আশঙ্কা, সন্দেহ, উৎকণ্ঠা সব সময় তাড়িয়ে ফিরে তারই একখণ্ডচিত্র বা ইতিহাসের নিবন্ধ

ব্রিকলেইনে বৈশাখী মেলা

আমরা যারা ভাগ্যান্বেষনে একসময় দেশ ছেড়ে প্রবাসে এসেছিলাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল কাজ করবো টাকাপয়সা রোজগার করবো এবং এক সময় দেশে ফিরে গিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে নিজের মতো করে জীবনযাপন করবো। এই কারণেই আমরা কেউই এক দু'বছরের ওপরে বিলাতে থাকতাম না। এক বছর কিংবা বড়জোর দেড় বছর থাকলে পরের বছর কমপক্ষে ছয় মাস দেশেই কাটাতাম। এভাবেই চলছিল বিলাতপ্রবাসী বাঙালির জীবনযাপন। কে জানতো আমাদের সেই লন্ডন বা বিলাতপ্রবাস আমাদের অভিবাসী বানিয়ে দেবে, বিলাতবাসীতে উন্নীত করবে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতাপরবর্তী রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট আমাদের বিলাতবাসী হতে বাধ্য করে। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। আমি ঐতিহাসিক নই, ইতিহাসের খুব একটা পাঠকও নই, খেটেখাওয়া মানুষ। ছিলাম বিলাতপ্রবাসী পরিস্থিতির কারণে হলাম বিলাতবাসী। ছিলাম বাংলাদেশী নাগরিক। হলাম ডুয়েল সিটিজেন। এখন আমাদের প্রজন্ম তাও নয়। তারা বাঙালি-ব্রিটিশ। বাংলাদেশ এখন আমাদের নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছে পিতৃপুরুষের দেশ। কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে প্রবাসী হয়ে ইতিহাসের পথপরিক্রমায় এখন ব্রিটেনের নাগরিক। আমাদের ধড় বা দেহ বিলাতে থাকলেও আমাদের স্বপ্ন, মনপ্রাণ সব সময়ই দেশে পড়ে থাকে। এদেশে পুরো পরিবার নিয়ে বসবাস করলেও, যেদিন এদেশে পা দিয়েছিলাম সেদিন থেকে আজপর্যন্ত অন্তত মনের দিক থেকে দেশেই থাকি। প্রতিদিন না হোক অন্তত মাসে কয়েকবার দেশে ফোন করি। ঘনিষ্ঠজন না দেশে না থাকলেও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনেরও খোঁজ-খবর নেই। তাদের সুখে মনপ্রাণ উজাড় করে হাসি, দুঃখে না কাঁদলেও ভারাক্রান্ত হই। গর্ভধারিণী মায়ের মতো মাতৃভূমির সাথে এ সম্পর্ক, প্রাণের এ টান যেন কোন দিন ছিন্ন হবার নয়, হতে পারে না। তাই আমরা অনেকে ধর্মের বিধান কী তা জেনেও সন্তানদেরকে বলে রাখি মারা গেলে অন্তত আমাদের লাশটাও যেন তারা দেশের মাটিতে পাঠায়। মূলত এই দেশপ্রেমের জন্যই আমরা আমাদের কঠোর পরিশ্রমের ফসলের একটি বড় অংশ দেশের জন্য, দশের জন্য সারাটা জীবন ব্যয় করেছি, এখনো করি। ছেলেমেয়েরা ছোট থাকতে এ নিয়ে প্রশ্ন করতো। জানতে চাইতো যে দেশে আর ফিরে যাবো না সে দেশ নিয়ে এতো চিন্তা কেন? আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে নিজের মতো করে তার উত্তর দিতাম। হয়তো আমার মতো আরো অনেক আছেন, যাদের সন্তানরা এ ধরণের প্রশ্ন করে এবং তারাও যে যার জ্ঞান-বুদ্ধি মত উত্তর দিতেন এবং এখনো দেন। আমাদের সন্তানদের কেউ কেউ আমাদের মনে কথা বুঝতো, কেউ বুঝতো না। তখন প্রায় আফসোস হত, আমাদের ছেলেমেয়েরা হয়তো আর দেশে ফিরে যাবে না। বহুবিদ কারণেই এ ধারণা প্রায়ই মনের মধ্যে উকিঝুকি দিত। এখনো হয়তো আমার মতো অনেকের মনে উকি দেয়। আক্ষেপ হতো, আমরা জীবিত থাকতে, শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এদেশের সিস্টেমের কারণে সন্তানদের নিয়ে নিজেদের মতো করে দেশে ফিরতে পারছিনা। আবার আনন্দিত হতাম এই ভেবে যে, আমরা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে এদেশে এসেছিলাম। কথাবার্তা বুঝতে পারতাম না। শাদারা আমাদের পথেঘাটে মারধর করতো। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের মতো অদক্ষ কিংবা আমাদের অনেকের মতো নীরক্ষর নয়, অসহায়ও নয়। আমরা অনেকেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, নিজেরা খেয়ে না খেয়েও চেষ্টা করেছি আমাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কারণে কমবেশী প্রায় সকলেই আমরা এতে যে সাফল্যলাভ করেছি এখন তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। বরং বলা যায় আমাদের সন্তানরা শিক্ষিততো বটে বরং বেশীরভাগই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। মূলত এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যদিয়ে চলতে গিয়েই সন্তানদের নিয়ে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সব সময় দেশে যাওয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই এদেশীয় সিস্টেমের কারণেই এদের প্রত্যেকের কাছে সময় এতো মূল্যবান যে, আমাদের মতো করে দেশভ্রমণের সময় এদের প্রায় কারো কাছেই নেই। তারা নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বলে এই মাল্টিকালচারাল সমাজের সাথে পাল্লা দিয়ে, সমাজের একজন প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে নিজেদের যোগ্য আসন ছিনিয়ে নিয়ে জীবন-যাপন করছে। তাদের বেশীর ভাগই কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থানে দায়িত্বশীল। তাদের গায়ে হাত দিতে হলে একবার নয়

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এমপি রুশনারা আলী

নরওয়ের এমপি সায়রা খান

প্রথম বাঙালি মেয়র লুৎফুর রহমান

হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী

আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের মতো অদক্ষ কিংবা আমাদের অনেকের মতো নীরক্ষর নয়, অসহায়ও নয়।

শতবার ভাবতে হবে। এছাড়া, আনন্দের কথা যে, এতোদিন যারা প্রশ্ন করতো শুধু শুধু দেশের চিন্তা করি কেন? এখন তারাই অর্থাৎ আমাদেই সেই ছেলেমেয়েরাই মনে করে আমার এবং আমার মতো মাতাপিতাদের মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য যখন খুশি দেশে যাওয়া দরকার। দেশের জন্য একটা কিছু দরকার। আমি নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখেছি বসবাসের জন্য বাংলাদেশে ফিরে যাবার ইচ্ছা তাদের নেই বটে, কিন্তু দেশ বলতে তারা বাংলাদেশকেই বুঝে। বাংলাদেশের উন্নয়নের খবর শুনে খুশিতে তাদের মনও টগবগ করে। দুর্নীতির কথা শুনে ভারাক্রান্ত হয়। দেশের-দশের আনন্দে তারা আনন্দিত হয়, দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়। এদের প্রায় প্রত্যেকেরই স্বপ্ন সুযোগ পেলে অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও দেশে গিয়ে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করা। দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা। এদের বেশীর ভাগই যাকাত, ফিতরা এবং কোরবানী দেশে দেবার পক্ষপাতি। আমি মনে মনে তাদের দেশপ্রেম দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে হাসি তৃপ্তির হাসি। আমি আনন্দে আত্মহারা হই, গর্বিত হই, ধন্য হই, যখন দেখি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে আমাদের সন্তান রুশনারা আলী এমপি বাংলাদেশের নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন। টাওয়ার হ্যামলেটস-এর নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান এবং সাবেক হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীকে দেখি এক একজন বাঙালি সন্তান হিসেবে। তাদের কথা যখন শুনি তখন ভাবি, আমার এবং আমার মতো আরো অনেকের ধারণা আসলেই অমূলক। যখন আনোয়ার চৌধুরীকে শাহ আব্দুল করিমের গান শুনে নাচতে দেখি কিংবা বেসুরো গলায় প্রাণভরে গান করতে শুনি তখন ভাবি কখনো কী এভাবে নিজের দেশকে, দেশের গানকে প্রাণে ধারণ করেতে পেরেছি? নাকি করতে চেষ্টা করেছি? কিন্তু আমাদের সন্তানরা পারছে এবং করছে। মাঝেমধ্যে আমি আমার ও আমাদের সন্তানদের দেশপ্রেম নিয়ে ভাবি। তুলনা করতে চেষ্টা করি যে, আমরা দেশের জন্য যা করেছি বা করছি আমাদের সন্তানরা সে তুলনায় কতটুকু করতে পারবে বা পারছে। তখন দেখি একজন রুশানারা আলী, একজন লুৎফুর রহমান কিংবা আরো যারা নানা সেক্টরের মাধ্যমে ব্রিটেনের মূলধারায় নিজ নিজ আসনে সমাসীন তাদের ভূমিকার তুলনায় আমরা নস্যি।

লেখক পরিচিতি: সমাজসেবী ও সংগঠক। জন্ম বুধবারিবাজার ইউনিয়নের বাগিরঘাট গ্রামে। ১৯৬৫ সাল থেকেই পূর্ব লণ্ডনের বাসিন্দা। এম এস এইচ গরীব ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা, গোলাপগঞ্জ অ্যাডুকেশন ট্রাস্ট (ইউকে)-এর সাবেক সহ-সভাপতি এবং গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস (ইউকে)-এর অন্যতম উপদেষ্টাসহ আরো অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে সাথে জড়িত।
E-mail: somsulhoque@yahoo.com

কালিদাসপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ড. রেণু লুৎফা
কবি, সমাজ বিজ্ঞানী ও জেপি

আমার পাঠশালা জীবনের সূচনাপর্ব

জীবন-ডায়েরির আবেগময় কয়েকটি ছিন্নপাতা। এর প্রত্যেকটি উচ্চারণ আমাদের ছুঁয়ে যায়। নিয়ে যায় আমার শৈশব আর কৈশোরের দিনগুলোতে, মা, মাটি আর মানুষের কাছাকাছি।

আমার স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল মাত্র চার বছর বয়সে বাড়ির পাশে কালিদাস পাড়া প্রাইমারি স্কুলে। এই এতোটুকু বয়সে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত স্কুলে যায় না। কিন্তু আমি গিয়েছিলাম। এটা অবশ্যই সে সময়ের জন্য ছিল অনেকটা ব্যতিক্রম। কারণ, আব্বা সদ্য অবসর নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেছেন। বাড়ি থেকে দু'পা ফেলে রাস্তা পেরুলেই কালিদাশপাড়া সরকারি প্রাইমারি স্কুল। ভাইবোনদের মধ্যে আমি সবার ছোট এবং আদরেরও। একমাত্র আমি ছাড়া সকলেই স্কুল-কলেজে পড়েন তাই আমিও স্কুলে যাবার জন্য পাগলপারা। অনেক চেষ্টা করেও যখন আমাকে বাড়িতে আটকে রাখা গেল না বরং আমি এক ধরণের সমস্যা হয়ে দাঁড়ালাম তখন পিতাজি আমাকে স্কুলে পাঠানোই সমিচীন মনে করলেন। এতে তারও সুবিধা হল। আমাকে রাস্তা পারাপারের ওছিলায় তিনিও নিশ্চিন্তে তার প্রাতভ্রমণটা সেরে নিতে পারতেন। আর আমিও পেলাম ঘরের বন্ধিত্ব থেকে বাইরের দুনিয়ার স্বাধ। অবাধ স্বাধীনতা। যা শুধু কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি দিয়ে তুলে ধরা যায়। আব্বার ছিল ট্রেন্সফারেবল জব। তাই অন্যান্য ভাইবোনেরা লেখাপড়া করেছেন সিলেটের বিভিন্ন শহরের, ভালো ভালো স্কুলে। সেই 'ভালো' লেখাপড়ায় বিবেচনার কথা বাদ দিলেও অন্তত দেখার দিক থেকেও যে ছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমার পাঠশালাটি একেবারে আমাদের গ্রামের মতো। অনেকটা সৈয়দ মুজতবা আলীর গল্পের সেই মাস্টার মশাইয়ের পাঠশালার মতো। একেবারে সনাতনি ধরণের। বাঁশবেতের বেড়ার উপর টিনের ছাউনি। বর্ষাকালে যখন মোশল ধারে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামতো, টিনের চালও যেন তখন মুখরিত হয়ে বৃষ্টির তালে তালে, অনেকটা শ্রাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মতো সুর ধরতো।

> **আমার পাঠশালাটি একেবারে আমাদের গ্রামের মতো। অনেকটা সৈয়দ মজতবা আলীর গল্পের সেই মাস্টার মশাইয়ের পাঠশালার মতো। একেবারে সনাতনি ধরণের।**

বৃষ্টি যতো বাড়তো ছন্দ-সুরের ব্যঞ্জনা ততোই বাড়তো এবং বাড়তে বাড়তে একপর্যায়ে গিয়ে সপ্তমে পৌছাতো। আবার বৃষ্টি যখন কিছুটা কমতো, সুরের ব্যঞ্জনাও তখন কখনো বিলম্বিত লয়ে আবার কখনো মধ্য রয়ে ধ্বনিত হতো। আমরা ছোটরাও তখন বৃষ্টির শব্দে প্রায় পাগলপারা। তখন বৃষ্টিতে ভেজা এবং ভিজতে ভিজতে খেলার স্বাদই ছিল অন্যরকম। শিক্ষকরা তখন বেরসিকের মতো বাধা হয়ে দাঁড়াতেন। তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বেরুবার উপায় ছিল না। এর পরেও তাদের শত শাসন উপেক্ষা করে আমরা, ছোটরা, বারান্দা দিয়ে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে ছোটাছুটি করতাম। একটু সুযোগ পেলে বৃষ্টিতে ভেজার সুযোগ হাতছাড়া করতাম না। আবার বৃষ্টির যখন একটু কমতো তখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মতো শব্দের তাল এবং লয়েরও পরিবর্তন হতো। এখনো বাংলাদেশে গেলে যখন বৃষ্টি নামে তখন সেই পাঠশালা জীবনের স্কুলের টিনের চালের শব্দগুলো আমাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও শৈশবে টেনে নিয়ে যায়। নিজের অজান্তেই তখন সুর ধরে আপন মনে ছড়া কাটি:

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর/নদে এলো বান/ শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান।/ এক কন্যা রাঁধে-বাড়ে আরেক কন্যা খায়/ আরেক কন্যা না খেয়ে/ শ্বশুড় বাড়ি যায়।

পাঠক ভাবছেন আমি কোন সময়ের কথা বলছি? হ্যাঁ, আমি বলছি সেই পঞ্চাশের দশকের কথা। আমি যে রাস্তা পাড়ি দিয়ে স্কুলে যাবার কথা বলছি, সেটা সিলেট-জকিগঞ্জ, সিলেট-সুতারকান্দি তথা সিলেটের পূর্বাঞ্চলের একমাত্র পথ। অথচ এই ব্যস্ততম রাস্তায় তখন রিকসা দেখেছি বলে মনে হয় না। আমাদের এলাকায় আমি বেবি টেক্সি প্রথম দেখি যখন গ্রামের তৈয়ব আলী কিনে নিয়ে আসেন। তখন তার বেবি টেক্সির নাম পড়ে যায় 'তৈয়ব আলীর বেবি টেক্সি'। এর আগে বেবি টেক্সি দেখেছি বলে মনে পড়ে না।
তাই স্কুলে আসার একমাত্র অবলম্বন ছিল দুটো পা। সহপাঠীদের অনেকেই তখন ঘন্টাখানেক হেটে দল বেধে স্কুলে আসতো এবং ছুটির পর আবারো দলবেঁধে বাড়ি ফিরতো। কিন্তু আমাদের বাড়ির রাস্তা হওয়ার পরপর বিধায় আমি তাদের মত দল বেঁধে মজা করে হাটার স্বাধটি কখনো পাই নি। সে দুঃখটা অনেক বড় হয়েও আমার মনে ছিল। মনে মনে ভাবতাম ইস্ আমাদের বাড়িখানা যদি আরো একটু দূরে

হতো তবে আমিও সহপাঠী বন্ধুদের সাথে দল বেঁধে স্কুলে আসতে-যেতে পারতাম। তখন ছাত্রছাত্রীদের মতো শিক্ষকগণও পায়ে হেটে স্কুলে আসতেন। স্কুলে শিক্ষক ছিলেন মোট ৫ জন। হেড টিচারের নাম বাবু বরীন্দ্রনাথ পাল। আমরা তাকে মাস্টার বাবু বলেই ডাকতাম। অংকের টিচার ছিলেন মনসাক উদ্দিন স্যার। ইংরেজি, ভুগোল, ইতিহাস ও বাংলার আবুল হোসেন ও ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন মৌলানা আব্দুল কুদ্দুস। মাস্টার বাবু আসতেন আমাদের পাশ্ববর্তী টিকরপাড়া থেকে। আবুল হোসনে স্যার আর মনসাক উদ্দিন স্যার আসতেন ফাজিলপুর থেকে আর মৌলানা আব্দুল কুদ্দুস স্যার আসতেন শেরপুর থেকে। শেরপুর থেকে আরেকজন স্যার আসতেন এবং আমাদের বাংলা পড়াতেন তার পুরো নাম জানি না তবে আমরা তাকে পণ্ডিত স্যার বলে ডাকতাম। মাস্টার বাবু খুব কড়া ছিলেন। তার সামনে বা পিছনে কেউ কোনদিন দুষ্টামী করেছেন বলে দেখিনি বরং মেজাজের দাপটে আমরা সব সময় তটস্থ থাকতাম। তিনি লম্বা হাতওয়ালা সাদা শার্টের সাথে সাদা ধুঁতি পরতেন। মনসাক উদ্দিন স্যারও কড়া ছিলেন, কেউ কিছু করলেই মাথায় ঠুঁকর বসিয়ে দিতেন। তার যুৎসই করে টুপি পরার আর্ট অনেকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করতেন। মাথার চারিদিকে গুম্বুজের মতো করে তিনি টুপিটা রাখতেন। কোনদিন এর কোন হেরফের হয়নি। আবুল হোসেন স্যার ছিলেন সবার প্রিয়। খুব মজা করে পড়াতেন। কিন্তু এতই রোগা লিকলিকে ছিলেন যে হাতের ঘড়িটা প্রায় সময় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কখনো হাত উপরে তুললে ঘড়িটি সোজা কুনুই পর্যন্ত গিয়ে তার পরেই থামতো। আবার নীচে নামালে সোজা নীচে কব্জিতে নেমেই থামতো। সেজন্য তিনি ঘড়িটিকে হাতের মাঝামাঝি পরতেন। মৌলানা আব্দুল কুদ্দুস স্যার কিন্তু বেত ব্যবহার করতেন না। রেগে দাঁত খিছে চোখ রাঙিয়ে শুধু বলতেন “ফেরতের ছাওয়াইন’ – এই পর্যন্তই। তার গাল ভর্তি দাড়ি ছিল। ছাত্রজীবনে কখনোই লেখাপড়ার জন্য আমার হাতে বেত পড়েনি। কিন্তু দুষ্টামীর জন্য পড়েছে। দুষ্টামী বলতে, যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো দ্রুতবেগে দৌড়ানো। আমি কখনোই ধীর লয়ে হাটতে পারতাম না। এমনকি এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যেতে হলেও নিজের অজান্তেই আমাকে দৌড় দিতে হত। এতে কতদিন কতোজনকে ধাক্কা দিয়ে যে জখম করেছি তার কোনো হিসেব নেই।

তাই আমার উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল স্কুলে দৌড়ানো চলবে না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়লো বেশ কয়েক বছর আগে পূর্ব লন্ডনের এক জনসভায় এক যুবকের সাথে দেখা। মধ্যপ্রাচ্য থেকে লণ্ডনে বেড়াতে এসেছে। আমাকে দেখে চুপি চুপি কাছে এসে জানতে চাইলো আমি তাকে চিনতে পারছি কি না? অনেকক্ষণ তাকিয়েও যখন চিনতে পারলাম না তখন জানতে চাইলাম – নামটা কী? নাম শুনেও যখন তাকে চিনতে পারিনি তখন সে তার কপালের একটি ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে বললো, এবার চিনতে পারছেন? শেষ পর্যন্ত চিনতে পারলাম। সে তার জখমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললো, চুল আচড়াতে গেলেই আমার কথাটি তার মনে আসে। সেই ঘটনা ছিল, একদিন স্যার আমাকে একটা কাগজ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন মাস্টার বাবুর কাছে। কাগজ হাতে নিয়েই নিষেধাজ্ঞার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে দে ছুট। তখন সামনে এসে পড়ে ওই ছেলেটি। জোরে ব্রেক কষেও থামতে পারিনি, তাই আমার সাথে ধাক্কা খেয়ে সে সোজা গিয়ে পড়ে দরজার ফ্রেমের উপর। মাথায় আঘাত লেগে তখন কপাল দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে। তার কপাল বেয়ে রক্তপড়ার সেই দৃশ্য এখনো স্পষ্ট মনে আছে। পূর্ব লণ্ডনে আমার সাথে দেখা হওয়া ছেলেটিই সেই ছেলে। তবে সেদিন ধাক্কা দেয়ার পরে ভয়ের মাত্রা এতোই বেশি ছিল যে, আমার থর থর কাঁপনের কারণে হাতে কোন বেত পড়েনি। কিন্তু কথায় আছে না কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না। আমারও দৌঁড়ানোর অভ্যাসটি কখনো যায়নি এখনো যে হাটতে শিখেছি তা বলা যাবে না। আজও হাটতে শুরু করলে দৌঁড়াতে ইচ্ছে করে। তখনো যেমন আমার সাথে কেউ পারতপক্ষে হাটতে বেরুতো না। এখনো অনেকেই হাটতে চায় না। এতো দুষ্টুমী করার পরেও শিক্ষকদের স্নেহ বলা যায় কিছুটা বেশী পেয়েছি। হতে পারে ভাল ছাত্রী ছিলাম সেজন্য। অথবা আমার পাগলপনার জন্য। মৌলানা আব্দুল কুদ্দুস স্যারতো এই সেদিন অর্থাৎ ২০০০ সালে যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন আমার বড় বোন তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তখনো আমার কথা জানতে চেয়েছেন। জানতে চেয়েছেন আমি কি আগের মতোই, নাকি বদলে গেছি। মাস্টর বাবু আমৃত্যু খবর নিয়েছেন আমি কী করছি? কী পড়ছি? কোথায় আছি, কেমন আছি। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকগণ আমাদের সেভাবে জীবনের শুরুটা করিয়ে দিয়েছিলেন – আমি অন্তত নিজের বিবেকের কাছে নির্মোহ থেকে সৎভাবে জীবন-যাপনের চেষ্টা করছি।

লেখক পরিচিতি: কবি, সমাজ বিজ্ঞানী ও জেপি। জন্ম গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের ছত্তিশ গ্রামে। প্রেসিডেন্ট ‘অ্যাথনিক মাইনোরিটিজ অরিজিনাল হিস্ট্রি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার’, লণ্ডন। প্রকাশিত গ্রন্থ: ‘যেতে দিতে পারি না’ (উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২)। প্রবন্ধ-নিবন্ধ: ‘জীবন বলাকা’ (১৯৯৬, সিলেট); ‘কালের কণ্ঠ’ (লিংক বাংলা, ঢাকা,২০০২); ‘কালের কণ্ঠ-২’ (পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫); ‘স্পর্ধিত আত্মবোধ’ (ইয়োহার্ক, লণ্ডন, ২০০৭)।
E-mail:renuluthfa@aol.com

গোয়াসপুর কুতুব আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রিয় বাজার

PRIYO BAZAAR

HALAL MONITORING COMMITTEE - UK

حلال

HMC

এখন সবার প্রিয়...

Vegetable, Fish & Meat

Fresh & Halal

25-29 Watney Market, Watney Street.
Shadwell, London E1 2PP
Tel: 020 7790 6446
www.priyobazaar.co.uk
facebook.com/priyobazaar.uk

Lebara mobile

Why work with Lebara?

Offering Lebara's high quality services to your customers will help you to:

- ✓ Add an important revenue stream to your business with the **best in market commercial structure**
- ✓ Have control over your performance by checking our **Online portal** daily
- ✓ Enjoy **free credit rewards** for your personal use, every month
- ✓ Work with an **award-winning multinational organization**
- ✓ Offer your customers great value with **low cost international and national calls, SMS and mobile data**

Contact the Area Sales Manager, **Fasal Ali Kunhumon** or the Business Development Executive, **Saifuddin Mohammed** for more information:

T: 07805901942

E: saifuddin.mohammed@lebara.com

Always by your side

lebara.co.uk

ড. আব্দুল আজিজ তকি
কবি, গল্পকার ও নাট্যকার

কুশিয়ারা নদী

বিজ্ঞতা নয় অভিজ্ঞতা

ইতিহাস এমন একটি বিবরণ যা একটা ঘটনা কীভাবে ঘটলো তার ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ যখন যা ঘটেছিল তারই নিরাবেগ বিবরণ। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি অনেক সময় সে ব্যাখ্যাকে উড়িয়ে দেয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পিতা অ্যারিস্টটল (Aristotle) বলেছেন, 'নোয়িং ইওরসেল্ফ ইজ দ্য বিগিনিং অব অল উইজডম (Knowing yourself is the beginning of all wisdom) অর্থাৎ নিজেকে জানাই সকল জ্ঞানের প্রথম উৎস। গ্রিক দর্শনের পুরোধা সক্রেটিস (Socrates) প্রায় দুই হাজার চারশো বছর আগে বলেছেন, 'দ্য অনলি ট্রু উইজডম ইজ ইন নোয়িং ইউ নো নাথিং (The only true wisdom is in knowing you know nothing), আসল জ্ঞানই হল নিজে জানা যে তুমি কিছুই জাননা। বাঙালি জনজীবনের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় আমরা নিজেরা নিজেকে জানার ধারে-কাছেও নেই। কস্মিককালেও নিজেকে জানার চেষ্টা করিনা যে কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির আত্মসমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমরা আরম্ভ করি শেষ করিনা। আরম্ভ করি, কাজ করিনা। যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করিনা। যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করিনা। ভুরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমান আত্মত্যাগ করিতে পারিনা। আমরা অহঙ্ককার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করিনা। সব কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি। পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব। পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান। পরের চোক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল ওঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।'

কয়েক বছর আগে নিজের এলাকার অ্যাডুকেশন ট্রাস্ট এর একটা ট্রাস্টিপদ লাফ দিয়ে ধরেছিলাম। মনে হয়েছিল এই সুযোগে গোলাপগঞ্জের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আলো দিয়ে লালে লাল করে দেব। পকেট থেকে যে টাকাটা বের করে দিয়েছিলাম তার উপর আর কারো হক্ক আছে কিনা ক্ষণিকের জন্য তা ভাবিনি। মনের চোখ দিয়ে দেখেছিলাম 'শিক্ষা' আর 'শিক্ষা'। নিখাদ আন্তরিকতা, মানবিকতা ও সমাজিক দায়বদ্ধতার আনন্দটা আমাকে একাজে আন্দোলিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল। কসম খেয়ে বলতে পারি সংগঠনের হর্তাকর্তা হয়ে ফটো তুলে নিজের ঢোল নিজে বাজানোর ন্যূনতম ইচ্ছা সেদিন আমাকে এমন কাজে উদ্বেলিত করেনি। কেউ কোনদিন বলতে পারবেন না সংগঠনের কোন ধরনের পদের আশায় কখনো গা ঘেষাঘেষি করেছি। কিন্তু দূর থেকে যা দেখলাম, যা শুনলাম আর যতটুকু অনুধাবন করলাম তা শুধু অবাক-হতবাকই করেনি মনটাকেও করেছে বেশ আহত। যে বুকভরা আশা নিয়ে শিক্ষা ট্রাস্টের সাথে সংযুক্ত হয়েছিলাম আসলে সে আশা পূর্ণ হয়নি। মনের এমন একটা ব্যথা প্রকাশ করতে গিয়ে পত্রিকায় একটা লেখা লিখেছিলাম। আমি জানতাম না আমার সেই লেখাটা নিজের এলাকার ভাই *বেরাদরের* দিলে কাঁটা হয়ে বিধবে। বিষয়টি বুঝতে পারলে আরেকটু সতর্ক থাকতাম। নিজের বাড়ি-ঘরের মানুষের কাছে নিজেকে দুশমন বানানোর মত বেয়াক্কেলি কে করে বলুনতো। তবে এই সুযোগে বলে রাখি, কাউকে আঘাত করা অথবা কষ্ট দেয়ার আদৌ কোন ইচ্ছা নিয়ে এমনটি লিখিনি। উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। একটা সংগঠনের সাংগঠনিক দুর্বলতা কোথায়, সংগঠকদের মন মানসিকতা কী হওয়া দরকার এই ছিল লেখার মূখ্য বিষয়। অকারণে মুখ রোচক কাহিনী সৃষ্টি না করা, দল বেধে দ্বন্দ্ব-বিবাদে লিপ্ত না হওয়া, পত্রপত্রিকায় একে অপরকে মারাত্বক আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখাই ছিল আমার লেখার আসল কথা। কারো ব্যক্তিগত অধিকার খর্ব অথবা সংগঠনের ইমেজ নষ্ট করার আদৌ কোন অসৎ উদ্দেশ্য সেখানে ছিলনা। কিন্তু বিষয়টা গড়ালো একেবারেই হিতে বিপরীত। যেখানে 'কুলার ধান ধুলায় লোটে' সেখানে এমনটিই হওয়াই স্বাভাবিক। আমার এই লেখাটা দেখে শিক্ষা ট্রাস্টের কয়েকজন কর্তাব্যক্তি নাকি খুব উত্তেজিত হয়ে আমার বারোটা বাজাবার প্রস্তাব করেছিলেন। আমি কিন্তু ব্যাপারটা জানতাম না। পরবর্তিকালে আমার কাছে দু'একজন শুভানুধ্যায়ী এ খবর পৌঁছিয়েছিলেন। বিষয়টি কতদূর গড়ালো এমনকি পরে কী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা আর জানতে পারিনি। জানলে অন্তত বুঝতে পারতাম আমার গলদটা কোথায়। তবে আমার অপরিচিত একজন ট্রাস্টি একদিন আমার কানে কিছুটা আবাস দিলেন। ঐতিহ্যবাহী উপজেলার ব্যাপারে পত্রিকায় আর্টিক্যাল লিখে নাকি আমি মহাপাপ করেছি। তার কথামত এতে ট্রাস্টের বদনাম হয়েছে। আর এ জন্যই কমিটির হর্তা কর্তারা আমার উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। এমনকি আমার সদস্যপদ কেটে ফেলতেও প্রস্তুত। তিনিও যে সেই দলে, আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আমি জানি

ভাল কাজ করতে পারলে সাজগোজ আর লাঠালাঠি করে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাবার প্রয়োজন পড়েনা। মানুষ এমনিতেই ধরে নিয়ে যাবে এবং সঠিক স্থানে বসাবে।

বাঙালির 'হুশ থেকে যোশ বেশী।' সুতরাং মুখ বন্ধ রাখলাম। কথায় বলে 'ভাবে বুঝা যায় বর্ষা ঋতু, বচনে বুঝা যায় কেমন পণ্ডিত'। খামাকা তর্কে জড়িয়ে পড়াটা বোকামি।

কথা হল, পত্রিকায় নিজের উপজেলার নাম ধরে একটা আর্টিক্যাল লেখা যদি গোনাহর কাজ হয় এবং কমিটি থেকে বের করে দেয়ার মত অপরাধ হয় তাহলে যারা আমার লেখার আরো আগে কয়েক বার একে অপরের বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকার বিবৃতি দিয়ে, জনে জনে চিঠি লিখে নিজেদের উষ্মা ঝাড়লেন তা কি শোভনীয় ছিল? আমি এমন একটা উদাহরণ টেনে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছিনে। যুক্তি দিয়ে আমার অন্যায় ধরিয়ে দেন আমি একশো বার মাথা পেতে নিতে রাজি। বিশ বার আমার নাম কেটে নিলেও আমার কাছ থেকে 'টু' শব্দটি বের হবেনা কারণ, আমি যত বড় বেআক্কেলই হইনা কেন অন্তত একটা অ্যাডুকেশন ট্রাস্টের ট্রাস্টির মানসম্মান কতটুকু তা নিজের আক্কেল বুদ্ধি দিয়ে বুঝার ক্ষমতা রাখি। যারাই সমিতি সংগঠন চালান তারা আমার লেখাটার বিষয়বস্তু দেখলে আত্মোপলব্ধি ও আত্মসমালোচনা করতে পারবেন বলেই লেখাটা পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল। আমি আগেই বলেছি শিক্ষা ট্রাস্টের মূখ্য কোন পদবি পাবার লালসা কখনো ছিলনা এবং আজো নেই। সৃষ্টিকর্তা আমি অধমকে যত 'পদবি' আর 'লকব' দিয়ে কাঁধ ভারি করে রেখেছেন সেগুলোই ব্যবহার করার সময় নেই। উপর্যুপরি নাম ফাটানোর খায়েস আমার কোন কালেই ছিলনা আজও নেই। গরীব মানুষ কাজকাম করে জীবন চালাই, প্যাঁচাল পাড়ার সময়টা কোথায় বলুনতো? ভাল কাজ করতে পারলে সাজগোজ আর লাঠালাঠি করে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাবার প্রয়োজন পড়েনা। মানুষ এমনিতেই ধরে নিয়ে যাবে এবং সঠিক স্থানে বসাবে। কেউ যদি গোলাপগঞ্জের গোলাপ ফুল হতে পারেন তাহলে সাধারণ মানুষ খুশবুতেই চিনে নেবে। দুঃখজনক হলেও সত্য আমরা যারা কমিটি সমিতি করি, সকলের মন মানসিকতা সমান থাকেনা। প্রায়ই আমরা অভিজ্ঞতার চেয়ে বিজ্ঞতা দেখাতে ধৈর্য্যশক্তি হারাই। ফলে অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্যতার দুরারগ্য রোগে রোগাক্রান্ত হয় সংগঠন। আর এমন একটা দুরারোগ্য ব্যাধি হলে সংগঠনের দুর্বলতা আর দীনতা দূর করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা চলিত ভাষার প্রবর্তক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'কর্মক্ষেত্রে সৌজন্য রক্ষা করে, কী করে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করা যায় তা বাঙালিরা জানেনা'। আসল বিবাদস্থলটাই এখানে। বিষয়টি বোঝতে এবং বোঝাতে আমাদের অনেক সংগঠকদের অসুবিধা হয়। যে কারণে কাজের কথা বলতে বাজে কথায় সময় নষ্ট হয় প্রচুর। ব্যক্তিগত খায়েস, নিজস্ব আলোচ্য বিষয় যেখানে প্রবল সেখানে দলাদলি, বলাবলি আর অসন্তোষ সৃষ্টি হতে বাধ্য। আর এমন অসন্তোষ শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে নিজেদের মাঝে বিভক্তির। আমার ধারণা, গোলাপগঞ্জ শিক্ষা ট্রাস্টের কিছুসংখ্যক ট্রাস্টির অতৃপ্তি ও অসুখী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশই সম্ভবত 'গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস' – এই সংগঠনের 'শানে-নুযুল' বা জন্মকথা সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ ছাড়া এর চেয়ে বেশী কিছু বলার মত অযাচিত অপরাধ আমি করতে চাইনা। কারণ, আমি সংগঠনটির কোন প্রত্যক্ষ সদস্য নই। শুরুতেই সংবিধান তৈরীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় কয়েকজন সুহৃদ আমাকে স্মরণ করেছিলেন। আমি নালায়েক সে কাজটি করে দিয়েছি। এখনো তাদের কোন অনুষ্ঠানাদিতে ডাক পড়লে সময় করে যাই। যারা উদ্যোগি আর উৎসাহি হয়ে এমন একটা সংগঠন করেছেন তাদের আন্তরিকতা, ভালো কাজ করার বাসনা সর্বদা প্রশংসার দাবিদার। বিনা আব্দারে অভাবগ্রস্থদের হাতে এবং পাতে মিলছে *তবর্‌রুক*, আর কী চাই। এমন কাজে কে না হাত তালি দেয়, কে না স্বাগত জানায়। পকেটের পয়সা, নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে যারা অন্যের প্রয়োজন মেটায় তারাই পরোপকারী। এমন পরোপকারীদের দেখে অনেকে পরশ্রীকাতর হয়ে পড়েন। কথায় আছে 'দাতায় করে দান হিংসুকে শুনলে তার উড়িয়া যায় পরাণ।' সুতরাং হিংসুকেরা 'তিলকে করে তাল।'

দাতব্য সংগঠনের সাথে জড়িত জনেরা নির্ঘাৎ নিজের টাকা পয়সা, সময়, মেধা দিয়ে অপরের মুখে হাসি ফোটাতে চায়, তাদের সকলের প্রতি আমার অভিনন্দন। মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর দয়ার টানে যারা হাত বাড়িয়েছে, আশীর্বাদ করি তাদের সে হাত শক্ত হোক, মজবুদ হোক, মংগল বয়ে আনুক। তারা দলে ভারি হোক, আরো সংগঠিত হোক। তাদের ভিতর যেন পদ-পদবি নিয়ে ঠেলাঠেলি, মতবিরোধ, কাজেকামে ব্যক্তিগত প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেয়। অধিকার নিয়ে অহিংসায় কথাবার্তা হোক ক্ষতি নেই কিন্তু অনধিকারচর্চায় যেন হিংসার উদ্রেক না ঘটে। কথায় কাজে স্বার্থ চিন্তার চেয়ে যেন সংগঠনের চিন্তাটা প্রকট থাকে। একজন জ্ঞানী বলেছেন 'অজ্ঞতা আর ধৃষ্ঠতা তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু।' দোয়া, করি এই শত্রুগুলো যেন সংগঠন পরিচালকদের গ্রাস না করে। আমেরিকার একজন লেখক জিমি হেন্ড্রিক্স (Jimi Hendrix) বলেছেন, 'নলেজ স্পিকস, বাট উইজডম লিসেন্স' (Knowledge speaks, but wisdom listens) অর্থাৎ অভিজ্ঞতা কথা বলে আর বিজ্ঞতা শুনে। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা শুধু জানালাম, বিজ্ঞজনেরা যে এমনটি শ্রবণ করবেন তা বলার মত ধৃষ্ঠতা আমার নেই।

লেখক পরিচিতি: কবি, গল্পকার ও নাট্যকার। জন্ম গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের ছত্রিশ গ্রামে। ১৯৯২ সাল থেকে লণ্ডনবাসী। বর্তমানে লণ্ডনের সিটি অব ওয়েস্ট মিন্সটার কাউন্সিলের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি লেখালেখিতেও সক্রিয় রয়েছেন। প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে – গল্প: 'উল্টা বুঝলিরে রাম' (১৯৯১)। কবিতা: 'আমিও কি মানুষ' (১৯৯১), 'রাণীর মেহমান' (২০১২)। নাটক: 'শেষ দৃশ্য'; 'সৈনিকের মৃত্যু' ইত্যাদি।
E-mail:atoki@clyd.co.uk

ফারুক আহমদ
লেখক, গীতিকার ও নাট্যকার

বিলাতে বাঙালির সংগঠন প্রতিষ্ঠায় গোলাপগঞ্জবাসীর অবদান

এ প্রবন্ধে বাঙালি বিলাতবাসীদের দ্বারা গড়ে ওঠা সংগঠনগুলোর ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে – কীভাবে গোলাপগঞ্জের মানুষ চালিকাশক্তি হিসেবে, প্রাণশক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন।

বিলাতে বাঙালির সাংগঠনিক তৎপরতা কখন, কীভাবে সূচনা হয়েছিল তা ব্যাপক গবেষণার বিষয়। তবে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, বিশেষ করে সিলেটী বাঙালিদের মধ্যে সামাজিক সংঘ-সমিতি গঠন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু ও পত্রপত্রিকা প্রকাশনার সূচনা করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। কিন্তু তার বিলাতত্যাগের পর সেই ধারাবাহিকতা আর বজায় থাকে নি। তাই বলে সিলেটীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল না। তারা উপমহাদেশীয় ভিত্তিতে গঠিত এ জাতীয় সংগঠনে যোগ দিয়ে সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করে দায়িত্বশীল ভূমিকাও পালন করেছেন। কিন্তু বিশশতকের চল্লিশের দশকের আগে নিজেরা কোনো সংগঠনের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন এমন কোনো তথ্যও পাওয়া যায় না এবং এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এ নিবন্ধে নেই। তাই আমরা আমাদের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাথ্যের ভিত্তিতে সিলেটীরা কখন থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করেন এবং সংগঠনগুলো গঠনে গোলাপগঞ্জীদের কী ধরণের ভূমিকা ছিল সে ইতিহাসটাই সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

ইণ্ডিয়ান সিম্যান্স ওয়েলফেয়ার লীগ:
বিপিনচন্দ্র পালের বিলাতত্যাগের দীর্ঘ দিন পরে সিলেট থেকে আগত বাঙালিরা লণ্ডনে প্রথম যে সংগঠনটির জন্ম দিয়ে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেন, সেটি 'ইণ্ডিয়ান সিম্যান্স ওয়েলফেয়ার লীগ।' ১৯৪৩ সালে পূর্ব-লণ্ডনে বসবাসরত প্রধানত সিলেটী লস্করগণ নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা এবং জাহাজিদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে সহায়তাদানের জন্য শাহ আব্দুল মজিদ কোরেশিকে সভাপতি, আইয়ুব আলী মাস্টারকে সেক্রেটারি এবং নবাব আলীকে কোষাধ্যক্ষ করে এটি গঠিত হয় (শেখপুর, ভাদেশ্বর)।[১] উপদেষ্টা ছিলেন ব্যারিস্টার নিসার আলী (ভাদেশ্বর)। তিনি লণ্ডনে তখন ইণ্ডিয়া অফিসে কাজ করতেন এবং কোরেশি নিসার আলী নামেই পরিচিত ছিলেন।

মুসলিম লীগ লণ্ডন শাখা:
১৯৪৫ সালের ৫ অগাস্ট গঠিত হয় মুসলিম লিগ লণ্ডন শাখা। এটি গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন ঢাকাদক্ষিণের রায়গড় নিবাসী সমজেদ আলী। সংগঠনটি জন্ম নিয়েছিল তারই মালিকানাধীন ৩৬ পারসি স্টিটস্থ কাফের বেইসমেন্টে। এটির জন্মদাতা ছিলেন ব্যারিস্টার আলী মোহাম্মদ আব্বাস। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

I had co-operation of my great friend Samjed Ali, who runs a restaurant at 36, Percy Street, London W1. He enabled me to hold a meeting at his Restaurant which remained closed for the day, incidentally at a heavy loss to the proprietor. At this meeting with the assistance of Mr Samjed Ali I recruited a number of members for our movement. On 5 August 1945 we called a General Meeting for the purpose of electing the officers of the League.[2]

বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন:
তৎকালীন পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গঠনের মূলেও রয়েছে গোলাপগঞ্জী নিসার আলীর (চন্দরপুর, বুধবারিবাজার) প্রধান ভূমিকা।

এ সংগঠনটি গড়ে তোলার সাথেও জড়িত ছিলেন নিসার আলী (চন্দরপুর)।

বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন:
তৎকালীন পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গঠনের মূলেও রয়েছে গোলাপগঞ্জী নিসার আলীর (চন্দরপুর, বুধবারিবাজার) প্রধান ভূমিকা। নিসার আলী দীর্ঘদিন জাহাজে চাকুরি করেন। ১৯৪৪ সালের ৯ জুন লিবারপুল ডকে তার কর্মক্ষেত্র ইসাবেল মুলার জাহাজটি নোঙর করলে সুযোগ পেয়ে জাহাজ থেকে পালিয়ে সোজা লিবারপুল থেকে লণ্ডনে চলে আসেন। তখনকার নিয়মানুযায়ি বিলাতে কাজ করতে হলে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ও ইন্স্যুরেন্স নাম্বারের জন্য ইণ্ডিয়া অফিসে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করতে হত। নিসার আলী তার বন্ধুদের পরামর্শে নাম রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হন। ঘটনাটি তাকে বিদ্রোহী করে তুলে। তিনি এর প্রতিবাদে ২১ রমিলি স্ট্রিট, লণ্ডন ডব্লিউ১ অবস্থিত সুরতুর রহমান সুরত মিয়ার রেস্টুরেন্টে গিয়ে তার ক্ষোভের কথা জানান এবং এর প্রতিকার কীভাবে করা যায় এ বিষয়ে পরিচিতদের নিয়ে একটি বৈঠক আহবান করেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ইণ্ডিয়া অফিসের দুর্ব্যবহার

প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সে জন্য ১৯৫৩ সালে ৯ হ্যাসল স্ট্রিট, লন্ডন ই১ এই ঠিকানায় অবস্থিত মুখতার মিয়ার ক্যাফেতে আরো বড় আকারের একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। মূলত সেই বৈঠকেই গঠিত হয় 'পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'।[৩] নিসার আলী পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সেক্রেটারি হবার গৌরব অর্জন করেন।[৪] ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে তাসাদ্দুক আহমদ লণ্ডনে আসার পরে পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার অসোসিয়েশনের অফিস সেক্রেটারির দায়িত্বগ্রহণ করেন। মূলত তার হাত ধরেই এটি বিলাতের বাঙালির প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনে পরিণত হয়ে প্রাতষ্ঠানিক রূপলাভ করে। এমনকি পাকিস্তান ওয়লফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রটিও তাসাদ্দুক আহমদের লেখা।

পত্রপত্রিকা প্রকাশনায়:
বাঙালিরা সাংগঠনিকভাবে একতাবদ্ধ হতে শুরু করলেও তাদের ভাবের আদান-প্রদান, কার্যক্রমের ইতিহাস রাখা, এবং মত প্রকাশের কোনো মুখপত্র ছিল না। তাসাদ্দুক আহমদ বিষয়টি অনুধাবন করে ১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা দিবসে হাতে লিখে সাইক্লোটাইল করে, পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ করেন দেশের ডাক। কাগজটির সাথে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ছিলেন ফারুক আহমদ চৌধুরী (রফিপুর, ফুলবাড়ি)। *দেশেরডাক* ১৯৬৪ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এই *দেশেরডাক* পত্রিকার টাইপরাইটার দিয়েই ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় বিলাতের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বাংলা *সাপ্তাহিক জনমত*।[৫]

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:
বিলাতে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড যেমন সূচনা করেছিলেন গোলাপগঞ্জের লণ্ডনবাসীরা ঠিক তেমনি বাংলা সাহিত্যেরচর্চাও শুরু করেছিলেন গোলাপগঞ্জীরা। পটভূমি হচ্ছে, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা দেশের শাসনতন্ত্র বাতিল করে সামরিক আইন জারি করলে বিলাত-প্রবাসী ছাত্রজনতা সামরিক আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সম্মিলিতভাবে গঠন করেন 'কমিটি ফর দ্য রেস্টোরেশন অব ডেমোক্র্যাসি ইন পাকিস্তান (সিআরডিপি)।' এর চিন্তা ছিল অখণ্ড পাকিস্তানভিত্তিক। সিআরডিপির মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় *পাকিস্তান টু ডে*। কাগজটির প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক তাসাদ্দুক আহমদ হলেও সম্পাদক ছিলেন পাকিস্তানি হামজা আলভি। এ সংগঠনটি তখন মূলত বামপন্থিদের দ্বারা গঠিত হলেও বিশেষ করে হামজা আলভি এবং সংগঠনের

তাসাদ্দুক আহমদ ও রোজমেরি আহমদের সাথে অন্যান্যরা

সাথে জড়িত পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। তাই সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন বেগবান হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছিল না। সংগঠনের বাঙালিদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিমা শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত করে একটি একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করা। সেই উদ্দেশ্যের অংশ হিসেবে বাঙালির মধ্যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলার লক্ষ্যেই তাসাদ্দুক আহমদের উদ্যোগে ১৯৬২ সালের ২৬ মে লণ্ডনে গঠিত হয় 'বাংলা অ্যাকাডেমি।'[৬]

বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন:
১৯৬০-এর দশকে বিলাতে বাঙালি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্টের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন শত। এই এতগুলো রেস্টুরেন্টের পেশাগত উন্নয়ন, স্বার্থসংরক্ষণ এবং একতাবদ্ধভাবে এই সেক্টরের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তখনো কোনো সংগঠন ছিল না এবং এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কোনো চিন্তা-ভাবনাও ছিল না। তাসাদ্দুক আহমদ ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী নুরুল ইসলাম (বাগরখলা, সিলেট) তখন তৎকালীন পাকিস্তানি ক্যাটারার্সদের একই প্লাটফর্মে নিয়ে আসার লক্ষে সিরাজুল ইসলাম (ইসরাইল মিয়া), শাহ আব্দুল মজিদ কোরেশী প্রমুখকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মাধ্যমেই ১৯৬০ সালের ৩ জুলাই জন্ম দেন 'পাকিস্তান ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন' (বর্তমান বাংলাদেশ কেটারার্স অ্যাসোসিয়েশন)। উভয়ে তখন ক্যাটারিং ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন না বিধায় সংগঠনের কোন পদ গ্রহণ করেন নাই।[৭] এই পাকিস্তান ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন নিসার আলী।[৮]

ন্যাশনাল ফেডারেশ অব পাকিস্তানি অ্যাসোসিয়েশন্স ইন গ্রেট ব্রিটেন:
পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং পাকিস্তান ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশর গঠিত হলেও তাসাদ্দুক আহমদ ও তার সহযোগী নুরুল ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল বিলাতের পুরো বাঙালি জনগোষ্ঠীকে একই প্লাটফর্মে নিয়ে এসে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তুলে ধরা। এ লক্ষে, তারা দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলোকে সংগঠিত করে একটি জাতীয় ফেডারেশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং উভয়ে পুরো গ্রেট ব্রিটেন সফর করে ১৯৬৩ সালের ১৩ ও ১৪ এপ্রিল গঠন করেন 'ন্যাশনাল ফেডারেশ অব পাকিস্তানি অ্যাসোসিয়েশন্স ইন গ্রেট ব্রিটেন।' দেশের ২৪টি পাকিস্তানি সমিতির পঁচানব্বইভাগ প্রতিনিধির অংশগ্রহণ ও প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এটির সভাপতি নির্বাচিত হন তাসাদ্দুক আহমদ।[৯]

পাকিস্তান অ্যাডুকেশন ফাউণ্ডেশন ট্রাস্ট:
বর্তমানে সিলেটের প্রায় প্রত্যেকটি থানাতো বটে এমনকি ইউনিয়ন এবং গ্রামপর্যায়েও অ্যাডুকেশন ট্রাস্ট গড়ে ওঠেছে ও উঠছে এবং এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটির তহবিল কোটি টাকারও ওপরে। আমরা অনেকেই জানি না যে, বিলাতে এই সকল অ্যাডুকেশন ট্রাস্ট গঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা কোন এলাকার লোক এবং কে বা কারা। আসলে এই অ্যাডুকেশন ট্রাস্ট গঠনের স্বপ্নদ্রষ্টাও ছিলেন গোলাপগঞ্জবাসী এবং তার নাম তাসাদ্দুক আহমদ। এ বিষয়ে *দেশেরডাক* পত্রিকার একটি রিপোর্ট প্রণিধানযোগ্য। 'পাকিস্তান অ্যাডুকেশন ট্রাস্ট গঠিত' শিরোনামে সংবাদে বলা হয়:

[...] পাকিস্তানের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক ও অন্যান্য প্রকারের সাহায্য দিবার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠনকরার সম্ভাবনা কতটুকু তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি নিয়োগ করা হয়। গত চার পাঁচ মাস যাবত এই কমিটি পাকিস্তানের অনেক সমাজকর্মি ও শিক্ষাবিদের সাথে আলাপ-আলোচনা চালান। এই পত্রালাপের ফলাফল

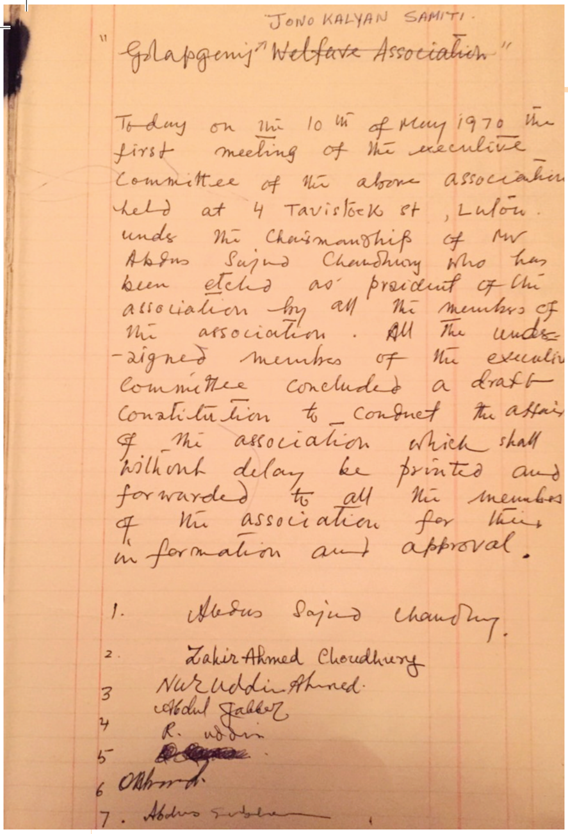
JONO KALYAN SAMITI.

"Golapganj" Welfare Association"

Today on the 10th of May 1970 the first meeting of the executive Committee of the above association held at 4 Tavistock st, Luton. under the Chairmanship of Mr Abdus Sajid Chowdhury who has been elected as president of the association by all the members of the association. All the undersigned members of the executive committee concluded a draft constitution to conduct the affairs of the association which shall without delay be printed and forwarded to all the members of the association for their information and approval.

1. Abdus Sajid Chowdhury.
2. Zahir Ahmed Choudhury
3 Nur Uddin Ahmed.
4 Abdul Jabbar
R. uddin
5
6
7. Abdus Subhan

'গোলাপগঞ্জ জনকল্যাণ সমিতি, লুটন', প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৯

পেশ করিবার জন্য কমিটি একটি বৈঠক গত নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন:

১. শিক্ষা ট্রাস্টকে একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠন করা হউক।
২. অস্থায়ী কমিটি গত মে মাসে গড়া হইয়াছিল তাহাকেই ট্রাস্ট্রের ম্যানেজিং কমিটি হিসাবে কাজ করিবার ভার দেওয়া হউক।
৩. সিলেটের তিন জন কৃতিসন্তান মরহুম আব্দুল মজিদ, মরহুম আব্দুল মতিন ও মরহুম শরফউদ্দিনের নামকরণে তিনটি বাৎসরিক ভাতা দেওয়ার আয়োজন করা হউক। এই ভাতা তিনটি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল ও কৃষি বিষয়ে অধ্যয়নরত মেধাবী ও গরীব ছাত্রদের দেওয়া হউক।
৪. এই ভাতা কয়েকজন শিক্ষাবিদ নিয়া একটি নির্বাচক কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হউক।
৫. ন্যাশনেল ও গ্রীন্ডলেস ব্যাংকের লণ্ডন ও ঢাকা শাখায় ট্রাস্টের নামে তহবিল খোলা হউক। আরেকটি প্রস্তাবে কমিটি ঠিক করিয়াছেন যে,
৬. যে সব পাকিস্তানি মাসিক ১০ শিলিং হারে ট্রাস্ট তহবিলে চাঁদা দিতে রাজি থাকিবেন তাহারাই ট্রাস্টের সদস্যভুক্ত হইতে পারিবেন। এই সব সদস্যই ট্রাস্ট্রের পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। ১৯৬২ সালে হইতেই ট্রাস্টের কাজ চালু হইবে।[১০]

উল্লিখিত সংবাদে যে তিনজনের নামে বৃত্তিপ্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে 'আব্দুল মজিদ' হচ্ছেন আসামের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আব্দুল মজিদ সিআইই। আব্দুল মতিন হচ্ছেন 'আব্দুল মতিন চৌধুরী কলা মিয়া (পূর্বভাগ, ভাদেশ্বর) এবং শরফউদ্দিন হচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী শরফউদ্দিন চৌধুরী (রণকেলী)। কিন্তু সংগঠনটি কতদিন কাজ করেছিল নাকি আদৌ কাজ করে নি সে সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উল্লিখিত ছয়টি সিদ্ধান্ত এখনো যে কোনো শিক্ষা ট্রাস্ট্রের মূললক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে। অথচ বিলাতে গড়ে ওঠা আজপর্যন্ত কোনো সংগঠন ১৯৬১ সালে গঠিত সেই প্রথম শিক্ষা ট্রাস্ট্রের উদ্দেশ্য বা মূলনীতিরপর্যায়ে পৌঁছাতে পারে নি। এখানো শিক্ষা ট্রাস্টের বৃত্তি বিতরণতো বটে, বিলাতের সাহিত্য সংগঠনগুলো মুড়ি-মুড়কির মতো যে সকল পদক বিতরণ করে থাকে সেগুলোতেও শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক-সাংবাদিক তথা বিশেষজ্ঞদের কোনো ভূমিকা নেই। অর্থাৎ এখনো এই একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশককেও আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ১৯৬০ দশকের চিন্তাধারাকেও ছুঁতে পারি নি। কিন্তু সুখের কথা যে, আমরা না পারলেও আমাদের পূর্বপুরুষগণ তা পেরেছিলেন।

ইস্ট পাকিস্তান হাউস:
১৯৬৪ সালের ৯ এপ্রিল ৯১ হাইবারি হিল, লণ্ডন এন৫ প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্ট পাকিস্তান হাই। এই হাউসের ৪-সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম ট্রাস্ট্রি ছিলেন নিসার আলী। এছাড়া এ হাউস প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান ছিলেন হাফিজ মজির উদ্দিনসহ (বাঘিরঘাট) গোলাপগঞ্জের আরো অনেকে।[১১]

শেখ মুজিব ডিফেন্স ফাণ্ড:
১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে ৬-দফার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে উঠলে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটি মামলা দায়ের করে ৬-দফা ঘোষণাকারী এবং আন্দোলনের নেতা আওয়ামি লিগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিযুক্ত ও গ্রেফতার করে বিচার শুরু করে। আওয়ামি লিগের সেই দুর্দিনে ১৯৬৮ সালের ১০ জুন লণ্ডনে গঠিত হয় ১২-সদস্যবিশিষ্ট 'শেখ মুজিব ডিফেন্স ফাণ্ড।'[১২] এই ডিফেন্স ফাণ্ড গঠনের অন্যতম উদ্যোক্ত ছিলেন নিসার আলী। এবং ফাণ্ডের ট্রেজারার ছিলেন হাফিজ মজির উদ্দিন (বাগিরঘাট, বুধবারিবাজার)।

গোলাপগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডন:
সামাজিক সংগঠনের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে, ১৯৮৯ সালের ২৯ অক্টোবর গঠিত হয় গোলাপগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের কর্মকর্তা ছিলেন: সভাপতি: মওলানা শামসুল হক (কটলিপাড়া), ভাইস- প্রেসিডেন্ট: ফরিদ উদ্দিন ও হাজি আব্দুর রউফ। জেনারেল সেক্রেটারি: শফিক উদ্দিন আহমদ (কানিশাইল) ও অ্যাসিট্যান্ট সেক্রেটারি: লোকমান উদ্দিন (সতুন মর্দন, বাদেপাশা) জয়েন্ট ট্রেজারার: হাজি সিরাজুল ইসলাম ও সৈয়দ ফখরুল ইসলাম। সদস্য ছিলেন: বুধবারিবাজার: আব্দুল ওয়াদুদ, হাজি মাহমুদ আলী ও ফরিদ উদ্দিন আহমদ। আমুড়া থেকে: হারুনুর রশীদ চৌধুরী, মো. হাফিজুর রহমান হাফিজ ও জমির উদ্দিন, ভাদেশ্বর ইউনিয়ন থেকে হাজি আব্দুল হারিস, আহমদ আলী ও আঞ্জব আলী। লক্ষিপাশা ইউনিয়ন থেকে আব্দুস সাত্তার, মওলানা মাহমুদুর রহমান। ফুলবাড়ি ইউনিয়ন থেকে: মকবির আলী, জমির আলী ও আব্দুর রহিম। গোলাপগঞ্জ ইউনিয়ন থেকে: আব্দুল খালিক (গোয়াসপুর), আব্দুল হাই (দাড়িপাতন) ও আখলিস চৌধুরী (রণকেলী)। উত্তর বাদেপাশা ইউনিয়ন থেকে: আব্দুল মালিক খোকন, ফজলুল ইসলাম ও ছয়াব আলী। কিন্তু বাঘা এবং শরিফগঞ্জ ইউনিয়ন থেকে কোন সদস্য ছিলেন না।[১৩]

গোলাপগঞ্জ জনকল্যাণ সমিতি, লুটন:
বিলেতে প্রথম থানাভিত্তিক সংগঠন 'গোলাপগঞ্জ জনকল্যাণ সমিতি, লুটন'। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৯ সাল। সংগঠনের সভাপতি ছিলেন

নবাব আলী ও তার পরিবার, ১৯৮০-এর দশক

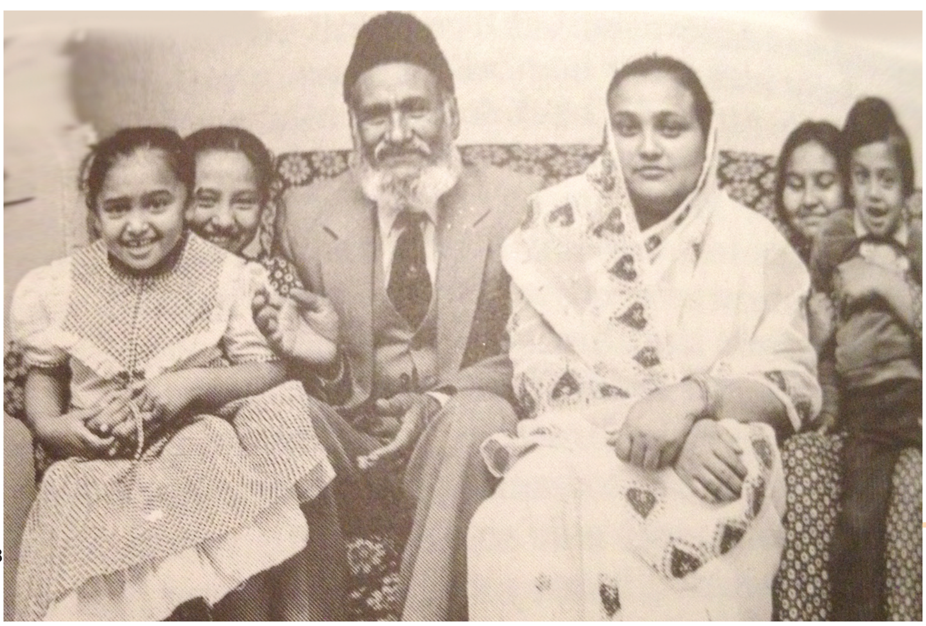

আবদুস সাজিদ চৌধুরী।

গ্রেটার সিলেট ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিল ইউকে (জিএসসি): বর্তমানে বিলাতে সিলেটী বাঙালিদের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন হচ্ছে জিএলসি। এটি গঠনের প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন গোলাপগঞ্জের ৭নং লক্ষ্ণাবন্দ ইউনিয়নের ফুলসাইন্দ গ্রাম নিবাসী সালেহ আহমদ খান (পরবর্তী কালে এমবিই)। ১৯৯১ সালের ১১মে তারই আহবানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া আদায়, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিলাতবাসী সিলেটীদের সামাজিক একতা দৃঢ়তর করার করত যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ার লক্ষে ৬২-৬৫ ওয়ারেন স্ট্রিট, লণ্ডন ডব্লিউ১-এ ঠিকানায় অবস্থিত বেঙ্গলি কমিউনিটি সেন্টারের বেইসমেন্টে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাথমিক কাজ করার জন্য সালেহ আহমদ খানকে আহবায়ক করে ১৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়। আহবায়ক কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন: সৈয়দ জুরন আলী, এম আলাউদ্দিন আহমদ, গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী, ওয়াহিদ উদ্দিন আহমদ কুতুব, কে এম আবু তাহের চৌধুরী, আব্দুল হান্নান, মখলিছুর রহমান, ইকবাল চৌধুরী, সিতার আলী, বোরহান উদ্দিন (সুইডেন), আব্দুল কাদির (মধুমিয়া), সুরুক মিয়া, আব্দুল হক, ও আব্দুল কাদির সেলিম। ৯ জুন বর্ধিতসভায় সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'গ্রেটার সিলেট ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিল ইউকে। সভায় আহবায়ক কমিটিতে আরো সদস্য গ্রহণ করে পুণর্গঠন করা হয়। ৫১-সদস্যবিশিষ্ট বর্ধিত আহবায়ক কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হন সালেহ আহমদ খানক এবং যুগ্ম-আহবায়ক এম আলাউদ্দিন আহমদ ও গিয়াস উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। অনেক কর্মতৎপরতার পর ১৯৯২ সালের ২০ ও ২১ এপ্রিল বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের জাতীয় সম্মেলন ও নির্বাচন। তাসাদ্দুক আহমদ, হাসনাত এম হোসেইন ও ড. কবির চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে, ওয়াহিদ উদ্দিন আহমদ কুতুব (তুড়ুকভাগ, বাঘা), সভাপতি, কায়সার সাঈদ সাধারণ সম্পাদক এবং মহিদুর রহমান কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। অর্থাৎ এ সংগঠনটির উদ্যোক্তা, প্রথম আহবায়ক এবং সংবিধান রচয়িতা যেমন ছিলেন গোলাপগঞ্জের সালেহ আহমদ খান তেমনি প্রথম নির্বাচিত সভাপতি ও ছিলেন গোলাপগঞ্জের ওয়াহিদ উদ্দিন আহমদ কুতুব।[১৪]

শ্রীচৈতন্য দেব

নিসার আলী

হাফিজ মজির উদ্দিন

গোলাপগঞ্জ অ্যাডুকেশন ট্রাস্ট: ১৯৯৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর ১০১ খ্রিশ্চান স্ট্রিট, লণ্ডন ই১ এই ঠিকানায় মস্তফা মিয়া, ফখর উদ্দিন আহমদ, ফজলুল হক ফজলু, আফসর হোসেইন এনাম, মখলু মিয়া, সিফত আলী আহাদ, আব্দুল হান্নান প্রমুখ শিক্ষানুরাগীর আহবানে আব্দুল হান্নানকে আহবায়ক করে সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। এ উপলক্ষে হাজি সুরমান আলীর সভাপতিত্বে সংগঠনের প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব লণ্ডনের কানন স্ট্রিটস্থ বার্নার হলে একই সালের ২৯ মার্চ এবং প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালের ২৮ জুন। প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচিত হন: সভাপতি: আব্দুল মুহিত: সহ-সভাপতি: মস্তফা মিয়া, সিফত আলী আহাদ, নাজমুল ইসলাম নুরু ও মুস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী; সাধারণ সম্পাদক: ফজলুল হক ফজলু, সহ-সাধারণ সম্পাদক: বিলাল আহমদ মিলন; কোষাধ্যক্ষ: মজির উদ্দিন; সাংগঠনিক সম্পাদক: মো. ইছবাহ উদ্দিন; সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক: মকলু মিয়া; সদস্যবিষয়ক সম্পাদক: আফসর হোসেইন এনাম ও প্রচার-সম্পাদক: ফখর উদ্দিন আহমদ। সদস্য: আব্দুর রহমান, জিল্লুর রহমান, মাইজ উদ্দিন, মিছবাহ উদ্দিন, মহিউদ্দিন, আব্দুল সুফিয়ান, আব্দুল গফুর দিনার, আশরাফুল আম্বিয়া লায়েক, অমর চৌধুরী, আব্দুস সালাম, সাইফুল আলম (সিবলু) ও মেহের করিম খান।[১৫]

এ ধরণের সাংগঠনিক কর্মের উত্তরাধিকার হিসেবে গোলাপগঞ্জ উপজেলার কয়েকজন তরুণ উৎসাহী সমাজকর্মীর উদ্যোগে গঠিত হয় গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকে। এ সংগঠন শুধু সমাজকল্যাণের জন্যই গঠিত হয়নি বরং একই সাথে কীভাবে বিলাতে গড়ে ওঠা সামাজিক সংগঠনে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের চর্চা করা যায় তাও ছিল অন্যতম।

তথ্যসূত্র:

১. অ্যাডাম্‌স, ক্যারোলাইন (১৯৯৪), সেভেন সিজ অ্যাণ্ড থার্টিন রিভার্‌স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইস্ট সাইড বুক্‌স, লণ্ডন, পৃ.-১৬২।
২. Abbas, Barrister Ali Mohammad, Pakistan: Searchlight on Britain, Unpublished Authobiography.
৩. দেশের ডাক, লণ্ডন, ৭ম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, জুলাই ১৪, ১৯৬২।
৪. সাপ্তাহিক জনমত, এপ্রিল ২২, ১৯৮৮।
৫. আহমদ, ফারুক (২০০২), বিলাতে বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা, ইমোহার্ক, লণ্ডন, পৃ.-৪৭।
৬. দেশের ডাক, লণ্ডন, ৭ম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, জুলাই ১৪, ১৯৬২।
৭. তাসাদ্দুক আহমদ, নুরুল ইসলাম ও আব্দুল গফুরের সাথে সাক্ষাৎকার।
৮. আহমদ, ফারুক (২০১২), বিলাতে বাংলার রাজনীতি, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ.৪৮।
৯. দেশের ডাক, লণ্ডন, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯, ১৯৬১; মাসিক পূর্ব বাংলা, লণ্ডন, ১মবর্ষ ২য় সংখ্যা, জুন, ১৯৬৪।
১০. দেশের ডাক, ৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৪, ১৯৬১।
১১. আহমদ, ফারুক (২০১২), বিলাতে বাংলার রাজনীতি, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ.১১২ও ১১৫।
১২. সাপ্তাহিক জনমত, লণ্ডন, অগাস্ট ২৫, ১৯৮৯।
১৩. সাপ্তাহিক সুরমা, নভেম্বর ১০, ১৯৮৯।
১৪. সালেহ আহমদ খান এমবিইর সাথে সাক্ষাৎকার, ১৭ অক্টোবর, ২০১৪, শুক্রবার দুপুর ১২টায়।
১৫. ফজলুল হক ফজলুর সাথে সাক্ষাৎকার, ১৩ অক্টোবর, ২০১৪ ও মস্তফা মিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার।

লেখক পরিচিতি: লেখক, গীতিকার ও নাট্যকার। ফারুক আহমদের জন্ম গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের গোয়াসপুর গ্রামে। 'বিলাতে বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা', 'বিলাতে বাংলার রাজনীতি', 'গোলাপগঞ্জে ইসলাম' এবং প্রকাশিতব্য: 'বিলাতে বাঙালি: চারশ বছরের ইতিহাস', 'বিলাতের বাংলা সাহিত্য', 'গোলাপগঞ্জের ইতিহাস' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক। তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। ফারুক আহমদ ২০১৩ সালে বাংলা অ্যাকাডেমি লেখক পুরস্কারে ভূষিত হন।

E-mail: Faruque024@yahoo.co.uk. Website: Faruqueahmed.com

EXCELSIOR
SYLHET
hotel & resort
'Relax'
'Explore'
'Unwind'
Excelsior Sylhet Hotel & Resort
*17 acres of Natural Beauty with Elegant Deer
*Boating Lake & Landscaped Grounds *Luscious Picnic Areas
*Sports & Leisure Complex with Swimming Pool
* Basketball & Tennis Court *Conference
& Banqueting Facilities *Kids' Wonder (park with rides)
*Eco Park with 50,000 Trees *Plus much more...
Fitness Suite
Restaurant
Kids Wonder
Billiard Room
www.excelsiorsylhet.com
Excelsior Sylhet, Zakaria City, Khadimpara, Sylhet-3103, Bangladesh
Phone: (0088) 0821 2870040 | 01729299977 | 01733200180 | Email: reservation@excelsiorsylhet.com | info@excelsiorsylhet.com
Dhaka Office: 9/9 Eastern Plaza. Sonargaon Road, Hatirpool, Dhaka -1205 | Phone: 01777 740744 Email: sales@excelsiorsylhet.com
Media Partner: Media Mohol Ltd, London 07956 809 670 | 07956 870 418

BANGLATOWN
CASH & CARRY

one of the **biggest** supplier of **groceries** to the restaurant trade in East London

আনোয়ার শাহজাহান
লেখক ও সাংবাদিক

মুক্তিযুদ্ধে গোলাপগঞ্জ

যাদের যৌবন ছিল শুধু তারাই নয় বরং সেই সাথে কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকল বয়স ও পেশার মানুষের জন্য সে সময়টি হয়ে উঠেছিল শ্রেষ্ঠ সময় এবং বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসই তার প্রমাণ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী রাতের অন্ধকারে বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ চালালে দেশের প্রতিটি এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এতে গোলাপগঞ্জের জনগণও পিছিয়ে ছিলেন না। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ গোলাপগঞ্জে এসে পৌঁছলে পরের দিন ২৬ মার্চ শত শত মানুষ গোলাপগঞ্জ ও ঢাকাদক্ষিণে বিক্ষোভ মিছিল করে। ২৬ মার্চ ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করে যেমন হাজার হাজার পুলিশসহ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে তেমনি সিলেট শহরেও হত্যাযজ্ঞ চলে। ফলে সকাল থেকেই সিলেট শহর থেকে প্রচুর লোক প্রাণভয়ে গোলাপগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় এসে আশ্রয় নিতে থাকেন। তখন স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শরণার্থীদের মাঝে খিচুড়ি, মুড়ি, চিড়া, গুড় ও পানি সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন স্কুলে ও বাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে গোলাপগঞ্জ উপজেলার রয়েছে বিরল ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধে জানমাল ও মেধা দিয়ে উপজেলার ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। যুব ও তরুণসমাজ দলে দলে যোগ দেয় মুক্তিবাহিনীতে। রাজনৈতিক নেতারা সক্রিয় হয়ে ওঠেন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী গোলাপগঞ্জবাসী জনমত গঠন এবং অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

গোলাপগঞ্জের স্বাধীনতাকামী মানুষেরা যুদ্ধের প্রথম প্রহরেই প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। উপজেলার ফুলবাড়ী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প। এলাকার ছাত্র ও যুবসমাজকে এই ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তৎকালীন ইপিআর জওয়ান সুবেদার মতিউর রহমান এবং হবিলদার আবু আহমদ। তখন ফুলবাড়ী থেকে যোগাযোগ করা হতো বিয়ানীবাজারের মেওয়া ক্যাম্পে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন করতে তখন স্থানীয়ভাবে কাজ করেন এমএনএ অ্যাডভোকেট আব্দুর রহিম (কালিদাসপাড়া, রাণাপিং), এমপিএ মসুদ আহমদ চৌধুরী (রণকেলী), ন্যাপ নেতা কফিল উদ্দিন চৌধুরী (রণকেলী), ইকবাল আহমদ চৌধুরী (রফিপুর), আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জববার (বারকোট), জয়নাল মহসীন চৌধুরী (ভাদেশ্বর), জিএন চৌধুরী হুমায়ুন (রণকেলী), অহেদুর রহমান মুক্তা (ভাদেশ্বর), আজিজুল হক মারুফ (ঢাকাদক্ষিণ), নমান উদ্দিন চৌধুরী (ভাদেশ্বর), আমান উদ্দিন (চন্দরপুর), শেখ আখতারুল ইসলাম (ভাদেশ্বর) প্রমুখ। ৮ এপ্রিল রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সিলেট শহর পুনঃদখল করে ফেলে। এ সময় মুক্তিসেনারা কৌশলগ্রহণের জন্য ৩টি গ্রুপে বিভক্ত হন। একটি শেরপুর হয়ে মৌলভীবাজারের দিকে, একটি খাদিমনগর জৈন্তা হয়ে তামাবিলের দিকে এবং অপরটি গোলাপগঞ্জ বইটিকর এলাকায় প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করেন।[১]

১০ এপ্রিল বিয়ানীবাজারের মেওয়া ক্যাম্প থেকে ফুলবাড়ী মাদ্রাসায় স্থাপিত ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ট্রাকযোগে খাবার নিয়ে আসা হচ্ছিল। ট্রাকটিতে ছিলেন ফুলবাড়ীর লাল মিয়াসহ ৪ জন আনসার। গাড়িচালক ছিলেন জকিগঞ্জের বাসিন্দা এখলাছ হোসেন (ছুতু মিয়া। খাদ্যবহনকারী ট্রাক ছাড়াও রাস্তায় আরো কয়েকটি ট্রাকও গাড়ি চলাচল করছিল। হঠাৎ খাদ্যবাহী ট্রাকটিকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে পাকিস্তানি বোমারু বিমান। গোলাপগঞ্জের কাছে, মৌলভীর পুলের নিচে আত্মগোপন করার জন্য গাড়ি থেকে নামার আগেই গাড়িটি আক্রান্ত হয়। সাথে সাথে শহীদ হন ফুলবাড়ীর কিশোর মতিউর রহমান, মোহাম্মদপুরের ভেড়াই মিয়া ঠিকাদার, সাইদুর রহমান ও গাড়িচালক এখলাছ হোসেন (ছুতু মিয়া)। গুলির আঘাতে লাল মিয়ার ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পাকিস্তানি বাহিনী সিলেট শহরে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে গোলাপগঞ্জের দিকে অগ্রসর হলে উপজেলার বইটিকরে ইপিআর ও আনসার মুজাহিদের প্রায় ৩০০ জনের একটি দল পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে ২৪ এপ্রিল এক সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাদের সহযোগিতা করে সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে আসা বিএসএফ-এর ৩০০ জন একটি দল। প্রায় আধঘন্টা স্থায়ী এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ২৬ এপ্রিল সকালে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি দল উপজেলার ঢাকাদক্ষিণে প্রবেশ করে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মী ও হিন্দুধর্মালম্বীদের খুঁজতে থাকে। তারা তখন স্থানীয় ব্যাংক ও দোকানপাট লুটপাট করে। শ্রীচৈতন্য দেবের মন্দির ও দত্তরাইল গ্রামের কালিকৃষ্ণ চৌধুরীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে এবং বারকোট গ্রামের মনোরঞ্জন চক্রবর্তী নিতাইকে হত্যা করে।[২]

১৯৭১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর গোলাপগঞ্জের সীমান্তসংলগ্ন হাকালুকী হাওড়ে এক দুর্ধর্ষ অপারেশন চলে। ৪নং সেক্টরের কুকিতল সাবসেক্টরের ৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে গঠিত এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন আবুল খায়ের চৌধুরী, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা তজম্মুল আলী ও লুৎফুর রহমান। মুক্তিযোদ্ধাদের এ দলটি বড়লেখার ডিমাই গ্রামে অবস্থানের পর ফেঞ্চুগঞ্জ থানার চান্দভাগ চা-বাগানের উদ্দেশে রওয়ানা দিলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার আগেই ভোর হয়ে যায়। তখন মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্রাম নিতে গেলে সংবাদ পেয়েই তাদের উপর আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। এসময় মুখোমুখি সংঘর্ষে পাকিস্তানি বাহিনীর ২৫ জন নিহত হয় এবং মুক্তিবাহিনীর ৩ জন জওয়ান শহীদ হন।

২৫ অক্টোবর (৪ রমজান)। বারপুঞ্জি ক্যাম্প থেকে ৩৬ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল উপজেলার পশ্চিম আমুড়া ইউনিয়নের সুন্দিশাইল গ্রামে এসে পৌঁছে বিশ্রাম নেয়। কিন্তু গোপনসূত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর এক দোসর সংবাদটি পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয়। এসময় পাকিস্তানি সেনারা এলাকায় আক্রমণ চালালে মুক্তিযোদ্ধারা এলাকাবাসী নিরীহ মানুষের কথা চিন্তা করে পাল্টা আক্রমণ না করে পার্শ্ববর্তী টিলায় গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করেন। মুক্তিবাহিনীকে না পেয়ে তাদের আশ্রয়দাতা হিসেবে এলাকার ১৭ জন নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে হত্যার জন্য স্থানীয় মোকামটিলায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। মুক্তিযোদ্ধারা গোপনে তা লক্ষ করছিলেন। একপর্যায়ে সুযোগ বুঝে এবং অনেকটা বাধ্য হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর আক্রমণ চালান। এ সুযোগে আটককৃত লোকজন পালিয়ে গিয়ে তাঁদের জীবনরক্ষা করেন। দীর্ঘসময় ধরে চলা পাল্টাপাল্টি আক্রমণে শহীদ হন দুজন এবং আহত হন বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা।[৩]

১৯৭১ সালের ২৬ অক্টোবর সুন্দিশাইল মোকামটিলায় অবস্থিত হজরত জাহানশাহ মওলার মাজার সংলগ্ন মসজিদে মুসল্লিরা আসরের নামাজ শেষে বের হওয়ার সময় পাকিস্তানি বাহিনীর স্থানীয় এক দোসরের নেতৃত্বে একদল পাকিস্তানি সেনা গণহত্যা চালিয়ে এক সাথে হত্যা করে ২১ জন রোজাদার সাধারণ মুসল্লিকে। এ ২১ জন শহীদের মধ্যে কেউই মুক্তিবাহিনীর সদস্য না হলেও মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের কারো সন্তান বা আত্মীয়স্বজন জড়িত ছিলেন।[৪]

২৫ ও ২৬ অক্টোবর সুন্দিশাইল মোকামটিলায় আক্রমণ চালিয়ে দুই দিনে ২৩ জনকে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী। নির্মম এ গণহত্যাটি ছিল গোলাপগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় গণহত্যা।

সুন্দিশাইল মোকামটিলায় পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে নির্মমভাবে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁরা হলেন (যে তালিকা আছে সে অনুযায়ী):
(১) শহীদ খুর্শেদ আলী (সুন্দিশাইল), পিতা সরাফত আলী লস্কর।
(২) শহীদ আসদ আলী (সুন্দিশাইল), পিতা আব্দুল হামিদ।
(৩) শহীদ তুতা মিয়া, (সুন্দিশাইল), পিতা আব্দুল মজিদ মাস্টার।
(৪) শহীদ চান মিয়া (সুন্দিশাইল), পিতা মছির আলী।
(৫) শহীদ মুবেশ্বর আলী (সুন্দিশাইল), পিতা ইদ্রিছ আলী।
(৬) শহীদ কুটু চান মিয়া (সুন্দিশাইল), পিতা আইয়ূব আলী।
(৭) শহীদ ওয়ারিছ আলী (সুন্দিশাইল), পিতা ওয়াজিদ আলী।
(৮) শহীদ মস্তন আলী (সুন্দিশাইল), পিতা মজর আলী।
(৯) শহীদ ওহাব আলী (সুন্দিশাইল), পিতা জছির আলী।
(১০) শহীদ সুনু মিয়া (সুন্দিশাইল), পিতা রশিদ আলী।
(১১) শহীদ সমুজ আলী (সুন্দিশাইল), পিতা ওয়াজিদ আলী।
(১২) শহীদ মাতাই মিয়া (সুন্দিশাইল)।
(১৩) শহীদ আনু মিয়া (সুন্দিশাইল), পিতা আব্দুল গনি।
(১৪) শহীদ কুটলা মিয়া (সুন্দিশাইল)।
(১৫) শহীদ মুতলিব আলী (কালিডহর, চন্দরপুর), পিতা মিজান আলী।
(১৬) শহীদ মানিক মিয়া (সুন্দিশাইল)।
(১৭) শহীদ চুনু মিয়া (কালিডহর, চন্দরপুর), পিতা জহির আলী।
(১৮) শহীদ খালিক মিয়া (সুন্দিশাইল)।
(১৯) শহীদ লুলু মিয়া (মীরগঞ্জ, ভাদেশ্বর), পিতা মুজম্মিল আলী।[৫]

১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর মাহবুবুর রহমানের[৬] নেতৃত্বে প্রায় ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা সুতারকান্দি-বিয়ানীবাজার হয়ে ভোর-রাতে গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের নালিউরী গ্রামে এসে অবস্থান নেন। বীর সন্তানদের উপস্থিতিতে গ্রামবাসী আনন্দিত হয়ে তাদের আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নালিউরী গ্রাম থেকে মাত্র দেড় মাইল উত্তরে ঢাকাদক্ষিণ বাজারে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। বিকেলবেলা মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা রেকি করতে পরিকল্পনামতো বেরিয়ে পড়েন। জানা যায়, তখন একটি হিন্দু বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা আমান উদ্দিন তাঁর অসুস্থ্যতার জন্য বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সে সময় একজন বালক এসে খবর দেয় যে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কয়েকজন সেনা নিয়ে একটি বাস ভাদেশ্বরের দিকে যাচ্ছে। সংবাদটি পাওয়ামাত্র আমান উদ্দিন সেই ছেলেটির সহযোগিতায় একখানা কোদাল নিয়ে রাস্তায় গিয়ে একটি অ্যান্টিট্যাংক মাইন পুতে রাখেন। বাসটি ফিরে এসে মাইনের ওপর উঠামাত্রই তা বিস্ফোরিত হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় দুই জন হানাদার এবং

সুন্দিশাইল ২৩ শহীদ স্মৃতী স্তম্ভ, ১৯৭১ সাল

২৫ ও ২৬ অক্টোবর সুন্দিশাইল মোকামটিলায় আক্রমণ চালিয়ে দুই দিনে ২৩ জনকে হত্যা করে পাকবাহিনী। নির্মম এ গণহত্যাটি ছিল গোলাপগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় গণহত্যা।

ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯৮ সাল

স্থানীয়ভাবে ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর ঢাকাদক্ষিণ পাকহানাদার বাহিনীমুক্ত হয় বলে জনশ্রুতি এবং সেজন্যই ঢাকাদক্ষিণ সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ ২০১২ সাল থেকে ১১ ডিসেম্বরকেই ঢাকাদক্ষিণ মুক্ত দিবস পালন করে আসছে।

বাকিরা মুকিতলার দিকে পালিয়ে যায়। পরে মুকিতলায় আরেকজন পাকিস্তানি সেনাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরের দিন তারা ঢাকাদক্ষিণে এসে অবস্থানগ্রহণ করে। কিন্তু স্থানীয়ভাবে ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর ঢাকাদক্ষিণ পাকিস্তানি বাহিনী মুক্ত হয় বলে জনশ্রুতি আছে এবং সেজন্যই ঢাকাদক্ষিণ সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ ২০১২ সাল থেকে ১১ ডিসেম্বরকেই ঢাকাদক্ষিণ মুক্ত দিবস পালন করে আসছে।[৭]

সারাদেশের মতো এভাবেই পাকিস্তানি বাহিনী মুক্ত হয় গোলাপগঞ্জ। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনী অবশেষে পলায়ন করে থানা ছেড়ে সিলেট শহরে আশ্রয় নেয়। সেখানেও তাদের কর্তৃত্ব ধরে রাখতে পারেনি। ত্রিমুখী আক্রমণে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। একের পর এক অঞ্চল পাকিস্তানি বাহিনী থেকে মুক্ত হতে থাকে। মুক্ত হয় গোলাপগঞ্জ, সিলেট ও ঢাকা। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে অনেকেই বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের প্রাণ। মা-বোনেরা হারিয়েছেন তাদের সম্ভ্রম। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন অনেক কীর্তিমান ব্যক্তি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বের জন্য মুক্তিযোদ্ধাগণকে বিভিন্ন ধরনের পদকপ্রদান করা হয়েছে। এই পদকগুলো কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে: (১) বীরশ্রেষ্ট, (২) বীর উত্তম, (৩) বীর বিক্রম, (৪) বীর প্রতীক। বীরশ্রেষ্ট বীরত্বের জন্য প্রদত্ত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক পদক। যুদ্ধক্ষেত্রে অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের নিদর্শন স্থাপনকারী যোদ্ধাকে স্বীকৃতিস্বরূপ এই পদক দেয়া হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে এই পদক দেয়া হয়। গুরুত্বের ক্রমানুসারে বীরত্বের জন্য প্রদত্ত বাংলাদেশের অন্যান্য পদক হল বীর উত্তম ৬৮ জন, বীর বিক্রম ১৭৫ জন, বীর প্রতীক ৪২৬ জন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরই এই পদকগুলো দেয়া হয়। ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধে সিলেট বিভাগে ৬ জন বীর উত্তম, ১২ জন বীর বিক্রম ও ১৬ জনকে বীর প্রতীক পদক প্রদান করা হয়। এর মধ্যে খেতাবপ্রাপ্ত গোলাপগঞ্জের কৃতিসন্তানরা হলেন :

বীর উত্তম

১। মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আজিজুর রহমান (ছত্রিশ রাণাপিং)।
২। অনারারি ক্যাপ্টেন (অব.) আফতাব আলী (ভাদেশ্বর দক্ষিণভাগ)।
৩। শহীদ নায়েক শফিক উদ্দিন চৌধুরী (রণকেলী)।

বীর বিক্রম

১। মেজর (অব.) শমসের মুবিন চৌধুরী (ভাদেশ্বর, দক্ষিণভাগ)।
২। সুবেদার মেজর (অব.) ফখর উদ্দিন চৌধুরী (রণকেলী)।
৩। শহীদ হাবিলদার জুম্মা মিয়া (হেতিমগঞ্জ)
৪। ইয়ামিন চৌধুরী (রণকেলী)।
৫। শহীদ কনস্টেবল মো. তৌহিদ (লক্ষণাবন্দ)।
৬। অনারারি কাপ্টেন (অব.) তাহের আলী (মাইজভাগ)।

বীর প্রতীক

১। জিএন ফখর উদ্দিন চৌধুরী (ফুলবাড়ী)।
২। নায়েক আব্দুল মালিক (নগর, ঢাকাদক্ষিণ)।
৩। কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম (বরায়া উত্তরভাগ)।
৪। নানু মিয়া (দাড়িপাতন)।

তথ্যসূত্র:

১.
মেজর জেনারেল (অব.) আজিজুর রহমানের (বীর উত্তম) সাথে সাক্ষাৎকার, ১১ জুলাই ২০১৪ সাল।

২.
গোলাপগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্দোলন (প্রবন্ধ) আনোয়ার শাহজাহান, আমাদের প্রতিদিন, ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ সাল।

৩.
মামুনুর রশীদের (সুন্দিশাইল গ্রামে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা তোতা মিয়ার তৃতীয় ছেলে) সাথে সাক্ষাৎকার, ৬ জুন ২০১৪।

৪.
জাহাঙ্গীর মজিদ চৌধুরীর সাথে (সুন্দিশাইল গ্রামে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুমিত চৌধুরী তুতা মিয়ার তৃতীয় ছেলে) সাক্ষাৎকার, ৬ জুন ২০১৪।

৫.
গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সুন্দিশাইলের ২৩ জন শহীদের মধ্যে ১৮ জনের নাম সংগ্রহ করেছিলাম। পরবর্তী কালে ১৯৯৬ সালে সুন্দিশাইল গ্রামে শহীদদের স্মরণে গঠিত সুন্দিশাইল ২৩ শহীদ স্মৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক ফয়ছল আলম ও স্মৃতি সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ ওয়াদুদ এমরুলের প্রচেষ্টায় ২০১৩ সালে ভাদেশ্বর শেখপুর গ্রামের শহীদ লুলু মিয়ার পরিচয় সংগ্রহ করা হয় (তার মুক্তিবার্তা নম্বর ০৫০১০৩০০৪৪)। অপর চারজন শহীদের নাম ও ঠিকানা এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

৬.
মাহবুবুর রহমান সাবেক মন্ত্রী নুরুর রহমান চৌধুরীর (ফুলবাড়ী) ধর্মপুত্র।

৭.
কাজল কান্তি দাস, চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকাদক্ষিণ ক্রীড়াচক্র, ঢাকাদক্ষিণ, পৃ.-৬।

লেখক পরিচিতি: সাংবাদিক। জন্ম ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের রায়গড় গ্রামে। ১৯৯৫ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী। ১৯৯৫ সাল থেকে লণ্ডন ও বাংলাদেশ থেকে একযোগে প্রকাশিত মাসিক লণ্ডন বিচিত্রার সম্পাদক হিসেবে ১৯৯৮ পর্যন্ত জড়িত ছিলেন। বর্তমানে অনলাইন আমাদের প্রতিদিন (২০১০-) এর সম্পাদক, ইউনাইডেট নিউজ-২৪ (২০১১-)-এর প্রধান সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: জীবনী: ক'জন কৃতীসন্তান (১৯৯৪)। ভ্রমণকাহিনী: বিলাতের দিনগুলি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৯৫)। ইতিহাস: গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯৯৬)। সম্পাদনা: মধ্যাহ্নের কোলাহল (১৯৯৩), সময়ের শ্রেষ্ট ছড়া (১৯৯৫)।
E-mail:anwar@shahjahan.co.uk

crescent cars LONDON

a professional service with consistent style

Crescent Cars London has been providing a first class, reliable Heathrow Airport Transfer and taxi/minicar service to and from all London areas for many years.

We listen to our clients requirements to provide a bespoke flexible public carriage service at a competitive rates.
Our reputation and experience in all areas of taxi/minicar services gives our clients security and peace of mind.

TEL: +44 (0)20 7033 9797

Email: info@crescentcarslondon.co.uk
Tel Line 2: 020 7033 9911

Officially licensed private hire operator.
Licensed by Transport for London.

Public Carriage Office

ইমরান আহমদ
লেখক ও সাংবাদিক

গোলাপগঞ্জের সাংবাদিকতা

এ অঞ্চলের সাংবাদিকতার সময়কাল বেশ পুরনো। যারা প্রথম দিকে শুরু করেছিলেন কাজটি খুব সহজ ছিল না। ছিলো সময়ের বৈরিতা, ব্রিটিশভারতে ছড়িয়ে পড়া তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা এ অঞ্চলকেও স্পর্শ করেছিল

সাংবাদিকতায় গোলাপগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস রয়েছে। গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থের তথ্যানুসারে গোলাপগঞ্জের যে কৃতিসন্তানের মাধ্যমে সাংবাদিকতায় গোলাপগঞ্জবাসীর অভিষেক হয় তিনি আব্দুল মতিন চৌধুরী। আব্দুল মতিন চৌধুরী ১৯২০ সালে সংবাদপত্রের সাথে জড়িত হন। ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি ও জুলুমের সমালোচনা করে ১৯২১ সালে আব্দুল মতিন চৌধুরী সিলেট ক্রনিকেল পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখার কারণে তাকে কারাভোগ করতে হয়েছিল। ১৯২৬-১৯২৭ সালে দৈনিক বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ১৯৩২ সালে তারই মালিকানাধীনে এবং মকবুল হোসেন চৌধুরীর সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক যুগভেরী পত্রিকা। ১৯৩৯ সালে সিলেট থেকে তারই মালিকানাধীনে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক আসাম হেরাল্ড। ১৯৪৭ সালের পরে কাগজটি ইস্টার্ন হেরাল্ড নামধারণ করে। ফুলবাড়ি ইউনিয়নের মাওলানা সখাওয়াতুল আম্বিয়া ১৯৪০ দশকের দিকে সাপ্তাহিক যুগভেরী পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী কালে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আনসার নামে আরেকটি কাগজ। রণকেলী গ্রামে আমিন আহমদ চৌধুরী দীর্ঘদিন বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এছাড়াও তিনি ভয়েজ অব আমেরিকার বাংলা বিভাগেও সুনামের সাথে কাজ করেন। ভাদেশ্বর ইউনিয়নের আরেক কৃতিসন্তান তাসাদ্দুক আহমদ ১৯৫৪ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেন দেশেরডাক। আমুড়া ইউনিয়নের কদমরসুল গ্রামের সালেহ উদ্দিন আহমদ জহুরি ১৯৫৯ সালে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করে পরবর্তী সময়ে দৈনিক সংগ্রামের স্টাফ রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি কলামিস্ট হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। তার কলাম নিয়ে প্রকাশিত জহুরী জাম্বিল ও খবরের খবর ইত্যাদি এখনো তাকে অমর করে রেখেছে। একই গ্রামের মাহমুদ হক ১৯৭২ সালে কবি দিলওয়ারের সম্পাদনায় প্রকাশিত উল্লাস পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় আসেন। একই বছর নবসাড়া নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হলে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ১৯৭৭ সালে সাপ্তাহিক সিলেট সমাচার ১৯৮৮ সালে সাপ্তাহিক দেশবার্তা, ১৯৭৫ সালে সিলেট থেকে প্রকাশিত মাসিক কিশোর ঝংকার-এর সহকারী সম্পাদকসহ বিভিন্ন পত্রিকায় দায়িত্ব পালন করেন। ভাদেশ্বর ইউনিয়নের আহমদ-উজ-জামান ১৯৬২ সালে রেডিও চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অনুষ্ঠান সংগঠক এবং রংপুর কেন্দ্রের সূচনালগ্নে প্রথম ভারপ্রাপ্ত সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। তিনি একজন নাট্যকার এবং প্রাবন্ধিক-কলামিস্ট। সিলেট ও রংপুর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে দীর্ঘদিন নিয়মিত উপ-সম্পাদকীয় লিখছেন।

আরেকজন খ্যাতিমান সাংবাদিক সালেহ আহমদ (রাণাপিং)। তিনি ১৯৭৫ সালে দৈনিক বাংলার বাণীর স্টাফ রিপোর্টার এবং পরে দীর্ঘদিন দৈনিক বাংলা পত্রিকায় কাজ করেন। একই গ্রামের রেণু লুৎফা ১৯৭৩ সালে সাপ্তাহিক যুগভেরী পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরবর্তীকালে ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পূর্বদেশ পত্রিকার অন্যতম মালিক ও সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে তিনি একজন খ্যাতিমান কলামিস্ট।

ভাদেশ্বর ইউনিয়নের আরেক কৃতিসন্তান তাসাদ্দুক আহমদ ১৯৫৪ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেন দেশের ডাক।

রণকেলী গ্রামের আজিজ আহমদ সেলিম ১৯৭৬ সালে সাপ্তাহিক যুগভেরী পত্রিকায় কাজ করার মধ্যদিয়ে সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) সিলেট প্রতিনিধি, ১৯৯৩-১৯৯৪ পর্যন্ত সিলেট প্রেসক্লাবের ও ১৯৮৯-১৯৯১ সাল পর্যন্ত সিলেট সাংবাদিক ইউনিয়নের (এসইউজে) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে সিলেট থেকে প্রকাশিত দৈনিক উত্তরপূর্ব পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাঘা ইউনিয়নের ইকবাল সিদ্দিকী ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত দৈনিক জাহান, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস, ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি (এনা) ও বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার কিশোরগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি ও ১৯৮৬-১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশনের আঞ্চলিক সংবাদদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সাল থেকে তিনি জাতীয় দৈনিক ডেইলি স্টার-এর সিলেট বিভাগীয় প্রধান ও সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফারুক আহমদ (গোয়াসপুর) ১৯৮১ সালে সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠ পত্রিকার গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরবর্তী কালে সাপ্তাহিক দেশবার্তা পত্রিকার গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি, গোলাপগঞ্জ থেকে প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্রিকা খেদমত (১৯৮৪) ও পাক্ষিক গোলাপ দর্পণ (১৯৮৫) পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, লন্ডন ও বাংলাদেশ থেকে একযোগে প্রকাশিত মাসিক লন্ডন

গোলাপগঞ্জ প্রেসক্লাব

বিচিত্রার (১৯৯৫-১৯৯৮) প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ফুলবাড়ি গ্রামের জিয়াউস শামস শাহীন ১৯৮২ সালে সাপ্তাহিক যুগভেরী (বর্তমানে দৈনিক) পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি দৈনিক পূণ্যভূমি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাঘা ইউনিয়নের মিসবাহ জামাল দীর্ঘ দুই দশক থেকে বিলেতে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে জড়িত। যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নতুনদিন পত্রিকায় দীর্ঘদিন কাজ করে বর্তমানে কাগজটির পরিচালক হিসেবে জড়িত রয়েছেন। তিনি লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সদস্য। ফুলবাড়ি ইউনিয়নের কায়স্থগ্রামের দেলোয়ার হোসেন দিলু সাপ্তাহিক যুগভেরী পত্রিকার চিফ রিপোর্টার ছাড়াও সাপ্তাহিক গ্রাম সুরমা, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক লণ্ডন বিচিত্রা ও দৈনিক জালালাবাদের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। একই গ্রামের বদরুদ্দোজা বদর দীর্ঘদিন দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকায় কাজ করার পাশাপাশি সিলেট প্রেসক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বাঘা ইউনিয়নের ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন ১৯৮৮ সালে সাপ্তাহিক খবরের কাগজ পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে দৈনিক আজকের কাগজ (১৯৯০) সিলেট প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে দৈনিক প্রথম আলোর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। ফুলবাড়ি ইউনিয়নের হিলালপুর গ্রামের আব্দুল মুনিম জাহেদি (ক্যারল) দীর্ঘদিন থেকে সাহিত্য সাংবাদিকতার সাথে জড়িত। তিনি যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মোছলেহ উদ্দিন আহমদ (বাণীগ্রাম) সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সিলেট সংলাপ ও যুগভেরী পত্রিকায় দীর্ঘদিন কাজ করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জনমত পত্রিকায় কাজ শুরু করে ২০০১ সাল থেকে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। আনোয়ার শাহজাহান (ঢাকাদক্ষিণ) ১৯৯০ সালে দৈনিক খবর পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় যোগ দেন। ১৯৯৫ সাল থেকে মাসিক লণ্ডন বিচিত্রার সম্পাদক (১৯৯৫-১৯৯৮)-এর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত অনলাইন দৈনিক আমাদের প্রতিদিন ও ত্রৈমাসিক আমাদের গোলাপগঞ্জ-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

কাওছার মাহমুদ (কদমরসূল) দীর্ঘদিন থেকে একুশে টেলিভিশন (ইটিভি)'র সংবাদ বিভাগে কর্মরত আছেন। জামাল উদ্দিন আহমদ (ফুলবাড়ি) দীর্ঘদিন দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করেন। নাজিম চৌধুরী (রণকেলী) লন্ডন থেকে পরিচালিত জনপ্রিয় রেডিও স্টেশন বেতার বাংলা ইউকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্ণধার হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছেন। কিছমত মাইজভাগ গ্রামের দুলাল চৌধুরী ১৯৯০ সালে আজকের সিলেট পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরবর্তী কালে দৈনিক মাতৃভূমির স্টাফ রিপোর্টার (১৯৯৯), দৈনিক আমাদের সময়-এর এসোসিয়েট এডিটর এবং বর্তমানে দৈনিক বর্তমান পত্রিকার উপ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। রিয়াজ আহমদ (ভাদেশ্বর) ১৯৯৪ সাল থেকে সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারে স্টাফ হিসেবে কর্মরত আছেন। মাহমুদুর রহমান শানুর (ঢাকাদক্ষিণ) দৈনিক আজকের সিলেট পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরবর্তীকালে দৈনিক খবর ও দৈনিক সিলেট বাণীর গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি ছিলেন। আবুল হাছনাত (ভাদেশ্বর) দৈনিক সিলেট বাণীর গোলাগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৯৫-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি লণ্ডন বিটিত্রার গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি এবং সাপ্তাহিক সোনার সিলেট পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। আখতারুজ্জামান (চন্দরপুর) সাপ্তাহিক গোলাপ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মারুফ আহমদ (কানিশাইল) ইস্ট লণ্ডন নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। ছানু মিয়া (বাঘা) দৈনিক সিলেট বাণীর গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সৈয়দ নাদির আহমদ (দক্ষিণভাগ) দৈনিক সিলেটের ডাক-এর গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি ও সাপ্তাহিক সিলেটের তথ্য'র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এ কে এম নজরুল ইসলাম চৌধুরী মাসুদ (গোলাপগঞ্জ) ১৯৯৪-২০০২ সাল পর্যন্ত দৈনিক সিলেট সংলাপ, দৈনিক মানচিত্র ও দৈনিক সিলেট বাণী পত্রিকায় কাজ করেন। এছাড়া তিনি সোনার সিলেটের সম্পাদক ও প্রকাশক। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী। ঢাকাদক্ষিণ কানিশাইল গ্রামের ফয়ছল আলম ১৯৯৪ সাল থেকে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত। ১৯৯৮ সাল থেকে দৈনিক মানচিত্র, দৈনিক সবুজ সিলেট, দৈনিক জালালাবাদ ও আমাদের প্রতিদিনসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করেন। বর্তমানে দৈনিক সিলেট সুরমার বার্তা সম্পাদক ও সাপ্তাহিক গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার সংবাদের উপ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পূর্ব ভাদেশ্বর গ্রামের শামসুল ইসলাম শামীম ১৯৯০ সালে দৈনিক খবর পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত হন। বর্তমানে বাংলাভিশন টেলিভিশনের সিলেট ব্যুরো চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আনোয়ার মুরাদ (রায়গড়) ১৯৯৬ সালে লণ্ডন বিচিত্রার

বার্তা সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। মাওলানা রশীদ আহমদ ২০০৯ সাল থেকে সাপ্তাহিক গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার সংবাদ-এর সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমানে আরো যারা জাতীয় ও স্থানীয় সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজগুলোতে কাজ করেন তারা হলেন– অজামিল চন্দ্র নাথ (ধারাবহর) দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক শ্যামল সিলেট প্রতিনিধি এবং সিলেটের তথ্য'র সম্পাদক। আব্দুল আহাদ (চৌঘরী) দৈনিক আমার দেশ ও দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকার গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি, মহিউদ্দিন চৌধুরী (ফুলবাড়ি) দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি, মাহফুজ আহমদ চৌধুরী (ঘোগারকুল) দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক সিলেট ডাক পত্রিকার প্রতিনিধি, চেরাগ আলী (কালিজুরী) দৈনিক মানবজমিন প্রতিনিধি, মাহবুবুল করিম আফসর (চৌঘরী) দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিনিধি, শহিদুর রহমান সুহেদ (গোলাপগঞ্জ) দৈনিক কাজির বাজার পত্রিকা ও গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার সংবাদ-এর প্রতিনিধি, মো. ইউনুছ আহমদ চৌধুরী (কিছমত মাইজভাগ) দৈনিক সিলেটের ডাকের স্টাফ রিপোর্টার, রতন মনী চন্দ্র (কান্দিগাঁও) দৈনিক সমকাল প্রতিনিধি, আব্দুল জলিল (রণকেলী) দৈনিক দিনকাল প্রতিনিধি, মাহবুবুর রহমান চৌধুরী (সরস্বতী) দৈনিক যুগভেরী প্রতিনিধিও সিলেটের তথ্যর নির্বাহী সম্পাদক, এনামুল হক এনাম (রায়গড়) দৈনিক উত্তরপূর্ব প্রতিনিধি, বায়জীদ মাহমুদ ফয়ছল (নালিউরী) দৈনিক বাংলা সমাচার-এর নির্বাহী সম্পাদক ও আমাদের গোলাপগঞ্জ-এর সহ-সম্পাদক, আবুল কাশেম রুমন (পুরকায়স্থবাজার) সাপ্তাহিক বৈচিত্র্যময় সিলেট সম্পাদক, জহুরুল হক (বাঘা) হলি সিলেট-এর নির্বাহী সম্পাদক, জেলওয়ার হোসেন স্বপন (রণকেলী) দৈনিক নয়া দিগন্ত প্রতিনিধি, শাহিন আলম সাহেদ (পুরকায়স্থবাজার) দৈনিক সবুজ সিলেট ও চ্যানেল আই ইউকে প্রতিনিধি, আলমগীর হোসেন রুহেল (নিশ্চিন্ত) দৈনিক সিলেট সুরমা প্রতিনিধি, ইমরান আহমদ (ধারাবহর) দৈনিক পূণ্যভূমি ও যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত অনলাইন দৈনিক আমাদের প্রতিদিন প্রতিনিধিও আমাদের গোলাপগঞ্জ'র নির্বাহী সম্পাদক, আব্দুল কুদ্দুছ (বাদেপাশা) দৈনিক ভোরের কাগজ প্রতিনিধি, গোলাম দস্তগীর খান ছামিন (দত্তরাইল) দৈনিক সিলেট সুরমার গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি, খন্দকার শাহনুর হোসেন (দত্তরাইল) দৈনিক সিলেট সুরমার স্টাফ রিপোর্টার, আবুল কালাম (বাঘা) দৈনিক সংবাদ প্রতিনিধি, দীনেশ দেবনাথ (গোলাপগঞ্জ) দৈনিক সকালের খবর প্রতিনিধি, একে সুমন (বারকোট) দৈনিক জনতা প্রতিনিধি, মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ (বাঘা) দৈনিক সিলেট সংলাপ প্রতিনিধি, জাহেদুর রহমান জাহেদ (ঘোগারকুল) দৈনিক সিলেট বাণী প্রতিনিধি, গোলাম রসুল খান (দত্তরাইল) বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম প্রতিনিধি, কে.এম আব্দুল্লাহ (ফুলবাড়ি) সুরমা টাইমস প্রতিনিধি প্রমুখ।
৯০ দশকে আরো যারা সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন তারা হলেন অলিউর রহমান খান (দত্তরাইল), আব্দুল লতিফ নতুন (মছকাপুর), সৈয়দ আহমদ কবির রাজু (ঘোগারকুল), আশফাকুজ্জামান লিপন (রায়গড়), আব্দুল করিম কাসেমী (সুনামপুর), আব্দুল লতিফ সরকার (গোলাপগঞ্জ), আক্তারুজ্জামান আক্তার (গোলাপগঞ্জ), জাকারিয়া তালুকদার (লক্ষিপাশা), আনোয়ারুল হক রাহাত (রায়গড়) প্রমুখ।

গোলাপগঞ্জে কর্মরত সাংবাদিকদের সংঘটিত করতে ১৯৯৪ সালের ১১ মার্চ (২৭ রমজান) শুক্রবার বিকাল পাঁচ ঘটিকায় গোলাপগঞ্জ টি-অ্যাণ্ড-টি ভবনে সাংবাদিকদের এক ইফতার মাহফিলের মধ্যদিয়ে গোলাপগঞ্জ প্রেসক্লাবের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

গোলাপগঞ্জে কর্মরত সাংবাদিকদের সুসংঘটিত করতে ১৯৯৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, শনিবার গোলাপগঞ্জে কর্মরত কয়েকজন সাংবাদিক আলোচনা করে গোলাপগঞ্জ প্রেসক্লাব গঠনের পদক্ষেপ নেন। পরবর্তী কালে ১৯৯৪ সালের ১১ মার্চ (২৭ রমজান) শুক্রবার বিকাল পাঁচ ঘটিকায় গোলাপগঞ্জ টি-অ্যাণ্ড-টি ভবনে সাংবাদিকদের এক ইফতার মাহফিলের মধ্য দিয়ে গোলাপগঞ্জ প্রেসক্লাবের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এসময় স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামাল উদ্দিন আহমদ, দেলওয়ার হোসেন দিলু, আনোয়ার শাহজাহান, দুলাল আহমদ চৌধুরী, মাহমুদুর রহমান শানুর, আবুল হাছনাত, ছানু মিয়া, বাইস কাদির, সৈয়দ আহমদ কবির রাজু, তোফায়েল আহমদ। এ সভায় দৈনিক সিলেটের ডাকের স্টাফ রিপোর্টার জামাল উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জামাল উদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক, দৈনিক যুগভেরীর গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি দুলাল চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন– দেলওয়ার হোসেন দিলু, আনোয়ার শাহজাহান, মাহমুদুর রহমান শানুর, আবুল হাছনাত, ছানু মিয়া, বাইস কাদির, সৈয়দ আহমদ কবির রাজু। পরবর্তীতে আহ্বায়ক জামাল উদ্দিন আহমদ স্থায়ীভাবে লন্ডন চলে যাওয়ায় সর্বস্মতিক্রমে মাহমুদুর রহমান শানুরকে সভাপতি ও দুলাল আহমদ চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ছানু মিয়া, সহ-সম্পাদক সৈয়দ আহমদ কবির রাজু, কোষাধ্যক্ষ বাইস কাদির, দপ্তর, ক্রীড়া ও সাহিত্য-সম্পাদক আনোয়ার শাহজাহান, কার্যকরী সদস্য দেলওয়ার হোসেন দিলু, আখতারুজ্জামান ও সৈয়দ নাদির আহমদ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রেসক্লাবের নির্বাচিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দরা হচ্ছেন– ১৯৯৫-১৯৯৭ সভাপতি মাহমুদুর রহমান শানুর ও সাধারণ সম্পাদক দুলাল আহমদ চৌধুরী, ১৯৯৭-১৯৯৯, ১৯৯৯-২০০১, ২০০১-২০০৩ সাল পর্যন্ত সভাপতি আবুর হাছনাত ও সাধারণ সম্পাদক একে এম নজরুল ইসলাম মাসুদ, ২০০৩-২০০৫ সভাপতি একে এম নজরুল ইসলাম মাসুদ ও সাধারণ সম্পাদক অজামিল চন্দ্র নাথ, ২০০৫ সালের কমিটি বিলুপ্তি ঘটলে ২০০৯ সাল পর্যন্ত আহবায়ক কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৯-২০১১, ২০১১-২০১৩ পর্যন্ত সভাপতি অজামিল চন্দ্র নাথ ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান চৌধুরী ২০১৩ সাল থেকে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অজামিল চন্দ্র নাথ ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো. ইউনুছ আহমদ চৌধুরী।
গোলাপগঞ্জ প্রেসক্লাব ১৯৯৪ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটলেও স্থায়ী কোনো কার্যালয় না থাকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হতো। পরবর্তীতে প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আনোয়ার শাহজাহান ধারাবহর এলাকায় প্রেসক্লাবের জন্য ভূমি প্রদান করেন এবং একটি ভবন নির্মাণ করে দেন। ২০০৬ সালের ১৮ অক্টোবর তৎকালিন প্রাইভেটাইজেশনের বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ইনাম আহমদ চৌধুরী ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

তথ্যসূত্র :
১.
অভিষেক স্মারক : গোলাপগঞ্জ প্রেসক্লাব, প্রকাশকাল ১৯৯৭ সাল
২.
গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য : আনোয়ার শাহজাহান, প্রকাশকাল ১৯৯৬ সাল।

লেখক পরিচিতি: লেখক ও সাংবাদিক। জন্ম আমুড়া ইউনিয়নের ধারাবহর গ্রামে। নির্বাহী সম্পাদক আমাদের গোলাপগঞ্জ। গোলাপগঞ্জ প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য।

London

Fish Bazaar

মাছের সাগর

Largest in London

149-153 Green Street London E7 8JE

Tel: 020 8472 8887

Mob: 07951 801 700

বন্দর বাজার

BONDOR BAZAR CASH & CARRY

We Specialise in Fresh Bangladeshi Vegetables, Groceries, Halal Meat, Chicken & all types of Frozen Fish.

"Our reputation is based on our quality of goods service & satisfaction from our customers"

130, Green Street
London E7 8JQ. UK
Phone: 020 8503 4104
Fax: 020 8471 0094

Our Branches

Branch ❑ 1
116 Upton Lane
London E7 9LW
Phone/Fax: 020 8586 9309

Branch ❑ 2
132 Chapman Street, London E1 2PH
Phone/Fax: 020 7790 1904

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)'র প্রথম প্রকাশনাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভিনন্দন।
আমরা নিরন্তর কামনা করি– এই সংগঠন তার তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হোক।

বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল
লেখক ও সাংবাদিক

গোলাপগঞ্জের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

সিলেটের এক সনামধন্য সমৃদ্ধ উপজেলা গোলাপগঞ্জ। এ উপজেলা শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্মীয়-ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট, প্রাকৃতিক সম্পদ তথা গ্যাস-তৈল ইত্যাদি খনিজ সম্পদে ভরপুর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এ অঞ্চলে শ্রী চৈতন্যের ভাবধারার সঙ্গে সমন্বয় ঘটেছে সুফিধারার চিন্তাচেতনা।

বৃহত্তর সিলেটের ধর্মীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্য অতি সুপ্রাচীন। নানা ধর্ম, নানা বর্ণের মানুষের সহাবস্থান ও বসবাস সব সময়ই সিলেট অঞ্চলে ছিল আজো আছে। হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট আগমনের পূর্বপর্যন্ত হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ছিল। মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা তখনও বিরাজমান থাকায় গৌড়গোবিন্দের মতো অত্যাচারী শাসকের আমলেও কয়েক ঘর মুসলমান সিলেটে বাস করতেন। স্থানীয় অন্য ধর্মের মানুষের সহযোগিতা না থাকলে তাদের ওখানে বসবাসের প্রশ্নই উঠে না। ভিন্নধর্মী মানুষের পরস্পর সহবস্থান ও মানবিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন। হজরত বুরহান উদ্দিন (রহ.) ও তার তৎকালে সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানগণ সংখ্যার বিচারে নগণ্য হলেও সিলেট বিজয়ের পূর্ব থেকেই সিলেটের অধিবাসী ছিলেন। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেট বিজিত হওয়ার পর থেকেই ব্যাপকহারে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। হজরত শাহজালাল (রহ.) ও সঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার কথা সর্বজনবিদিত। মূলত তাদের দ্বারাই ইসলাম ধর্মের সুমহান আদর্শ, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে মানুষ ইসলামগ্রহণ করে। এরই ফলে সিলেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হয়ে যায়। একই সাথে হিন্দু ধর্মের পুণ্যভূমি রূপে সিলেটের খ্যাতিও অব্যাহত থাকে। শ্রী চৈতন্যের পিতৃভূমি সিলেট। তার পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন সিলেটের ঢাকাদক্ষিণ নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রী উপেন্দ্র মিশ্রের সন্তান। শ্রী চৈতন্য পিতামহীকে দেখতে ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে একবার গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকাদক্ষিণে পিতৃভূমি দর্শণে এসেছিলেন। সুতরাং হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রিয় ভূমি সিলেট। যার দরুন সিলেটের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিকবন্ধন অত্যন্ত সুদৃঢ়। সিলেটের এক সনামধন্য সমৃদ্ধ উপজেলা গোলাপগঞ্জ। এ উপজেলা শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্মীয়-ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট, প্রাকৃতিক সম্পদ তথা গ্যাস-তেল ইত্যাদি খনিজ সম্পদে ভরপুর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান।

সিলেট বিজয়ের পর হজরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীয় আউলিয়া সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ছড়িয়ে পড়েন। গোলাপঞ্জ তাঁদের কয়েকজনের পদস্পর্শে ধন্য। ৩৬০ আউলিয়ার কয়েকজন ছাড়াও সুদীর্ঘ

১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেট বিজিত হওয়ার পর থেকেই ব্যাপকহারে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। হজরত শাহজালাল (রহ.) ও সঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার কথা সর্বজনবিদিত।

৭০০ বছর ধরে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন সময় অনেক ওলি, দরবেশ ও গৌছ কুতুবের আগমন ঘটে। তাঁরাও শাহজালাল (রহ.)-এর সঙ্গীয় আউলিয়াদের ন্যায় মানুষের কাছে সম্মানিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা গোলাপগঞ্জ উপজেলায় বিচরণ করেছেন তাঁদের পরিচিতি প্রসঙ্গে সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন।

শাহজালাল (রহ.)-এর আগমন-পরবর্তী কালেও গোলাপগঞ্জ এলাকায় হিন্দুধর্মের প্রধান্য ছিল বলে স্থানীয়ভাবে জনশ্রুতি। জানা যায় তখন ফুলবাড়িতে ফুল সিংহ, ভাদেশ্বরে ভদ্র সিংহ, রাণাপিং এলাকায় রাণা সিংহ ইত্যাদি প্রভাবশালী হিন্দু সামন্তদের বসবাস ছিল। কিন্তু হজরত শাহজালাল (রহ.) ও সঙ্গী আউলিয়াগণের ইসলাম প্রচারের আলোয় গোলাপগঞ্জ এলাকাও এক সময় আলোকিত হয়। এতদঞ্চলে ইসলামের সুমহান বাণী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করতে থাকেন। ফলে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশ গোলাপগঞ্জ অঞ্চলে ঘটতে থাকে। এক সময় মুসলিম প্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়। হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম সঙ্গী সৈয়দ বাহাউদ্দিন (র.) ভাদেশ্বর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন বলে জনশ্রুতি আছে। ভাদেশ্বরের মোকামবাজারে তার মাজার বিদ্যমান। ভাদেশ্বরে কিছুদিনের মধ্যে তার খানকা, মসজিদ, মাদ্রাসা গড়ে উঠে। তার মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাজারই

কৈলাশটিলা: মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায় এই স্থানটিকে সমানভাবে মান্য করেন।

পরবর্তী কালে মোকামবাজার নামে পরিচিতি লাভ করে। আরেকজন ইসলাম প্রচারক গোলাপগঞ্জ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তার নাম হজরত শাহ ফাত্তাহ (রহ.)। লক্ষণাবন্দ ইউনিয়নের কৈলাশটিলায় হজরত শাহনূর (রহ.) নামক একজন ওলির মাজার অবস্থিত। তিনিও এই এলাকায় অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রেখেছিলেন বলে জনশ্রুতি। জানা যায়, তার আধ্যাত্মিক সাধনার প্রভাবে নাকি এলাকার মানুষ ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন।

মীর হাজরা (রহ.) নামক আরেকজন ওলির মাজার ফুলবাড়িতে অবস্থিত। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দিতে সিলেট অঞ্চলে আগমন করেছিলেন বলে তার বংশীয়গণের লেখা ইতিহাস থেকে জানা যায়। ফুলবাড়ি অঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচার করেন এবং এখানেই বসবাস গড়ে তুলেন। তার আস্থানা বড়মোকাম নামে পরিচিত। এখানেই তার মাজার অবস্থিত। মীর হাজরা (রহ.)-এর বংশধরদের মধ্যে অনেক ওলি-আউলিয়ার জন্ম হয়। এই বংশের হজরত মাওলানা শাহ সুফি আব্দুল ওহাব চৌধুরী একজন বড় বুজুর্গ ও আলেম ছিলেন। তার পিতা শাহ আব্দুর রহিম ও একই বংশের শাহ্ আব্দুল কাদের তার ওস্তাদ ছিলেন। শাহ আব্দুল ওহাব চৌধুরী ফুলবাড়ি গ্রামে ১১৭০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৯৫ বঙ্গাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি ফার্সি ভাষায় বহু বয়েত রচনা করেন। আরবি, ফার্সিভাষায় রচনাবলি ছাড়াও ধর্মীয় বিধান ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারার্থে সিলেটী নাগরীলিপিতে পুস্তক রচনা করেন। তাছাড়া তিনি 'হাশর তরান', 'ভেদকায়া' দু-খানা ধর্মীয় পুঁথি রচনা করেছিলেন।

ঢাকাদক্ষিণের দত্তরাইলে বড়পুতায় হজরত শাহ তাজ মালিক (রহ.) ও হজরত শাহ গৌছ (রহ.)-এর মাজার অবস্থিত। উভয়ই ইসলাম প্রচারক ছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ফাজিলপুর গ্রামে হজরত শাহ আজিম (রহ.) নামে একজন বিখ্যাত ওলির মাজার আছে। পশ্চিম আমুড়া ইউনিয়নের কদমরসুল গ্রামে হজরত শাহ ইয়াকুব (রহ.)-এর মাজার

শাহজালাল (রহ.)-এর আগমন পরবর্তী কালেও গোলাপগঞ্জ এলাকায় হিন্দুধর্মের প্রধান্য ছিল বলে স্থানীয়ভাবে জনশ্রুতি।

অবস্থিত। তাদের বংশধরদের দাবি অনুসারে, হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদচিহ্নধারী এক খণ্ড পাথর সঙ্গে রাখতেন। মাজারে সে পাথরখণ্ডটি এখনও সংরক্ষিত আছে। এই পাথর খণ্ডের স্মরণে এ গ্রামের নামকরণ করা হয় কদম রসুল। রাণাপিং পরগণার টিলায় খাজা শাহ শরফ উদ্দিন (রহ.)-এর মাজার অবস্থিত। তিনি ছিলেন ইয়ামেনের অধিবাসী। তিনি সব সময় বারফুট দীর্ঘ ও বারফুট প্রস্থ একখণ্ড পাথরে নামাজ আদায় ও আল্লাহর সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। উক্ত পাথর খণ্ডে তার হস্তপদের চিহ্ন রয়েছে। এ পাথর খণ্ডটি আজও তার মাজারের পাশে রক্ষিত আছে। রাণাপিং পরগনার গোয়াসপুরে হজরত আবুল ফজল (রহ.)-এর মাজার অবিস্থত বলে একখানা সাইবোর্ড থেকে জানা যায়। ফারুক আহমদের মতে, তার প্রকৃত নাম শেখ মোহাম্মদ সাঈদ। স্থানীয়ভাবে তিনি শেখ মোহাম্মদ সৈয়দ নামে পরিচিত ছিলেন। লামা বারকুটে হজরত শাহ সুয়েব (রহ.) ও হজরত শাহাব উদ্দিন (রহ.) নামক দুই ভ্রাতার মাজার আছে। গোলাপগঞ্জের ঘুগা গ্রামে হজরত শাহ মঞ্জর (রহ.)-এর মাজার অবস্থিত। তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কেরামতির কথা লোকমুখে প্রচারিত। আমনিয়া গ্রামে হজরত মাদারি শাহ (রহ.) নামে একজন ওলির অবস্থান আছে। তার দু-ছেলে হজরত দানা শাহ (রহ.) ও হজরত মনা শাহ (রহ.) ও দরবেশ ছিলেন। রণকেলী গ্রামে হজরত শাহ্ মাহমুদ আল মাদানি (রহ.)-এর মাজার অবস্থিত। গোলাপগঞ্জের ঘোগারকুল গ্রামে সৈয়দ শাহ নূর (রহ.)-এর মাজার অবস্থিত। হেতিমগঞ্জের মছকাপুরে সৈয়দ আতহার (রহ.)-এর মাজার অবস্থিত। তার সম্মানে এখানে আতহারিয়া উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া হজরত শাহ সিকন্দর আলী (রহ.) ও হজরত শাহ হরমুজ আলী (রহ.) নামে দুই ভ্রাতার মাজার অবস্থিত। উভয়েই খ্যাতনামা ওলি ছিলেন। তাদের মাজার হজরত আতহার (রহ.)-এর মাজারের অনতিদূরে অবস্থিত।

আমকোণা গ্রামে আমই শাহ (রহ.) নামে একজন দরবেশের মাজার অবস্থিত। তার নামেই আমকোণা গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে। এখানে হজরত ফেছাই শাহ (রহ.) ও হজরত রশিদ আলী (রহ.) উরফে গদাশাহ নামে দুইজন পীরের মাজার অবস্থিত। পশ্চিম আমুড়া ইউনিয়নের সুন্দিশাইল গ্রামে হজরত জান শাহ মৌলা (রহ.) নামে একজন ওলির মাজার বিদ্যমান। মীরগঞ্জ বাজারের সন্নিকটে পীর সদাই শাহ (রহ.)-এর মাজার অবস্থিত। লক্ষণাবন্দ ইউনিয়নে ভুটি শাহ (রহ.)-এর মাজার অবস্থিত। একই গ্রামে দেলাইয়া শাহ (রহ.) ও রমজান শাহ (রহ.) নামে দু-জন ওলির মাজার বিদ্যমান। বাঘায় উজির শাহ (রহ.) ও নাজির শাহ (রহ.)-এর মাজার অবস্থিত। ভাদেশ্বর পশ্চিম ভাগের ইলিটিলায় শুকুর শাহ (রহ.)-এর মাজার আছে। একই টিলায় ইসমাইল শাহ (রহ.) ও মনাফ শাহ (রহ.) নামে দু-জন পীরের মাজার আছে বলে কথিত। ভাদেশ্বরের কৃতী ওলি ছিলেন হজরত শাহ আব্দুল্লাহ (রহ.)। শেষ জীবনে তিনি ভারতের করিমগঞ্জের বদরপুরে বিস্কুটে অবস্থান করেন। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার পুত্র শাহ্ মাসউদ (রহ.) একজন যুগশ্রেষ্ঠ ওলি ছিলেন। ভাদেশ্বরবাসীরা আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। গোলাপগঞ্জ উপজেলায় উল্লিখিত ওলি-আউলিয়া ছাড়াও অসংখ্য আলেম, উলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের বদৌলতে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। আধুনিক যুগে ইসলাম প্রচারক হিসেবে যারা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত তারা হলেন: মাওলানা আজির উদ্দিন, মাওলানা রিয়াছত আলী, মাওলানা বশির উদ্দিন, মাওলানা আকবর আলী, মাওলানা রমিজ উদ্দিন আহমদ, মাওলানা শেখ আহমদ আলী, মাওলানা আব্দুল জব্বার, মাওলানা মোহাম্মদ সরদার, মাওলানা সিরাজুল হক, মাওলানা সৈয়দ আব্দুল মতিন চৌধুরী, ক্বারি মাওলানা আব্দুল্লা, মাওলানা মো. ইউনুছ আলী ও মাওলানা আব্দুল জব্বার প্রমুখ।

তথ্যসূত্র :

১. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস : সৈয়দ মর্তুজা আলী

২. গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য : আনোয়ার শাহজাহান।

লেখক পরিচিতি: সাংবাদিক ও প্রকাশক। জন্ম নালিউরি গ্রামে। আমাদের গোলাপগঞ্জ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

আবু তাহের

নাট্যকার ও ছড়াকার

চৈতন্য মহাপ্রভু এবং আমার বাল্যস্মৃতি

এমন একজন বাঙালির জন্য আমাদের ইতিহাস আজ সমৃদ্ধ হয়েছে, যার কীর্তিময় জীবন-ব্যবস্থা, তার দর্শণ বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ বাঙালিপ্রাণে অভিনব বিস্ময় হয়ে আছে।

হিন্দুধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম একটি ধর্ম। এটি একটি আধ্যাত্মিক ধর্ম যা একজন ভক্তকে সত্যের পথ দেখায় এবং চেতনার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে সাহায্য করে, যেখানে আত্মা এবং পরমাত্মা মিলিত হয়। প্রাচীন হিন্দু ধর্মের অন্যতম তীর্থস্থান ঢাকাদক্ষিণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির আর কৈলাশ টিলা গোলাপগঞ্জের অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকাদক্ষিণের মিশ্রপাড়ার পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান শ্রী চৈতন্য দেব, যিনি বাঙালির আধ্যাত্মিক জীবনে এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করেন।

তিনি পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবে কথিত আছে শ্রী চৈতন্যের পিতামহ শ্রীমৎ উপেন্দ্র মিত্র সস্ত্রীক কৈলাশটিলার পার্শ্বস্থিত অমরিতকুণ্ডে স্নানাদি সম্পন্ন করে শিব দর্শন করে ঢাকাদক্ষিণে আসেন এবং ঢাকাদক্ষিণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানেই তাঁর সাত সাতটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এরা হলেন– কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দন ও ত্রিলোচন।

শ্রী চৈতন মহাপ্রভুর আসল নাম শ্রী বিশম্ভর মিশ্র। মাতার নাম শ্রী শচীদেবী, পিতা শ্রী জগন্নাথ মিশ্র। শোনা যায় নিম-বৃক্ষের তলায় জন্ম বলে তাঁর নামকরণ হয়েছিল নিমাই। যাকে ভক্তরা ভালোবেসে মহাপ্রভু বলেও সম্বোধন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার মনে করেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বাশ্রমের নাম গৌরাঙ্গ বা নিমাই। তাঁর গাত্রবর্ণ স্বর্ণালি আভাযুক্ত ছিল বলে তাঁকে গৌরাঙ্গ বা গৌর নামে অভিহিত করা হত। ষোড়শ শতাব্দিতে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সাহিত্য বাংলা সন্তজীবনী ধারায় এক নতুন যুগের সূচনা করে। সে-যুগে একাধিক কবি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য ভগবৎ এবং লোচন দাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ছিলেন ভগবৎ পুরাণ ও ভগবৎ-গীতায় উল্লিখিত দর্শনের ভিত্তিতে সৃষ্ট বৈষ্ণব ভক্তিযোগ মতবাদের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা। তিনি বিশেষত রাধা ও কৃষ্ণ রূপে ঈশ্বরের পূজা প্রচার করেন এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রটি জনপ্রিয় করে তোলেন। পরবর্তী কালে ঢাকাদক্ষিণের প্রদ্যুন্ন মিশ্র (শ্রী চৈতন্যের জেঠতুতো ভাই) রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যেদয়াবলী' এবং জগজ্জীবন মিশ্র রচিত 'মনোঃসন্তোষিনী' বৈষ্ণব সাহিত্য দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

শ্রী চৈতন্য চৈত্রমাসের কোনো এক রবিবারে ঢাকাদক্ষিণ এসেছিলেন বলে চৈত্র মাসের প্রতিটি রবিবার বান্নি উৎসব পালিত হয়ে আসছে। বান্নি উৎসব মানে পুজা, রথটানা, গান, কীর্তন, যাত্রা সহ বাঙালি সংস্কৃতির হরেক রকম আমেজের এক আনন্দমুখর মেলার আয়োজন। যদিও আমরা হিন্দুধর্মের অনুসারী নই তবুও মেলা নিয়ে আমাদের কৌতুহলের শেষ ছিল না। ছোটবেলা থেকে এই মেলার স্মৃতিগুলো প্রাণের মধ্যে গেঁথে আছে।

গোলাপগঞ্জের সৌন্দর্য আর লীলাভূমিকে ঘিরে গৌরবময় একটি উৎসব। যদিও দিন দিন আমাদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সে উৎসবের আমেজ, তারপরও ঠিকে আছে শত শত বছরের ইতিহাসকে লালন করে।

আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন-দর্শণ নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র করতে গিয়ে আমি নিজে অনেক কিছু জানতে পারি। এমন একজন বাঙালির জন্য আমাদের ইতিহাস আজ সমৃদ্ধ হয়েছে, যার কীর্তিময় জীবন-ব্যবস্থা, তার দর্শণ বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ বাঙালিপ্রাণে অভিনব বিস্ময় হয়ে আছে।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কিছু অপ্রাকৃত লীলা নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। অনেক ধরনের কল্পকাহিনী লোক মুখে শোনা যায়।

একবার একটি চোর নিমাইয়ের গায়ের গহনা চুরি করার জন্য নিমাইকে চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু নিমাই খুব মজা করে সেই চোরের কাঁধে ঘুরে বেড়ালেন। চোরটি তাঁর গহনা-অলঙ্কার খুলে নেওয়ার জন্য একটি নির্জন জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু নিমাইয়ের আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে চোরটি ঘুরতে ঘুরতে ঠিক জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির সামনে– একই স্থানে এসে উপস্থিত হয় এবং ধরা পড়ার ভয়ে শিশুটিকে রেখে পালিয়ে যায়। উৎকণ্ঠিত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা হারিয়ে যাওয়া নিমাইকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেও তারা অবাক হয়ে বিষয়টি বুঝতে পারেন। তখন থেকেই নিমাই বা মহাপ্রভুকে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনার শুরু হয়। শ্রী চৈতন্যের এরকম অসংখ্য

শ্রী চৈতন্য দেবের মণ্ডপ

কল্পকাহিনী আজো লোকমুখে প্রচারিত।

স্মৃতিতে শ্রী চৈতন্য মেলা (রবি বান্নি):
ছোটবেলায় আমাদের অপেক্ষার শেষ ছিলনা, কবে আসবে ঢাকাদক্ষিণের সেই প্রাণের মেলা। গুড়ি, নাটাই, আর রঙ বেরং এর তালের পাখা, বাঁশের বাঁশি কেনার জন্য মন ব্যকুল হয়ে থাকতো। খাবার কথা কি আর বলবো, মনে হলে এখনও মুখে পানি চলে আসে। বরই তেঁতুলের আচার, বেলের শরবত, ছুলা পিয়াজু তো আছেই। বিন্নি ধানের খই, ভ্যাটের খইসহ নানা ধরনের খাবারের কথা আজও ভুলতে পারিনি।

আমাদের গ্রাম থেকে ঢাকাদক্ষিণের দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার। ঢাকাদক্ষিনের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় হেঁটে আসতে হতো। প্রায় দুই কিলোমিটার পর একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিতো অনেকে। আরেকটু সামনে এগুলেই ছিল আইসক্রিম ফ্যাক্টরি। আমরা গাছের নিচে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যেতাম আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে। ফ্যাক্টরি থেকে আইসক্রিম কিনে খাওয়ার মজাটা ছিল আলাদা। দুধ-মালাইয়ের আইসক্রিম মুখে দিতেই ভুলে যেতাম সকল ক্লান্তি। ডান হাতে আইসক্রিম আর বাম হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে শুনতে পেতাম মেলার হরেক রকম বাঁশির আওয়াজ। হাঁটতে হাঁটতে প্রথমেই পুতুলনাচ আর বায়োস্কুপ দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতাম। নাগর দুলায় চড়তাম সবশেষে। ঢাকাদক্ষিণ বাজার অনেক বড়। মেলা বশত পূর্ববাজারে। সারি সারি মিষ্টির দোকান ছিল পুব বাজারে। আর মেলা বসত দিঘির চারপাশ থেকে শুরু করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মণ্ডব (মন্দির) পর্যন্ত। মেলা বসত হিন্দু ধর্মের 'শারদীয় দুর্গা পূজা' উপলক্ষে। কিন্তু মেলার অধিকাংশ মানুষ মুসলিম ধর্মের অনুসারী। কিছু জমিদার আর হিন্দু ব্রাক্ষণ ছাড়া ঢাকাদক্ষিণ তথা আশপাশ গ্রামগুলোর মধ্যে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ ছিল না।

এই বান্নি বা মেলাকে ঘিরে আমাদের ও অনেক স্মৃতি জড়িত। এখনও বন্ধুদের আড্ডায় ফেলে আসা দিনের মুখরোচক গল্প আর স্মৃতিচারণ করে থাকি। এরকম একটি স্মৃতি চিরদিন মনে থাকবে। মেলাকে কেন্দ্র করে বসত জুয়ার আসর, দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসতো জুয়াড়িরা। তাই এই মেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক ছিল যাতে জুয়ার আসরে আমাদের তারুণ্য না মিশে। তাই যেকোনভাবে এই জুয়ার আসরকে বন্ধ করতে হবে। ১৯৮৫ সাল এসএসসি পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ, মেলার ২য় রবিবার, কবি ফারুক আহমেদ রনি, নালিউরির শামিম আহমদ, ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখি উচ্চ-বিদ্যালয়ের জুয়েল, সোহেল, জামিল আহমদ, আব্দুল মুনিম জাহিদী ক্যারলসহ কয়েকজন মিলে হোটেল আশিকে বসে চায়ের আড্ডা দিচ্ছিলাম। তখন আমাদের স্কুলের একটি ছেলে এসে নালিশ করে যে জুয়ার আসর বসেছে নগর গ্রামের রাধাজুরি খালের আশেপাশে। খবর পেয়ে তড়িৎ আমরা রওয়ানা দেই ঢাকাদক্ষিণের পূর্ব দিকে নগরগ্রাম পেরিয়ে রাধাজুরির ঐপারে। কম হলেও ২ কিলোমিটার পথ প্রায় ৭/৮ জন তরুণ মিলে পাশের বেড়া ভেঙে বাশেঁর কঞ্চি নিয়ে ছুটে যাই অসংখ্য জুয়াড়ী আর ডেরা ধেয়ে। আমাদের তখন একটাই উদ্দেশ্য এই সকল জোয়ারডেরা বন্ধ করে দিতে চিরতরে। আমরা মাত্র ১৮-২২ বছরের সব তরুন বন্ধুরা, আদৌ আমরা জানিনা এই সমস্ত জোয়া ব্যবসায়িদের হাতে অস্ত্র আছে কিনা, ওরা আমাদের হামলা করবে কিনা? তবে অবাক হবার মত সত্য যে আমরা সেই সকল জোয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে ১৩ জনকে ধরতে পারি এবং তাদের ঢাকাদক্ষিণ ডাক বাংলায় নিয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে পুলিশে সোপর্দ করি। সেই দিনের ঘটনা থেকে যতদিন বাংলাদেশে ছিলাম ততদিন শ্রীচৈতন্যের এমন প্রাঞ্জল উৎসবে জুয়ার মতো ব্যাধি তরুণদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। তবে আজ ২৮ বছর পর মনে হচ্ছে আজো সেই প্রাণের মেলায় জুয়ার আয়োজন হয় কিনা? আজ আর সে খবর রাখতে পারিনি। তবে তারুণ্য জেগে থাকলে এরকম একটি উৎসবে অপসংস্কৃতি কোনদিন জায়গা পাবেনা। আজ গর্বের সাথে স্মরণ করি সেই দিনটির কথা।

লেখক : ছড়াকার ও নাট্যকার। পোশায় একাউন্টেন্ড। জন্ম বুধবারীবাজার ইউনিয়নের চন্দরপুর গ্রামে।
প্রকাশিত গ্রন্থ: *মার শালাদের মার* (১৯৯৫)। *তদবির, সংবর্ধনা* উল্লেখযোগ্য। তিনি সংহতির সাহিত্য পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

DESH TRAVELS & TOURS LTD

Happy to be a part of your dreams journey

★★★★★

Hotline

0208 5522 754

07506 000 522

Travel Agent | Hajj & Umrah / Cargo / Money Transfer | Internet Cafe

Special Offer

Nov, Dec. 2014
May, June 2015

London - Dhaka - London - £480
London - Sylhet - London - £565
London - Chittagong - London - £535

Last Minute
World Wide Air Ticket

134 Upton Lane, Forest Gate
London E7 9LW

Tel: 0208 5522 754, 07506 000 522
07528 884 566

Email: deshtravelsltd@gmail.com
www.deshtravelsltd.co.uk

Money Transfer
Cargo/Courier
DHL Within
72 Hours Delivery

NOT GETTING THE RIGHT ADVICE COULD COST YOU DEARLY

TAJ Solicitors

Taj Solicitors is here to help...

Taj Solicitors is a friendly, dynamic and experienced team of Solicitors who have the clients' best interest at heart. Our experienced and dedicated staff will assist and help you to reach the right decisions and conclusions to your legal problems.

WE ARE EXPERTS IN:

IMMIGRATION, NATIONALITY

- Visitors including Family and Business Visitors
- Points Based System (Tier 1, 2, 4 & 5)
- Spouse/Domestic Violence
- British Citizenship
- Judicial Review
- Asylum and Human Rights
- EU Residence Permit and Settlement
- Sameday Service visa from Home Office
- Bail/Detention/Deportation or Removal cases

CRIMINAL

- Police Station Defence
- Criminal Court Defence

FAMILY & MATRIMONIAL

- Divorce
- Domestic Violence
- Children's matter (Contact/ Residence Order)
- Non-molestation Order/Injunction
- Property Adjustment/Financial Relief

CONVEYANCING

- Commercial and Residential
- Business Contracts and Sales
- Buying and Selling of Houses
- Partnership Agreements
- Remortgage

LITIGATION

- Landlords & Tenants disputes
- Civil Litigation

Watch our live interactive legal TV program on every Saturdays between 12:30pm to 02:30pm on Sky channel 814 (Channel S)

LONDON:
243-247 East India Dock Road
Docklands, London, E14 0EG
T: 020 7537 3002 F:020 7537 3006

CARDIFF:
242 Cowbridge Road East
Cardiff, Wales, CF5 1GZ
T: 02920 235332 F:02920 235859

COVENTRY:
115 King Edward Road
Coventry, West Midlands, CV1 5BQ
T: 02476 223 587 F: 02476 555 858

Out of Hours/Emergency: 07958 185 687 Email: info@tajsolicitors.com Web: www.tajsolicitors.com

Barrister-at-law
Solicitor of Supreme Court
Principal Solicitor of offices of Taj Solicitors

আ ম অহিদ আহমদ
কাউন্সিলার, কেবিনেট মেম্বার ফর
কমিউনিটি সেইফটি ও পুলিশিং

গোলাপগঞ্জ একটি ঐতিহ্যবাহী জনপদ

কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড, গোলাপগঞ্জ

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত গোলাপগঞ্জবাসীরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল

গোলাপগঞ্জ সিলেট জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। নানা কারণে এ উপজেলা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শাহজালাল (র.)-এর তিনশ ষাট আউলিয়ার অনেক সাথীসহ বহুপির-ফকির ও বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রী চৈতন্য দেবের স্মৃতিবিজড়িত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি ও মনোরম স্থানের নাম হচ্ছে গোলাপগঞ্জ।

১৯২৬ সালে এই গোলাপগঞ্জের দুজন কৃতিসন্তান যথাক্রমে নাছির উদ্দিন আহমদ বাংলার প্রদেশ থেকে (সরকার মনোনীত) এবং আবদুল মতিন চৌধুরী আসাম প্রদেশ থেকে (মুসলিম সদস্য হিসেবে) ভারতীয় উচ্চ পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে আবদুল মতিন চৌধুরী উচ্চ পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হন। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলুম দেওবন্দেরও আগে ফুলবাড়িতে ইসলামি শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। একইভাবে ভাদেশ্বর নাছির উদ্দিন হাইস্কুলটিও সিলেটে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত প্রথম হাইস্কুল। এ জাতীয় অসংখ্য রেকর্ড সৃষ্টকারী প্রতিষ্ঠান ও কৃতি-মানুষের জন্ম স্থান গোলাপগঞ্জ উপজেলা। এই উপজেলার লণ্ডন প্রবাসী সমাজকর্মীদের উদ্যোগেই গঠিত হয় গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকে।

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত গোলাপগঞ্জবাসীরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল। তাদের নিয়েই ২০১২ সালের ১৬ এপ্রিল যাত্রা শুরু হয় গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, প্রবাসী গোলাপগঞ্জবাসীরা স্বতস্ফুর্তভাবে এ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলুম দেওবন্দেরও আগে ফুলবাড়িতে ইসলামী শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। একইভাবে ভাদেশ্বর নাছির উদ্দিন হাইস্কুলটিও সিলেটে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত প্রথম হাইস্কুল।

কল্যাণমুখী অবদান রেখে যাচ্ছেন। আমার বিশ্বাস, যুক্তরাজ্যে বসবাসরত গোলাপগঞ্জবাসী এ সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে পারস্পরিক ভ্রাতিত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করবেন। সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আমাদের যাত্রা যেন আরো সফল ও মঙ্গলময় হয়।

আমি বিশ্বাস করি একটি সৎ-সাহসী ও যোগ্য নেতৃত্ব আগামীতে এই উপজেলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত নির্লোভ, যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ যারা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে সক্ষম। আসুন, সব ধরণের দ্বান্দ্বিকতাকে বিসর্জন দিয়ে নিজেদের মধ্যে একটি শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তুলি।

আমি নিজেকে ধন্য মনে করি এ জন্য যে, সংগঠনটির জন্মলগ্ন থেকেই আমি এটির উপদেষ্টা হিসেবে জড়িত আছি। ইনশাল্লাহ, ভবিষ্যতে এ সংগঠনের অগ্রযাত্রায় আমার অবস্থান থেকে সাধ্যমতো সংশ্লিষ্ট থাকার এবং এর কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি।

লেখক পরিচিতি: রাজনীতিবিদ। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র। জন্ম ফুলবাড়ী ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে। বর্তমানে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলার, কেবিনেট মেম্বার ফর কমিউনিটি সেইফটি ও পুলিশিং। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস এর অন্যতম উপদেষ্টা।

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে) নিয়ে কিছুকথা

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
সমাজসেবী ও সংগঠক

আমরা এমন একটি সংগঠন করবো যাতে উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নবাসীর সমান অংশগ্রহণ থাকবে। কারণ, আজ একটি, কাল আরেকটি এ ধরণের সংগঠন করার কোনো মানে হয় না।

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে) যাত্রা শুরু করেছিল কয়েকজন উদ্যোমি ও সাহসী যুবকদের হাতধরে ব্রিক লেইনের কারি ক্যাপিটাল নামক রেস্টুরেন্টে, এক ঘরোয়া বৈঠকের মাধ্যমে ২০১২ সালের ১৬ এপ্রিল। কিন্তু কেন বা কীভাবে এই সংগঠনের চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছিল তা হয়তো অনেকেই জানেন না। আমি এ সম্পর্কে পাঠকসহ সংগঠনের সদস্যদের জ্ঞাতার্থে এর পটভূমি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। প্রথমে আমার কথা দিয়েই আমি শুরু করতে চাই। আমি দীর্ঘদিন ধরে লণ্ডনের বাসিন্দা। একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেই স্থায়িভাবে বার্মিংহামে গিয়ে বসবাস করার। আমার বার্মিংহাম চলে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল সংগঠনের বর্তমান চেয়ারম্যান সায়েদ আহমদ সাদের সাথে। সাদ উদ্যোমী সমাজসেবক ও রাজনৈতিককর্মী। পূর্ব লণ্ডনে তারমত 'নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' দ্বিতীয় মানুষ বর্তমান সময়ে খুব একটা পাওয়া যায় না। আমি ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসের দিকে বার্মিংহামে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি শুনে সাদ যেন আকাশ থেকে পড়লো।

তার কথা হল, বার্মিংহাম যাবার আগে যেন আমরা সম্মিলিতভাবে একটা কিছু করি। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, আমরা এমন একটি সংগঠন করবো যাতে উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নবাসীর সমান অংশগ্রহণ থাকবে। কারণ, আজ একটি, কাল আরেকটি এ ধরণের সংগঠন করার কোনো মানে হয় না। এতবড় একটি পদক্ষেপ গ্রহণের আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আরো আলাপ-আলোচনা করে বড় ধরণের একটি সভার আয়োজন করে সকলকে পরিকল্পনাটি জানাবার সিদ্ধান্ত নেই। দুই তিনদিন পর সায়েদ আহমেদ সাদের আহবানে আমি, দিলওয়ার হোসেইন লেবু, সায়েদ আহমদ সাদ, সেলিম আহমদ ও আব্দুল কাদির এই পাঁচজন আবারো কারি ক্যাপিটাল রেস্টুরেন্টে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করে নতুন একটি সংগঠন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সবাইকে গণসংযোগের দায়িত্ব দেয়া হয়। তারপর থেকে চলতে থাকে বারবার ছোট ছোট সভা আহবান করে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা। যারাই সভায় এসেছেন তারাই আমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। সকলের আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে ২০১২ সালের ১৫ মার্চ কারি ক্যাপিটাল রেস্টুরেন্টে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দানশীল ব্যক্তিত্ব মো. আব্দুল কালামের সভাপতিত্বে এবং আমার ও আনোয়ারুল ইসলাম জবার পরিচালনায় আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠন নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় সকল ইউনিয়নের জনগণের অংশগ্রহণের নিশ্চিত করে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে এ সংগঠনটি করা হবে। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে গোলাপগঞ্জ উপজেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। বিশেষ করে আর্থিক দিক থেকে যারা পশ্চাদপদ তাদের নিয়ে কাজ করা। অর্থাৎ উপজেলার দারিদ্রতা বিমোচনে, অসুখ-বিসুখ ও দুঃখ দুর্দশা লাগবের জন্য সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে কাজ করা। সম্ভব হলে ব্রিটেনে গড়ে ওঠা আমাদের নতুন প্রজন্মকে লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন, কৃতিশিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান ইত্যাদি। মূলত এর উপরই ভিত্তি করে ২০১২ সালের ১৬ এপ্রিল সর্বসম্মতিক্রমে 'গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)' আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সভায় ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটা সংবিধান কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান হাফিজসহ অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন– সালেহ আহমেদ খান এমবিই, আব্দুল আজিজ তকি, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র আ ম অহিদ আহমদ, মিসবাহ জামাল, দিলওয়ার হোসেন লেবু ও মুক্তাদির আহমেদ মুকিত। সায়েদ আহমেদ সাদকে আহবায়ক এবং মো. তাজুল ইসলামকে সদস্য সচিব করে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। আমি আব্দুল আজিজ তকিকে অনুরোধ করে সংবিধানের নমুনা কপি সংগ্রহ করি। আহবায়ক কমিটিকে সাথে নিয়ে আমাদের আলোচনামত গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু লিখে একটা সংবিধান রচনা করি। কিন্তু বাকি ছিল নির্বাচন পদ্ধতি কীরূপ হবে। কিন্তু আমি ১০ জুলাই বার্মিংহামে চলে যাবার কারণে সালেহ আহমেদ খান এমবিই ও ফারুক আহমেদ (বিশিষ্ট লেখক) কমিটিকে সাথে নিয়ে নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ করেন এবং সংবিধানকে আরো ঘষামাঝা করে কমিটির গঠন প্রণালি ঠিক করেন।

সংবিধান অনুযায়ী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হবার কথা ছিল। কিন্তু এক বছর পরেও দেখা যায় যে, সংবিধান মোতাবেক সদস্য সংখ্যা গিয়ে পৌঁছেনি। আহবায়ক কমিটি তখন এ সমস্যা সমাধানের জন্য ২ সেপ্টেম্বর একটি সভা আহবান করে আগের ৫-সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটির সাথে আরো ২ জন উপদেষ্টা যোগ করে ৭-সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত করেন। আগের উপদেষ্টা ছিলেন– সালেহ আহমদ খান এমবিই, হাফিজুর রহমান, ফারুক আহমদ, আ ম অহিদ আহমদ ও দিলওয়ার হোসেন লেবু। এর সাথে কো-অপ্ট করা হয় মোহাম্মদ সমছুল হক ও সিরাজুল ইসলামকে।
২০১৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর আহবায়ক কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রিকলেইনের ক্যাফেগ্রিল রেস্টুরেন্টে উপদেষ্টা কমিটির এক বিশেষ জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপদেষ্টাগণ আহবায়ক কমিটি থেকে সদস্য নিয়ে সংবিধানের নির্দেশনা মোতাবেক সদস্য সংখ্যা উন্নীত করার জন্য একটি কার্যকরি কমিটি গঠন করেন। ২০১৩ সালের ২০ অক্টোবরে একটি সাধারণ সভার মাধ্যমে কার্যকরি কমিটি ঘোষণা করা হয় এবং একই সভায় পরবর্তী নির্বাচনের সময় এবং কোন কোন ইউনিয়ন নির্বাচনে কোন কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে লটারির মাধ্যমে তা বণ্টন করেন। এই হচ্ছে গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডসের গোড়ারকথা।

লেখক পরিচিতি: সমাজসেবী ও সংগঠক। জন্ম আমুড়া ইউনিয়নের ডামপাল গ্রামে। গোলাপগঞ্জ অ্যাডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সেক্রেটারি ও সহ-সভাপতি এবং গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)-এর অন্যতম উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

biyermala MARRIAGE BUREAU

biyermala MARRIAGE BUREAU

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের প্রকাশনার প্রতি আমাদের অভিনন্দন

পাত্র-পাত্রীর সন্ধানদাতা

SYED MUZIBUL ISLAM (AZU)
Mobile : 07535 696 375
Tel : 020 7790 8668 (on request)
Website : www.biyermala.co.uk
E-mail : info@biyermala.co.uk
azusjz@yahoo.co.uk
f **biyermala**
220 Jubilee Street
London
E1 3BS

All Kinds of wedding Related preparations like wedding cars, venue, camera, video recording, Body Turmeric program's stage, foodstuff and venue as well as member of staff serving at table.

Contact us: 07535 696 375

গোলাপগঞ্জ উপজেলার বুধবারীবাজার ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাগিরঘাট উচ্চবিদ্যালয়

বাগিরঘাট শাহী ঈদগাহ

বাগিরঘাট যুবসংঘ

বুধবারীবাজার মাদ্রাসা

ট্রেজারার:
গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকে এবং
বুধবারীবাজার মাদ্রাসা ট্রাস্ট ইউকে।

সৌজন্যে:
বেলাল হোসেন

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকে এবং আমার কিছু কথা

রুহুল আমিন রুহেল
গীতিকার ও সংগঠক

'মানুষ মানুষের জন্য
জীবন জীবনের জন্য
একটু সহানুভূতি
মানুষ কি পেতে পারেনা ও বন্ধু'।।

মানুষ মানুষের জন্য
জীবন জীবনের জন্য
একটু সহানুভূতি
মানুষ কি পেতে পারেনা ও বন্ধু'। এটি শিল্পী ভূপেন হাজারিকার গাওয়া একটি গানের প্রথম কয়েকটি লাইন। গানের গীতিকার কে জানি না। যেই হোন, তার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, এমন একটি কালোত্তীর্ণ গানের জন্য। পাঠক, হয়তো ভাবছেন গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস-এর কথা বলতে গিয়ে গানটি টেনে আনা হচ্ছে কেন? কারণ, গানের উল্লিখিত কটি লাইন ব্যক্তিগতভাবে আমাকে, মানুষের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, দশের জন্য একটা কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরণা যোগায় তাই। দ্বিতীয়ত এই অধম পেশায় খেটে-খাওয়া মানুষ হলেও নেশায় লেখকগোত্রীয়। অর্থাৎ গীতিকার। তাই উল্লিখিত গানের কয়েকটি চরণের মূল্যবান কথাগুলো আরো অনেকের মতো আমার মনেও সাড়া জাগায়, মানুষের জন্য, জীবনের জন্য একটা কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমার এলাকার অর্থাৎ গোলাপগঞ্জের কয়েকজন বন্ধু দীর্ঘদিন ধরে এলাকার জন্য সংঘবদ্ধভাবে একটা কিছু করতে চেষ্টা করে আসছিলেন। একপর্যায়ে আমিও তাদের সেই উদ্যোগের সাথে জড়িয়ে যাই। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্রষ্টার কৃপায় আমরা আমাদের হৃদয়ে লালিত দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হই এবং গঠন করি, 'গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)'। কিন্তু একটি সংগঠনের জন্ম দিলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। সেই সংগঠনটিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে, মনের মতো করে গড়ে তুলতে, প্রয়োজন হয় অনেক পরিশ্রম; অনেক সময় এবং প্রচুর খাটুনির। আমরা যারা খেটেখাওয়া মানুষ, তাদের ইচ্ছা থাকলেও সময় কোথায়? কিন্তু এর পরেও আমরা আমাদের প্রাণপ্রিয় এ সংগঠনের জন্য কিছুটা সময় আমরা বের করেছি এবং সে সময়টা সদস্য সংগ্রহসহ নানাবিধ কাজে ব্যয় করেছি। লণ্ডনের আশেপাশের শহরগুলোতো বটে এমনকি বার্মিংহাম, লুটন, ব্রাইটন, কার্ডিফ ইত্যাদি শহর থেকেও সারাদিন কাজ করে কয়েক দিন পর পর আমার বন্ধুরা এসে একত্রিত হয়েছি পূর্ব লণ্ডনে।
সদস্য সংগ্রহের জন্য গিয়েছি অনেক ঘরে। ফোনের পর ফোন করেছি এবং এভাবে এক সময় আমরা আমাদের সংগঠনটিকে এইপর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা অসীম। কিন্তু সেই তুলনায় সামর্থ্য আমাদের প্রায় সকলেরই সীমিত। সেই সাথে রয়েছে আরো নানাবিধ সমস্যা। কিন্তু আমরা 'একতাই বল' এই বাক্যটিকে বেদবাক্য হিসেবে গ্রহণ করে হাতে হাত রেখে একযোগে এ সংগঠনটিকে গড়ে তুলতে কাজ করে গেছি। ফলে দেখতে দেখতে সংগঠনটি অতি অল্প দিনের মধ্যেই বলা যায় অনেকটা মহীরুহে পরিণত হবার পথে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নির্বাচনের মাধ্যমে গোলাপগঞ্জের সকল ইউনিয়নের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শুরু হবে সংগঠনের দ্বিতীয় অভিযাত্রা।

সকলের মতামতকে মূল্য দিয়ে তার মধ্য থেকে একটি গ্রহণযোগ্য এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

এলাকার জন্য একটা কিছু করার, তাদের সুখে-দুঃখে পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যই এ সংগঠনটি করা হয়েছে। আমরা পদ বা পদবির জন্য সংগঠনের সাথে যুক্ত হই নি। এই নির্বাচনের মাধ্যমে যারাই ক্ষমতায় আসেন না কেন, তাদের মনে রাখতে হবে যে, সংগঠন গড়া সহজ কিন্তু গতিশীল রেখে উত্তরোত্তর উৎকর্ষসাধন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জিং কাজ। কারণ, সংগঠন যতোই এগিয়ে যাবে নানা মত ও পথের মানুষের আগমন তাতে ঘটবে। সবাইকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রেখে আমাদের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তা হলেই যে কোনো কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। সকলের মতামতকে মূল্য দিয়ে তার মধ্য থেকে একটি গ্রহণযোগ্য এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। যেমনটি আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে ইতঃপূর্বে করেছি। আমাদের সহমর্মিতামূলক মনোভাবের কারণেই অনেক সমস্যা এবং কঠিন কাজকেও সহজ সাবলীলভাবে অতিক্রম করে সংগঠনকে গতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। সময়ের বিবর্তনে সাথে গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে) তার অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। বিলাতে বসবাসরত প্রত্যেক গোলাপগঞ্জীকে এই 'গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস (ইউকে) নামক আমব্রেলার নীচে নিয়ে এসে এলাকার উন্নয়নে একতাদ্ধভাবে কাজ করবো এই হোক আমাদের আজকের শপথ। সেইসাথে আমরা স্বপ্ন দেখি অদূর ভবিষ্যতে গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস হবে, সাংগঠনিক দিক থেকে অন্যান্য উপজেলাবাসীর জন্য একটি আদর্শ ও অনন্য দৃষ্টান্ত। এ সংগঠনটিকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে যারা দিনের পর দিন পরিশ্রম করেছেন, শ্রমের সাথে সাথে মেধা খরচ করেছেন সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস দীর্ঘজীবী হোক। জয়তু গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস।

লেখক পরিচিতি: রুহুল আমিন রুহেল গীতিকবি, সংগঠক ও সমাজসেবী। জন্ম ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের দত্তরাইল গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে – গীতিকবিতা: 'রুহেল সংগীত' (১ম খণ্ড, ২০০১); ও 'রুহেল সংগীত' (২য় খণ্ড, ২০০১)। উপন্যাস: 'এইতো জীবন' (২০০৮); 'জীবনের সাত রং' (২০০৮); 'জীবনের সাত রং' (২য় খণ্ড, ২০১০); 'কেন এমন হয়' (২০১০) ইত্যাদি। তিনি গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

Customer Service
Accident Repair
BODYSHOP DEPT.
Secure Vehicle Storage
Car Hire
Personal Injuries Compensation Claims
Free Legal Advice
Had an Accident? Let us handle The Hassle...
Replacement Vehicle
24 Hours Recovery Service
General
Auto Services
Accident Management Specialist
Call Free Phone:
0800 6525 828

ফেরদৌস আলম
সমাজসেবী
ও রাজনৈতিককর্মী

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ফ্রান্স, অভিষেক অনুষ্ঠান ২০১৪

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজের প্রতিচ্ছবি

‘চলমানতাই জীবন, নিশ্চলতাই মৃত্যু।’ কিন্তু চলবো কীভাবে? এই ধরণের প্রশ্ন ছিল বলে আদিম মানুষ আধুনিক হয়েছে। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই একে অপরের সংস্পর্শে এসেছে, সুখে-দুঃখে একে অপরের সাথে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেছে।

সামাজিক বাস্তবতার দিকে চোখ রেখে আমরা যদি আমাদের সমাজকে অন্যান্য সমাজ বা রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করি তাহলেই বুঝতে পারবো আমরা এবং আমাদের সমাজ কোন স্তরে রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল বাদ দিয়ে আমরা যদি আমাদের সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে, খুব সহজেই আমরা আমাদের অবস্থান খুঁজে পেতে সক্ষম হব। বর্তমান সময়ে সমাজ বা রাষ্ট্রে বিষাক্ত রাজনীতির প্রভাব এতই প্রবল আকার ধারণ করছে যে, তার বাস্তব অবস্থা যদি আমরা অবলোকন করি তাহলে আমাদের স্থান যে কোথায় হবে তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই কঠিন বাস্তবতার কথা আমরা বলার দায়িত্ব কেউ নেইনি। এর নাম ধরে আমরা কেউই বলিনা কারণ আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে এর মন্ত্রে মুগ্ধ।

জাতীয় বা আন্তর্জাতিক অথবা স্থানীয় বা একেবারে গ্রাম পর্যায়ের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে যা দেখতে পাই তা হলো গ্রামে গ্রামে, পরিবারে পরিবারে, এমনকি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব। এর প্রধান কারণ হল আমরা যখন কোনো ভাল কিছু চিন্তা করি, তা করি নিজের স্বার্থে। কোন অবস্থাতেই বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করি না। নিজের চিন্তা-চেতনাকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চিন্তা করি। অন্যের মতামত বা চিন্তাধারাকে গুরুত্ব দেই না। রাষ্ট্র বা সমাজের দিকে তাকালে সেই বিভক্তিই আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করছি।

অথচ এই বিভক্ত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে সুন্দরভাবে গড়ে তুলা যায় এবং যে সুযোগ প্রত্যেক সমাজেই রয়েছে। আদিম মানুষ সংঘবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি করেছিল ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি। যাত্রা শুরু করেছিল আধুনিক সমাজ গঠনের দিকে। যার উত্তরাধিকার আমরা এই আধুনিক কালের মানুষ, সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সমারোহ। অর্থাৎ মানব সভ্যতার সূচনায়ই হয়েছে সংঘবদ্ধতা বা ঐক্যবদ্ধতা থেকে। এই সংঘবদ্ধতা বা ঐক্যবদ্ধতার আধুনিক নামই সংঘ, সমিতি, সংগঠন, সংস্থা অর্থাৎ বিচিত্র নামের সংগঠন। আর এই সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন হচ্ছে সামাজিক ঐক্য, শান্তি, বিশ্বাস ও আস্থার প্রতীক। একটি অঞ্চলের সামাজিক প্রতিষ্ঠান যত বেশী সুন্দর ও সুপ্রতিষ্ঠিত সে সমাজ বা রাষ্ট্র ততবেশী উন্নত এবং সমৃদ্ধ। ঐতিহ্যবাহী গোলাপগঞ্জের সামাজিক অবস্থান বহুপূর্ব থেকেই অনেক অনেক উন্নত। এর প্রধান কারণ হল আমাদের পূর্বপুরুষেরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বলে আমাদের জন্য একটি সুন্দর সমাজ রেখে গেছেন। এ অবস্থা যদি আমরা টিকিয়ে রাখতে চাই তাহলে আমাদের সামাজিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে। আমরা যারা সমাজ-সংস্কৃতি-দেশের জন্য করাজ করার কথা চিন্তা-ভাবনা করি আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জলাঞ্জলি দিয়ে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ কারি তাহলে আমরাই হতে পারি শক্তিশালী সমাজবিনির্মাণের ভিত্তি।

কোন ব্যক্তি যদি মনে করেন আমি সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে কী পেলাম? তাহলে তার পক্ষে রাষ্ট্র বা সমাজের জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। সে যদি নিজেকে প্রশ্ন করে আমি সমাজকে কী দিলাম তাহলেই সে সমাজের জন্য দেশ ও জাতির জন্য একটা কিছু করতে সক্ষম হবে। সমাজের জন্য স্বার্থহীনভাবে যারাই কাজ করেছেন তারাই অনাগত কাল পর্যন্ত মরেও অমর রয়েছেন। অমর থাকবেন।
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গোলাপগঞ্জের মর্যাদা সম্প্রসারিত করতে হলে আমাদের সকল ধরণের মতভেদ, দলীয়, সম্প্রদায়গত ভুল বুঝাবুঝি এবং বিভেদ ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হতে হবে। তবেই আমরা গড়ে তুলতে পারবো আপনাদের এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডসকে।

লেখক পরিচিতি: সমাজসেবী ও রাজনৈতিককর্মী। জাতীয় পদপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক। জন্ম বাঘা ইউনিয়নে। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)-এর নির্বাহী কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

alauddin sweets and cakes

Lunch Special

Chicken / Meat Biryani

বিয়ে অথবা জন্মদিনের কেক তৈরি করা হয়

52 Watney Market, E1 2QU
info@alauddinsweetsandcakes.com
www.alauddinsweetsandcakes.com
0207 0011 733

A. Rahman - Director

0750 671 5442
shamim@alauddinsweetsandcakes.com

ঢাকাদক্ষিণ ডিগ্রি কলেজ

সেলিম আহমদ

সংগঠক ও সমাজসেবী

আমার দেখা গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকে

যারা কীর্তিমান তারাই তাদের কীর্তি রেখে যান। আমরা শ্রদ্ধাভরে তাদের স্মরণ করি। এ সংগঠন একসময় বড় হবে। তার কর্মক্ষেত্রে আরো বিস্তৃত হবে – এমনই এক স্বপ্ন নিয়ে হাত বাড়িয়েছে এ সংগঠন

মনে হয় এইতো সেদিনের কথা। আমরা, গোলাপগঞ্জের কয়েকজন সমাজসেবী সামাজিক উন্নয়নমূলক একটি সংগঠন গড়ার লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, এমন একটি সংগঠন গড়ে তোলতে, সে সংগঠনে এলাকার সকল মানুষের সমান অংশগ্রহণ থাকবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কোন শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা সফল হবেই। কোন মহৎ কাজের অগ্রযাত্রা কেউ কখনো থামাতে পারে না, পারবে না। এই দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়েই আমরা আমাদের শুভযাত্রা শুরু করি। গঠন করি গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)। বছর দু'এক ঘুরতে না ঘুরতে আমাদের এ সংগঠনটি সদস্যদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এখন এমনই আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এটি মহীরূহে পরিণত হতে সময়ের ব্যাপারমাত্র। ছোট থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করি। আজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। এই অগ্রযাত্রার পেছনে মূলত যে বিষয়টি কাজ করছে, তা হচ্ছে, সকলের জন্য সমতা ও ন্যায়পরায়নতা। আর যে সমাজে সমতা ও ন্যায়পরায়নতা রয়েছে সে সমাজ উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে যাবে ঐটাই স্বাভাবিক। আমি আমার এই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যেখানে সমতা নেই, আইনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা মান্যতা নেই সেখানে মানুষ কোন আস্থা রাখতে পারে না। আর আস্থা বা বিশ্বাস হচ্ছে সাফল্যের মূলভিত্তি। এই বিশ্বাস যতদিন টিকে থাকবে ততদিন সংগঠন দিন দিন বৃদ্ধি ও শক্ত অবস্থানে যাবে এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতি হবে। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস হচ্ছে বিশ্বাস ও আস্থার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যারা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এপর্যন্ত এটিকে তিলে তিলে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন এবং করছেন আমি আজ গভীর শ্রদ্ধাভরে তাদের এই কীর্তিকে স্মরণ করছি এবং আশা করছি নতুন ও পুরাতন সব সদস্য মিলে আমাদের এই গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস্‌কে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

> গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস মহীরূহে পরিণত হতে সময়ের ব্যাপারমাত্র। ছোট থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করি। আজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি।

আমরা যদি সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাই তাহলে আমরা একদিন এই সংগঠনটিকে ব্রিটেনের মাটিতে কমিউনিটি সংগঠনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবো বলেই আমি বিশ্বাস করি। আমাদের সংগঠন ক্ষুদ্র থেকে মহিরুহে পরিণত হবে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি। সকলে সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের সংগঠন হোক সকলের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস্-এর প্রতিষ্ঠাকালীন কোষাধ্যক্ষ হিসেবে একথা হলফ করে বলতে পারি গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস-এর কার্যক্রম অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে তাহলে আমাদের প্রাণপ্রিয় গোলাপগঞ্জকে সত্যিকারার্থে বাংলাদেশের মধ্যে আলোকিত গোলাপগঞ্জ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

লেখক পরিচিতি: সংগঠক ও সমাজসেবী। জন্ম ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের রায়ঘর গ্রামে। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)-এর প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

QUALITY FOOD

119-127 Cannon Street Road
London E1 2LX
Tel : 020 7480 7460
E-mail : qualityfood@hotmail.co.uk
web : qualityfoodlondon.com

Selim Uddin Ahmed
Propretor

SPECIAL OFFERS

- ALL RICES
- DIY & HOUSEHOLD
- TOYS & STATIONARY
- ELECTORNIC APPLIANCES

CAR PARK FACILITY AVAILABLE

We Accept all Major Credit and Debit Cards

EUROCARD MasterCard | VISA | VISA Electron | Maestro | SOLO

ASK INSTORE FOR DELIVERY SERVICE

HMC Meat & Chicken Available

আব্দুল কাদির
সমাজসেবী ও সংগঠক

কোনো ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র থাকেনা যদি তার উদ্দেশ্য মহৎ হয়

আমরা এ মুহূর্তে কোনো কিছুকে ছোট করে দেখতে চাই না। অর্থাৎ আমাদের স্বপ্ন সবসময় বিস্তৃত হতে থাকবে, যদি আমরা আমাদের সকল সমীবদ্ধতাকে জয় করতে পারি।

ঐতিহ্যবাহী গোলাপগঞ্জের নাগরিকদের ধারা গঠিত গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস-এর প্রতিষ্ঠারলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সংগঠনের সদস্যসংগ্রহ করার যে গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছিল আমি তা সর্বোচ্চ সততা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করার চেষ্টা করেছি। সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরপর উপস্থিত সকলেই সর্বসম্মতভাবে আমাকে মেম্বারশিপ সেক্রেটারি মনোনীত করেন। সকলের দেয়া দায়িত্ব পালনে আমি কোন কার্পন্য করি নি। আমাকে এ পর্যন্ত দুইবার একই দায়িত্ব আপনারা দিয়েছেন। এজন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।
দায়িত্ব পালনকালে আমি সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি। সকলের সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুলসংখ্যক সদস্য সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না। এজন্য আমি মনে করি এতে যদি কোন সফলতা বা কৃতিত্ব থেকে থাকে তা হচ্ছে আপনাদের। দায়িত্ব পালন কালে আমি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে নেহায়েত সংগঠনের প্রয়োজনে কাউকে অযথা কোন ধরণের বিরক্তির কারণ হয়ে থাকলে তার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।

আমি আমার কাজে কতটুকু সফল বা ব্যর্থ তার বিচারের ভার আপনাদের উপর যারা এই সংগঠনের প্রাণ। আমি বিশ্বাস করি একটি সংগঠন কতবড় বা শক্ত তা নির্ভর করে

দায়িত্ব পালনকালে আমি সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি। সকলের সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুলসংখ্যক সদস্য সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না।

সংগঠনের সদস্য সংখ্যা এবং সদস্যদের প্রানোদিপ্ত কর্মচাঞ্চল্যে উপর। হাতেগোনা জনাকয়েক সদস্য নিয়ে হাটি হাটি পা পা করে যাত্রা শুরু করে আজ গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস তিন শতাধিক সদস্যের এক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। আমরা যদি অতীতের মতো আমাদের কার্যক্রম আন্তরিকতার সাথে অব্যাহত রাখতে পারি তাহলে গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস শুধুমাত্র ইউকের মধ্যেই নয় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এক অন্যতম আদর্শ সংগঠনে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

লক্ষণাবন্দ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন: ২০০২, উদ্বোধন ২০০৬ সালে

লেখক পরিচিতি: সমাজসেবী ও সংগঠক। জন্ম লক্ষনাবন্দ ইউনিয়নের (ডাক্তারবাড়ি)। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও মেম্বারশিপ সেক্রেটারি এবং গোলাপগঞ্জ অ্যাডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক মেম্বারশিপ সেক্রেটারি

SR Construction (UK) Ltd

Kawshar Ahmed Joglu

Managing Director

180 Fitzstephen Road
Dagenham Eessex RM82YJ
Mobile: 07903 821528
Office: 0208 5176003
e-mail: sr.construction@hotmail.co.uk
Web: www.srconstructionuk.co.uk

আব্দুল বাছির
সংগঠক ও সমাজসেবী

প্রতিটি অর্থ ব্যয় হোক প্রকৃত প্রয়োজনে

কোরআন মজিদে আল্লাহতালা বলছেন, ধনীদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। এই বাণীটি অসহায়-দরিদ্র মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে হতে পারে মূলমন্ত্র।

বিপদে-আপদে, দুর্যোগে-দুঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চাইতে মহত্তর আর কিছুই হতে পারে না। অসহায়ের দিকে যারা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন তারাই তো প্রকৃত মানুষ। বিশ্ব তাদেরই জয়গান গেয়েছে বারবার। মানুষ জন্ম ধন্য হয়, মানুষের সেবাতেই। মানবসেবার এই মহানব্রতকে সামনে রেখেই গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)-এর যাত্রা। এই সংগঠনের লক্ষ্য হচ্ছে, সাধ্যমতো সহায়তা নিয়ে দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, অসহায় মুখে হাসি ফুটানো। এটি একঅর্থে অনেক কঠিন কাজ আরেক অর্থে খুবই সহজ। কাজটি কঠিন হয়ে উঠে তখনই যখন প্রচেষ্টা থাকে একক তথা ব্যক্তিকেন্দ্রীক। আর সহজ হয়ে উঠে তখনই যখন প্রচেষ্টা হয় সম্মিলিত। তাই গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)-এর অগ্রযাত্রায় প্রয়োজন সকলের অংশগ্রহণ। আর এক্ষেত্রে অগ্রদূত হতে পারেন বিলাতের আমাদের বাঙালির তরুণ প্রজন্ম।

অসহায় মানুষদের সাহায্য সহযোগিতায়, তাদের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বিলেতবাসী বাঙালিদের রয়েছে বর্ণাঢ্য ইতিহাস। দেশের প্রতিটি দুঃসময়ে, বন্যায়-জলোচ্ছ্বাসে তারা যেমন সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তেমনি নিজের দরিদ্র আত্মীয়স্বজন কিংবা পাড়া-প্রতিবেশির বিপদের সময়েও দুই হাত খুলে দান করেছেন। এভাবে সুহৃদ বিলাতবাসীদের সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশের অসংখ্য পরিবার আজ স্বচ্ছল এবং সাবলম্বী। উদার এবং মানবতাবাদী এইসব বিলাতবাসী বাঙালিরাই হচ্ছেন গোলাগগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডসের মূল ভরসা। তাদের শক্তিতেই বলীয়ান হয়ে উঠবে এই সংগঠন, এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিত্তবান সকল বিলাতবাসী কাছেই আমরা আমাদের প্রত্যাশাকে জমা রেখেছি। তবে সবচেয়ে প্রত্যাশা আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে। বিলেতের বাঙালি তরুণ-সমাজ মানবসেবায় যেভাবে এগিয়ে আসছেন এটি আমাদের বড় বেশি আশাবাদী করে তুলে। তারুণ্যের শক্তি অনেক বড় শক্তি। এই শক্তিকে যদি অসহায় মানুষের সহায়তায় যোগ করা যায় তাহলে তার অর্জন হয় আকাশচুম্বি। তরুণদের মনে করিয়ে দিতে চাই, মহাপবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের একটি বাণী। কোরআন মজিদে আল্লাহতালা বলছেন, *ধনীদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে*। এই বাণীটি অসহায়-দরিদ্র মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে হতে

বিলাতবাসীদের সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশের অসংখ্য পরিবার আজ স্বচ্ছল এবং সাবলম্বী।
উদার এবং মানবতাবাদী এইসব বিলাতবাসী বাঙালিরাই হচ্ছেন গোলাগগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডসের মূল ভরসা।

পারে মূলমন্ত্র। আজ আমাদের যে সম্পদ, আজ আমরা যে ধনে ধনবান, তাতে গরীবের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন মহান স্রষ্টা। এই সত্যটি ভুলে গেলে চলবে না। এই সত্যকে সামনে রেখে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানুষ হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে আপনার/আপনাদের সহায়তা, ভরসায় এবং বিশ্বাসের সাথে পৌঁছে দিতে পারেন গোলাগগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডসের ঠিকানায়। আমরা বিশ্বাস করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এই সংগঠনের মাধ্যমে সকলের দানকে মানবতার সেবায় সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবো। আপনার সহায়তা পৌঁছে যাবে সেই বাড়িতে যে বাড়িতে শূণ্য হাড়ি আছে কিন্তু চাল কেনার টাকা নেই; সেই মানুষটির কাছে, মারাত্মক অসুখে যে চিকিৎসা করার কিংবা ওষুধ কেনার জন্য চিৎকার করছে কিন্তু কোনো সামর্থ্য নেই। আপনার সহায়তা পাবেন এমন একজন পিতা, যার বিবাহযোগ্য কন্যার বিয়ে হচ্ছে না অর্থের অভাবে। অর্থাৎ আপনার সহায়তার প্রতিটি অর্থ ব্যয় হবে প্রকৃত প্রয়োজনে। দরিদ্র অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে নলকূপ বসানো থেকে আরম্ভ করে সংগঠনটির পক্ষ থেকে তেমনি গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীর পড়ালেখা নিশ্চিত করতেও ভূমিকা রাখবে সংগঠন। বাংলাদেশের মানুষের অভাবগুলো আসলে আমাদের চেনা-জানা। আমরা জানি, তারা প্রতিদিন কোন কোন অভাবের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকেন। শীতের সময়ে তাদের গায়ে ভারী কাপড় থাকে না, রোদের দিনে পিপাসায় পানি পানের সুযোগ থাকে না। তাদের এই মৌলিক চাহিদাগুলো যাতে পূরণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নির্দিষ্ট গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডসের কার্যক্রম। সংগঠনটির এই মহৎকর্মে আমরা আপনাকে পাশে চাইছি। একা কিংবা অল্প কয়েকজনকে সঙ্গী করে এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ সম্পাদন অনেকটাই অসাধ্য। আসুন অসাধ্যকে সাধন করি একযোগে-একসঙ্গে সবাই মিলে। কবির ভাষায়: 'ছোট ছোট বালু কণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল'। বিন্দু বিন্দু সহায়তা নিয়ে সকলের সুহৃদ অংশগ্রহণে আমরা একদিন আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছবো, অসহায় মানুষের মুখে ফুটাবো হাসি। গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস্ এই প্রত্যাশাকে সঙ্গী করে তাকিয়ে আছে আপনার দিকেই...।

লেখক পরিচিতি: সংগঠক ও সমাজসেবী। জন্ম ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের নগর গ্রামে। ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ এবং গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

SHARIF
AUTO SERVICES

Proprietor:
Sharif Ahmed

363-364 Warburton Street
London, E8 3RR

020 7249 3838
07958 559 784

info@sharifautos.com
www.sharifautos.com

Card Payments Accepted

Opening Times
Monday - Saturday **9am - 6pm**

Authorised
Test Station

MOT's ONLY £35

SERVICES:

- MOT
- Servicing
- Diagnostics
- Batteries
- Brakes
- Clutch
- Suspension
- Tyres
- Exhausts

Repairs for most makes of vehicles

গোলাপগঞ্জ হ্যালপিং হ্যাণ্ডস এর সকল সদস্য ও প্রবাসী গোলাপগঞ্জবাসীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন

শুভেচ্ছান্তে
আহমদ সেলিম (চাঁদ মিয়া)
করগ্রাম আদম পাড়া
পোস্ট : উত্তর ভাদেশ্বর
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

গোলাপগঞ্জ হ্যালপিং হ্যাণ্ডস এর প্রকাশনাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও এই সংগঠনের সমৃদ্ধি কামনা করি

শুভেচ্ছান্তে
সালেহ আহমদ
প্রপাইটার বাংলাদেশ বোর্ডিং
লালবাজার, সিলেট।

শুভেচ্ছান্তে

আবদুল হালিম মাহমুদ (নাহিন মাহমুদ)

সাধারণ সম্পাদক (২০১৫-১৬)

মানবকল্যাণের ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকে। মাত্র উনিশ জন উদ্যমী মানুষের একটি স্বপ্ন আজ বাস্তবরূপ ধারণ করেছে। আমি গর্ববোধ করছি কারণ, আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। আজ এ সংখ্যা তিনশ ছাড়িয়ে গেছে। আমরা প্রমাণ করেছি, সদিচ্ছা থাকলে যে কোনো সৎকর্ম আলোর মুখ দেখতে সক্ষম। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে এই সংগঠন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। শুরু থেকে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংগঠনের সুন্দর এবং সফল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য শ্রম দিয়েছেন আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে এই ম্যাগাজিন প্রকাশে যারা আর্থিক-সাহায্য ও সময় দিয়েছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস দীর্ঘজীবি হোক। আল্লাহ হাফিজ।

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস এর প্রকাশনাকে জানাই স্বাগতম। এ সংগঠনের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছ।

Mohammed Isbah Uddin

Chairman

Isbah Uddin Education & Welfare Trust (UK)
Greater Sylhet Development Welfare Councill UK
(Southeast Region)

Vice Chairman:
GSE, National Executive Committe
Golapganj Upazila Education Trust UK

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের প্রকাশনাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের এই সংগঠনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক, মানুষের কল্যাণে থাকুক সর্বতা সচেষ্ট।

শুভকামনায়–

মোহাম্মদ ইসবাহ উদ্দিন

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস এর প্রকাশনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন

মানুষের কল্যাণে এর শুভযাত্রা অব্যাহত থাকুক এই কামনায় –

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন :

০৭৯৫৭ ৭৬০ ৮৯০

আব্দুস শহীদ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

প্রবাসীদের প্রাণের সংগঠন গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের প্রকাশনাকে জানাই স্বাগত।

আশরাফুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৭৪৪২ ৪৯৩ ১৬৯

Part Master Direct specialise in after market Original Equipment (OEM) Standard Service Parts, Braking System, Suspension-System, Clutch Kit, Exhaust, Battery, Car Care products and more.....

All parts are Brand New with Manufacturers Warranty.

Competitive Price Guranteed !

Opening Hours: Monday-Saturday 9am-6pm

Express Delivery Service

Designed by Ash: 07890 172 344

Unit 4, Kubrick Business Estate, Forest Gate, London, E7 0HU
Tel: 020 8534 8824 Tel: 020 8534 8783 email: pmd_ltd@yahoo.com

Bangla X-Press Property Builders

Letting management free and rent guarantee!

- ✓ Plumbing
- ✓ Letting + Management
- ✓ House rent guarantee
- ✓ Electric
- ✓ Tilling
- ✓ Bathroom & Kitchen fitting
- ✓ Plastering
- ✓ Painting & Decorating
- ✓ Kitchen sink unblocking
- ✓ Wood, Laminating flooring & Carpets

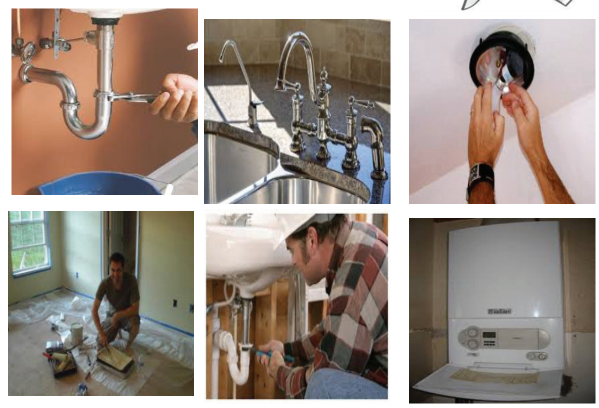

Contact: 07980615840 or 07944014710
Email: kamal1204@hotmail.com
Proprietor: Kamal Uddin

ধারাবহর
পুরানবাড়ি ফ্যামিলি
এসোসিয়েশন (ইউকে)

ব্যারিস্টার তাজ উদ্দিন শাহ
সভাপতি

শিহাব উদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক

আজিজুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস এর প্রকাশনাকে জানাই স্বাগতম। এ সংগঠনের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছ।

সৌজন্যে:
কামাল উদ্দিন

Bangladesh Welfare Association of Enfield
(Est in 1964)
106 South Street, Enfield, Middlesex, EN3 4QA
Mob: 07833 160 717

Aktar Hussain

President

We have built strong links with local voluntary groups and our various funders. The result of our hard work has led to further funding to run a much needed and unmet service. In this economic situation, BWAE is facing tough challenges to continue to provide services to the community.

Bangladesh Welfare Association of Enfield is a voluntary organization was established 1964 and a registered charity established by constitution on 6 July 1997 and governed by board of trustees. The Trustees stand for election and reappointment every two years voted by member of the charity. BWAE it's primary purpose is to relieve poverty, crime and extremism amongst people of ethnic origin in the London Borough of Enfield. In addition it aims to provide support to black and ethnic minority residents in areas of advice and information on welfare rights, employment, training, education, housing, social service and sporting activities. We provide drop in sessions for all isolated Men and Women to help and support their confidence building to play a better role in society. our funders wanted to instil some positivity to the problems faced by our community in Enfield. We are still working on the same mission. Our specific focus has changed over the time as our needs and the society changes. Now our aims are to work more with the young people they our future. We are encouraging them to come to involve this organisation to share their expertise and more opportunities. Now Bangladesh welfare Association of Enfield is one of the largest Asian community organisation in Enfield. We have built strong links with local voluntary groups and our various funders. The result of our hard work has led to further funding to run a much needed and unmet service. In this economic situation, BWAE is facing tough challenges to continue to provide services to the community. We are continuously looking new projects and funding and working with new partners to provide for the needs of not only the Bangladeshi but also other BME communities.

As this BWAE located in the heart of the most deprived part of Enfield there fore we set up projects and activities for the target groups. We are grateful to our funders and others organisations including Enfield council, ESF London council, Enfield charitable trust, Heritage lottery fund, ECM . I would like to take this opportunity to thank all the volunteers and EC members without their contribution of time we would not be able to provide wide range service to the local community .with your help we are ready to take the challenges to develop this pioneering organisation further. We remain steadfast and convinced that we will create opportunities for our deprived communities that will lead to better and brighter future.

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মো. আবুল কালাম

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবী গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সহ সভাপতি মো. আবুল কালাম গোলাপগঞ্জ উপজেলার লক্ষণাবন্দ ইউনিয়নের নওয়াই দক্ষিণভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম ফরমুজ আলী ও মাতা আনছারুন্নেছা।

মো. আবুল কালাম যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত। তিনি নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন আবুল কালাম কম্পিউটার ভবন, আনছারুন্নেছা পাঠাগার, হাজী ফরমুজ আলী হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা, আনছারুন্নেছা এতিম খানা, আবুল কালাম একাডেমি, লক্ষণাবন্দ হাইস্কুলে আবুল কালাম কম্পিউটার ভবন, আনছারুন্নেছা পাঠাগারসহ প্রচুর সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।

এছাড়া তিনি, গোলাপগঞ্জের এমসি একাডেমিতে আবুল কালাম ভবন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলভবন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের গেইট ও লক্ষণাবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের গেইট নির্মাণ করে দেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজসেবী ও দানশীল ব্যক্তি হিসেবে দেশে-বিদেশে পরিচিত। এছাড়া তিনি ত্রয়ী মাসিক ম্যাগাজিন 'আমাদের গোলাপগঞ্জে'র অন্যতম পরিচালক।

মো. আবুল কালাম-এর উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞাপন

Fresh Bazar ltd t/a

KACHA BAZAR

কাচা বাজার

গোলাপগঞ্জ হেলপিং
হেণ্ডস এর প্রকাশনাকে
কাচাবাজারের পক্ষ
থেকে অফুরন্ত
অভিনন্দন

Hason Miah

MOBILE 07956 533 150
PHONE / FAX 0207 702 8896
PHONE 0207 480 9225
EMAIL hassanmiah73@yahoo.co.uk
ADDRESS 135-136 CHAPMAN STREET
LONDON E1 2PH

Night Deliverys
Pan Fresh Stand 2b
New Spitalfields Market
London E10 5SJ

জনহিতৈষণার অনন্য প্রতীক হাজী মোহাম্মদ সমছুল হক

এলাকার দুর্দশাগ্রস্তদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি একটি বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করলেন যে, তাদেরকে শুধু আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই যথেষ্ট নয়, তাদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলেই আসল উন্নয়ন সাধিত হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম পশ্চিম বাগিরঘাটে গড়ে তোলেন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যার অবস্থান গোলাপগঞ্জ উপজেলার আমুড়া ইউনিয়নে।

নিজের কষ্টার্জিত অর্থ গরীব-দুঃখীদের কল্যাণে ব্যয় করা, নিরন্নদের মুখে অন্ন তুলে দেয়া, তাদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া নিঃসন্দেহে মহৎ কাজ। আমাদের সমাজের যে গুটি কয়েক সাদা মনের মানুষ এসব মহৎ কর্ম সাধন করেন হাজী মোহাম্মদ সামছুল হক তাদেরই একজন। ১৯৫০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বুধবারী বাজার এলাকার বাগিরঘাট গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম। পিতা হাজী মোহাম্মদ মোকদ্দছ আলী, মাতা হাজী আলকুমা বিবি। হাজী মোহাম্মদ মোকদ্দছ আলী ছিলেন অত্র এলাকার একজন স্বনামধন্য মানুষ। ১৯৬৫ সালে ছাত্রাবস্থায়ই মোহাম্মদ সামছুল হক বিলেতে চলে আসেন। এখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি বছর দুয়েকের মধ্যেই ব্যবসা শুরু করেন। লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ব্যবসা; দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, মেধা ও কর্মনিষ্ঠার ফলে অতি অল্প সময়েই তিনি এ ব্যবসায় আশাতীত উন্নতি লাভ করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি যেমন স্বাপ্নিক ও আত্মপ্রত্যয়ী তেমনি পারিবারিক জীবনেও তিনি খুবই সফল। চার ছেলে ও তিন কন্যা সন্তানের জনক তিনি। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তারা প্রত্যেকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং যুগপথ সরকারি বিভিন্ন উচ্চপদে কর্মরত আছেন।

সাংগঠনিক সম্পৃক্তি

মোহাম্মদ সমছুল হক একজন পুরোদস্তুর সংগঠকও বটে। স্পিটালফিল্ড হাউজিং এসোসিয়েশন এর পরপর তিনবার চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া তিনি গ্রেটার সিলেট ডেভেলাপমেন্ট এসোসিয়েশন সাউথইস্ট রিজিয়ন এর ট্রেজারার, লন্ডন মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি, গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সহ সভাপতি, বাগিরঘাট উচ্চবিদ্যালয়ের দাতা সদস্য, বাগিরঘাট বিলেইজ ট্রাস্টের সদস্য, চিকচেন্ট স্টেইট বাংলাদেশি স্পোর্টস এসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট এবং গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ড এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যাণ্ডস-এর ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজকর্ম

মোহাম্মদ সমছুল হক ব্রিটেনের একজন স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও কস্মিনকালের জন্যও নিজের দেশ ও জন্মস্থানের কথা ভুলে যাননি। স্বদেশের ভালবাসা ও নাড়ীর টানে তিনি বারবার ফিরে যার আপন জন্মস্থানে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেন খুব কাছে থেকে। তাদের ব্যথায় নিজেও ব্যথিত হন; ঠিক তখনই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের জন্য কিছু করার কথা ভাবতে শুরু করেন। এর ফলশ্রুতিতে গড়ে তোলেন এম এস এইচ গরীব ট্রাস্ট, যার কাজ গরীব-দুঃখী ও অসহায়দের সর্ব প্রকার সহযোগিতা করা। এ সংগঠনের মাধ্যমে ব্রিটেন থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি গোলাপগঞ্জসহ সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, ব্রিটেনে বসবাসরত এলাকাবাসীর সহযোগিতা পেলে এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত মানবতার কল্যাণে কাজ করে যেতে পারবেন। তাই সকল বিত্তবান ও দানবীর ব্যক্তিদেরকে গরীব-দুঃখীদের কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

এলাকার দুর্দশাগ্রস্তদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি একটি বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করলেন যে, তাদেরকে শুধু আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই যথেষ্ট নয়, তাদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলেই আসল উন্নয়ন সাধিত হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম পশ্চিম বাগিরঘাটে গড়ে তোলেন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যার অবস্থান গোলাপগঞ্জ উপজেলার আমুড়া ইউনিয়নে। স্কুল প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই এলাকাসী একমত হয়ে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করেন হাজী মোহাম্মদ সমছুল হক আইডিয়েল স্কুল। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত দেড়শ' এর অধিক শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছেন। তাদেরকে নিয়মিত শিক্ষা দিচ্ছেন পাঁচজন বেতনভুক্ত শিক্ষক ও একজন অনারারী শিক্ষক। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত স্কুলের যাবতীয় খরচ তিনি নিজেই বহন করে যাচ্ছেন। যথাযত তত্ত্বাবধানের ফলে এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা খুবই ভাল ফলাফল করে যাচ্ছে। তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে ভবিষ্যতে আরো উঁচু স্তরে উন্নীত করতে চান। এটা তাঁর স্বপ্ন। তবে এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মোহাম্মদ সমছুল হক আপাদমস্তক একজন মানবতাবাদী মানুষ। সমাজের কল্যাণে তিনি কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। উল্লেখ্য, পারিবারিক জীবনে তাঁর কোনো পিছুটান নেই। তাই বাকি সময়টা শুধুই মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়াটাই তার জীবনের শেষ কামনা।

GOLAPGONJ HELPING HANDS (UK)

Advisory Committee:

(From April 16, 2012 to November 23, 2014)

Saleh Khan MBE
Advisor

Md Somshul Hoque
Advisor

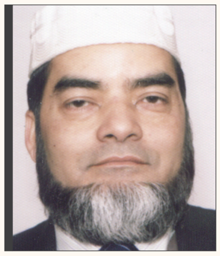

Md Hafizur Rahman
Advisor

Faruque Ahmed
Advisor

A M Ohid Ahmed
Advisor

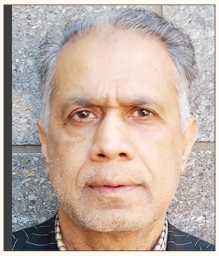

Dilwar Hussain Lebu
Advisor

Haji Sirijul Islam
Advisor

The 19 founding members of GHH Convening Committee:

(From April 16, 2012 to October 20, 2013)

Sayed Ahmed Shad
Convener

Md Tajul Islam
General Secretary

Anwarul Islam Zoba
Member

Md Abul Kalam
Member

Anam Uddin
Member

Abdul Halim Mahmud
Member

Abdul Basir
Member

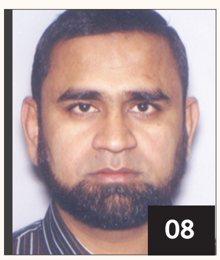

Ana Miah
Member

Abdul Kadir
Membership Secretary

Salim Ahmed
Treasurer

Masud Ahmed Jueel
Member

Shamsul Islam Bacheu
Member

Anwar Shahjahan
Member

Ziaul Islam Shamim
Member

Riaz Uddin
Member

Maruf Ahmed
Member

Zakir Hussain
Member

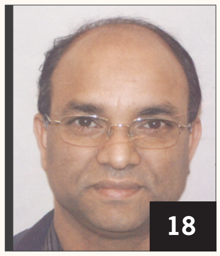

Ruhul Amin Ruhel
Member

Ferdous Alam
Member

Co-opt members of the Convening Committee:
(From July 20, 2012 to October 20, 2013)

Saleh Ahmed
Organising Secretary

Shahjahan Chowdhury
Member

Enamul Haque Enu
Member

Shuhel Ahmed Badrul
Member

Ruman A Chowdhury
Member

Aktar Hussain
Member

Md Iqbal Hussain
Member

Belal Hussain
Member

The First Executive Committee :

(From October 20, 2013 to November 23, 2014)

Sayed Ahmed Shad
Chairman

Anwarul Islam Zoba
Vice Chairman

Md Abul Kalam
Vice Chairman

Enamul Haque Enu
Vice Chairman

Aktar Hussain
Vice Chairman

Md Tajul Islam
General Secretary

Fardous Alam
Assistant General Secretary

Belal Hussain
Treasurer

Suhel Ahmed Bodrul
Joint Treasurer

Ziaul Haque Shamim
Organising Secretary

Saleh Ahmed
Joint Organising Secretary

Abdul Kadir
Membership Secretary

Md Iqbal Hussain
Joint Membership Secretary

Anwar Shahjahan
Press & Publicity Secretary

Masud Ahmed Jueel
Education Secretary

Ruman A Chowdhury
Sports Secretary

Salim Ahmed
Member

Ana Miah
Member

Abdul Halim Mahmud
Member

Anam Uddin
Member

Shahjahan Chowdhury
Member

Shamsul Islam Bacheu
Member

Monjur Ahmed Shahnaz
Member

Md. Iqbal Hussain
Member

Johurul Islam Shamon
Member

Kamal Uddin
Member

Hasain Ahmed
Member

Co-opt members of the First Executive Committee:
(From March 10, 2014 to November 23, 2014)

Riaz Uddin
Member

Abdul Basir
Member

Tariqur Rahman Sanu
Member

Gulam M Chowdhury
Member

Babrul Islam
Member

MEMBERSHIP

01
Sayed Ahmed Shad
Golapgonj Union

02
Abdul Kadir
Lakshanabond Union

03
Md Salim Ahmed
Dhakadakshin Union

04
Md Tajul Islam
Dhakadakshin Union

05
Ana Miah
Lakshanabond Union

06
Md Abul Kalam
Lakshanabond Union

07
Md Hafijur Rahman
Amura Union

08
Anwarul Islam Zoba
Golapgonj Municipality

09
Shamsul Islam Bacheu
Golapgonj Union

10
Enamul Haque Enu
Shorifgonj Union

11
Tariqur Rahman Sanu
Shorifgonj Union

12
Ziaul Haque Shamim
Laksmipasha Union

13
Zakir Hussain
Dhakadakshin Union

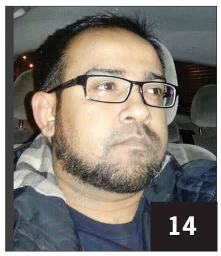
14
Kamal Uddin
Dhakadakshin Union

15
Sadeque Ahmed
Amura Union

16
Masud Ahmed Jueel
Amura Union

17
Faruque Ahmed
Golapgonj Union

18
Afsarul Islam
Laksmipasha Union

19
Shahjahan Chowdhury
Golapgonj Municipality

20
Md Mukithur Rahman
Dhakadakshin Union

21
Shuhel Ahmed Bodrul
Bhadeswar Union

22
Abdul Halim Mahmud
Golapgonj Union

23
Abdul Basir
Dhakadakshin Union

24
Md Shamim Ahmad
Dhakadakshin Union

25
Maruf Ahmed
Dhakadakshin Union

26
Anam Uddin
Bagha Union

27
Anwar Shahjahan
Dhakadakshin Union

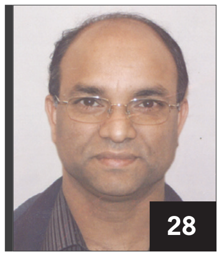
28
Ruhul Amin Ruhel
Dhakadakshin Union

29
Kamal Uddin
Amura Union

30
Kowshar Ahmed Joglu
Amura Union

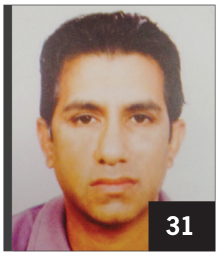
31
Tomijur Rahman Ronju
Golapgonj Municipality

32
Ethyor Hussain Mujib
Dhakadakshin Union

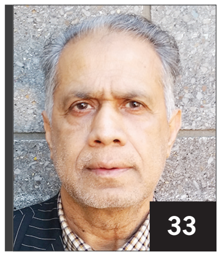
33
Dilwar Hussain Labu
Dhakadakshin Union

34
Kamal Uddin Khukon
Dhakadakshin Union

35
Rezwan H Shiblu
Dhakadakshin Union

36
Rosum Jasim Uddin
Amura Union

37
Md Mostofa Miah
Budbaribazar Union

38
Aktar Hussain
Badepasha Union

39
Johir Hussain Gaus
Budbaribazar Union

40
Md Riaz Uddin
Dhakadakshin Union

41
Abdus Samad
Lakshanabond Union

42
Khairul Islam
Dhakadakshin Union

43
Forid Ahmed Najrul
Dhakadakshin Union

44
Ferdous Alam
Bagha Union

45
Dewan Nazrul Islam
Dhakadakshin Union

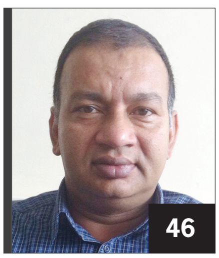
46
Zakir Hussain
Bhadeswar Union

47
Gulam Mostafa Chowdhury
Golapgonj Union

48
Khandhkar Mohi Uddin
Golapgonj Union

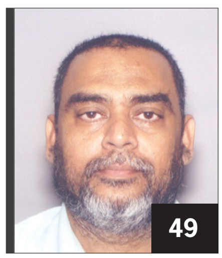
49
Md Dilwar Hussain
Fulbari Union

50
Shamim Ahmed
Budbaribazar Union

51
Saleh Ahmed
Budbaribazar Union

52
Johurul Islam Shamon
Lakshmipasha Union

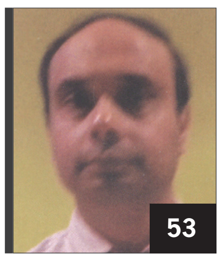
53
Abjol Hussain
Dhakadakshin Union

54
Abdul Latif Nizam
Dhakadakshin Union

55
Delwar Ahmed Shahan
Dhakadakshin Union

56
Abdul Munim
Dhakadakshin Union

57
Delwar Hussain Kamal
Amura Union

58
Sultan Ahmed
Dhakadakshin Union

59
Md Shab Uddin
Dhakadakshin Union

60
Azizur Rahman Dara
Lakshanabond Union

61
Amin Uddin
Dhakadakshin Union

62
Abdul Hassan (Harun)
Budbaribazar Union

63
Aklim H Chowdhury
Golapgonj Union

64
Shameem Ahmed Rasel
Golapgonj Union

65
Md Shamshul Hoque
Budbaribazar Union

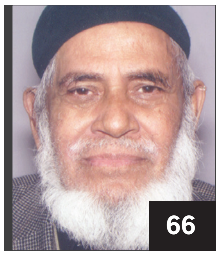
66
Khandkhar Forid Uddin
Golapgonj Union

67
Md Iqbal Hussain
Fulbari Union

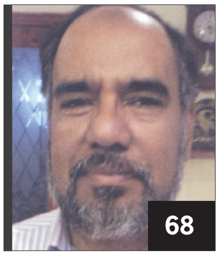
68
Abdul Kadir Hasnat
Budbaribazar Union

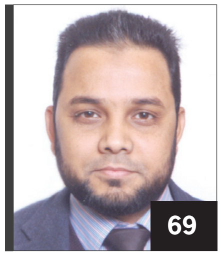
69
Belal Hussain
Budbaribazar Union

70
Md Anwar Hussain
Budbaribazar Union

71
Azizur Rahman Abul
Amura Union

72
Saifur Rahman Sobil
Golapgonj Union

73
Md Humayun Kabir
Lakshanabond Union

74
Shirajul Islam
Fulbari Union

75
Muhibul Haque
Shorifgonj Union

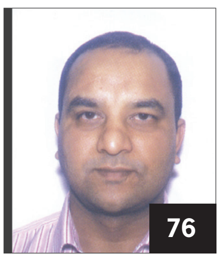
76
Ruhul Quddus Juned
Dhakadakshin Union

77
Moulana Rashid Ahmed
Fulbari Union

78
Ruman A Chowdhury
Bhadeswar Union

79
Jaman Miah
Bagha Union

80
Mohammed Zakaria
Golapgonj Union

81
Munjurl Ahmed Shanaj
Fulbari Union

82
Alhaj Nur Uddin
Budbaribazar Union

83
Mulana Ashraful Islam
Dhakadakshin Union

84
Zia Uddin
Budbaribazar Union

85
Afsor Hussain Anam
Budbaribazar Union

86
Md Sifoth Ali Ahad
Budbaribazar Union

87
Zillur Rahman
Budbaribazar Union

88
Azizur Rahman
Budbaribazar Union

89
Fokrunnessa Khanom
Budbaribazar Union

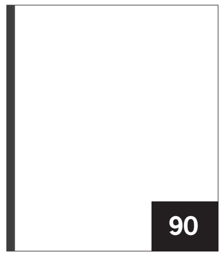
90
Md Abdur Rahman
Fulbari Union

91
Md Moklu Miah
Budbaribazar Union

92
Hassan Ahmed
Bhadepasha Union

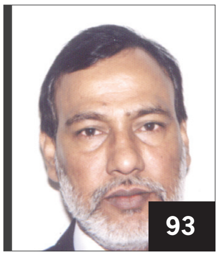
93
Misbauz Zaman
Lakshanabond Union

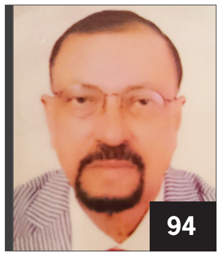
94
M A Motin
Amura Union

95
Saleh Khan MBE
Lakshanabond Union

96
Alta Miah
Golapgonj Union

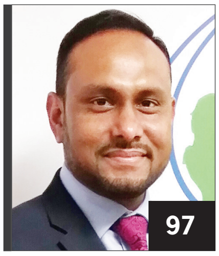
97
Aminur Rashid Khan
Dhakadakshin Union

98
Musleh Uddin Ahmed
Budbaribazar Union

99
Iqbal Hussain
Budbaribazar Union

100
Moynul Islam
Lakshanabond Union

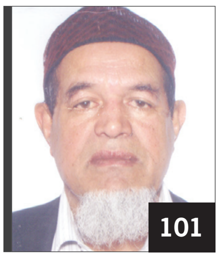
101
Alhaj Kola Miah
Lakshanabond Union

102
Mamun Khan
Dhakadakshin Union

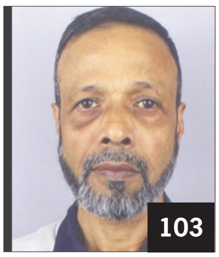
103
Foyzur Rahman Hiru
Dhakadakshin Union

104
Shamim Uddin
Lakshanabond Union

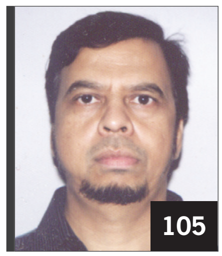
105
Mikail Ahmed Chowdhury
Golapgonj Municipality

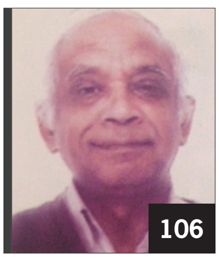
106
Faruque A Choudhury
Amura Union

107
Ashraf Chowdhury
Lakshmipasha Union

108
Dilwar Hussain
Budbaribazar Union

109
Abul Hussain Aklas
Budbaribazar Union

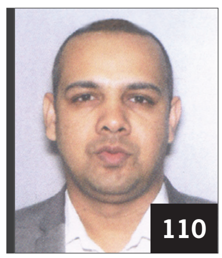
110
Tareq Ahmed
Budbaribazar Union

111
Faruk Miah
Budbaribazar Union

112
Abu Taher
Budbaribazar Union

113
Nazrul Islam
Lakshanabond Union

114
Shahjhan Siddique
Golapgonj Municipality

115
Md Zain Jewel
Lakshanabond Union

116
Shameem Ahmed
Dhakadakshin Union

117
Md Omar Azad
Lakshanabond Union

118
Sadrul Ahmad
Lakshmipasha Union

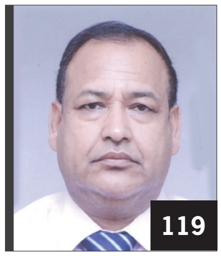
119
Anam Uddin
Badepasha Union

120
Monsurul Huda Khan
Lakshanabond Union

121
Babrul Islam
Bagha Union

122
Delwar Hussain Ahmed
Badepasha Union

123
Jamir Uddin Ahmed
Dhakadakshin Union

124
Luthfur Rahman
Badepasha Union

125
Shiria Khatun
Badepasha Union

126
Abdul Basith
Lakshmipasha Union

127
A Shahzahan Shiraj Dara
Bhadeswar Union

128
Faruk Choudhury
Golapgonj Municipality

129
Obaydul Hoque Chowdhury
Lakshmipasha Union

130
Bodrul Alom
Budbaribazar Union

131
Rajib Ahmed
Badepasha Union

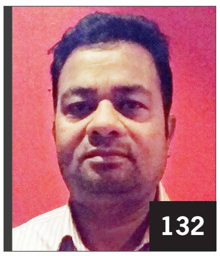
132
Syed Muzibul Islam Azu
Bhadeswar Union

133
Md Aman Uddin
Budbaribazar Union

134
Jakir Hussain
Budbaribazar Union

135
Syed Saiful Islam Litu
Bhadeswar Union

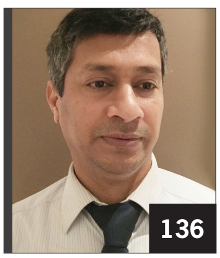
136
Md Rahath Rahman
Budbaribazar Union

137
Parvin Akther Chowdhury
Budbaribazar Union

138
Md Taz Uddin
Budbaribazar Union

139
Ali Haydhar Chowdhury
Lakshimpasha Union

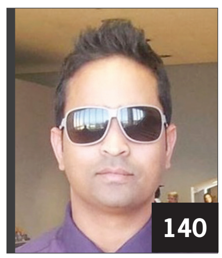
140
Anwar Murad
Dhakadakshin Union

141
Nasrin Shahjahan
Dhakadakshin Union

142
Surab Ali
Budbaribazar Union

143
Taher Chowdhury
Bhadeswar Union

144
Md Shuib Ahmed
Fulbari Union

145
Nasim Ahmed
Dhakadakshin Union

146
Enam Ahmed
Dhakadakshin Union

147
Chowdhury Bakthear Ahia
Golapgonj Municipality

148
Anwar Hussain
Amura Union

149
Jamal Uddin
Amura Union

150
Shiab Uddin
Amura Union

151
Aklasul Mumin
Amura Union

152
Taj Uddin Shah
Amura Union

153
Hasina Momtaz Alpana
Fulbari Union

154
Althaf Hussain Bais
Budbaribazar Union

155
Abdul M Chowdhury
Golapgonj Union

156
Abu Hyder Chowdhury
Golapgonj Municipality

157
Nazim Uddin
Budbaribazar Union

158
Md Iqbal Hossen
Budbaribazar Union

159
Abul Hussain
Budbaribazar Union

160
Abdul Wadud
Budbaribazar Union

161
Md Jamil Ahmed
Budbaribazar Union

162
Azir Uddin Musa
Budbaribazar Union

163
Md Abul Miah
Budbaribazar Union

164
Tipu Ahmed
Budbaribazar Union

165
Quamruzzaman Azad
Lakshanabond Union

166
Md Mamunur Rashid
Budbaribazar Union

167
Siddiqur Rahman
Budbaribazar Union

168
Md Iqbal Hossain
Budbaribazar Union

169
Mansur Rahman
Lakshanabond Union

170
Sirajul Islam Akbar
Dhakadakshin Union

171
G M Apu Sharia
Golapgonj Municipality

172
Abdus Samad
Bhadeswar Union

173
Md Abdul Lathib
Golapgonj Union

174
Md Saruk Uddin
Dhakadakshin Union

175
Ashraf Haque
Badepasha Union

176
Azmal Hussain
Bagha Union

177
Harun Miah
Budbaribazar Union

178
Md Taj Uddin
Amura Union

179
A M Ohid Ahmed
Fulbari Union

180
Kobir Ahmed
Budbaribazar Union

181
Khandaker Rahan Uddin
Golapgonj Union

182
Md Lukman Uddin
Badepasha Union

183
Salim Uddin Ahmed
Budbaribazar Union

184
Sherajul Islam
Golapgonj Union

185
Md Islam Uddin
Bagha Union

186
Md Jamal Uddin
Bagha Union

187
Md Abdul Ahad
Bagha Union

188
Topu Sheik
Bhadeswar Union

189
Md Jamal Uddin
Budbaribazar Union

190
Shaick A Shoudhagor
Bhadeswar Union

191
Hammad Al-Hadi Ali
Dhakadakshin Union

192
Hason Miah
Budbaribazar Union

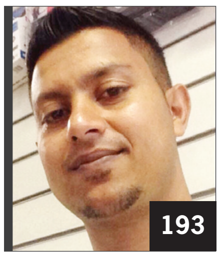
193
Amirul Islam Redwan
Lakshanabond Union

194
Harun Miah
Budbaribazar Union

195
Mayz Uddin Ahmed
Budbaribazar Union

196
Mohib Uddin
Budbaribazar Union

197
Shamimur Rahman Jamil
Lakshanabond Union

198
Abu Hussain
Lakshanaband Union

199
Khayrul Alam Rasel
Budbaribazar Union

200
Md Alamgir Choudhury
Dhakadakshin Union

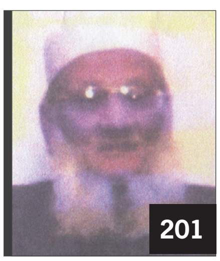
201
Alhaj Syed Fokhrul Islam
Amura Union

202
Gulam Kibria Oyes
Lakshmipasha Union

203
Helal Uddin
Amura Union

204
Moinul Haque
Badepasha Union

205
Akther Hussain
Budbaribazar Union

Matab Uddin
Bhadeswar Union

Mashuk Ahmed
Amura Union

Md Layekul Islam
Bagha Union

Abdus Salam
Bagha Union

Khaledur Rahman
Bagha Union

Lutfur Rahman
Bagha Union

Moulana Sahir Uddin
Bagha Union

Amdad Hussen Tipu
Fulbari Union

Aminul Haque Jilu
Budbaribazar Union

M.R Chowdhury Ruhul
Lokkipasha Union

Shahriar Ahmed Shumon
Dhakadakshin Union

Tipu Rahman
Dhakadakshin Union

Bilal Uddin
Dhakadakshin Union

Md Anu Jamil
Fulbari Union

Md Zeetu Miah
Fulbari Union

Iqbal Hussain
Laksmipasha Union

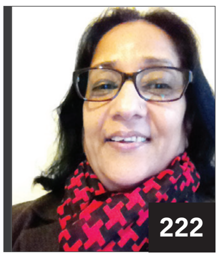

Dr. Renu Luthfa
Golapgonj Union

Md Isbah Uddin
Budbaribazar Union

Sofiqur Rahman Ishak
Budbaribazar Union

Koyes Ahmed Ruhel
Budbaribazar Union

Zakaria Hussain Joynal
Budbaribazar Union

Md Tahir Latib
Bhadeshwar Union

Jamil Akther Chowdhury
Bhadeswar Union

Ahmed Salim
Lakshanabond Union

Md Aminur Rahman
Budbaribazar Union

Md Eftekar Husain
Golapgonj Union

Md Saleh Ahmed Milon
Bhadeswar Union

Fathama A Chowdhury
Bhadeswar Union

Monjur Ahmed Afsor
Lakshanabond Union

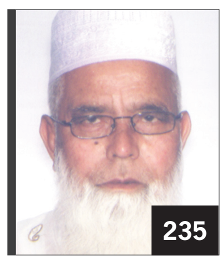

Abdul Latif Khan
Laksmipasha Union

Misbah Uddin
Dhakadakshin Union

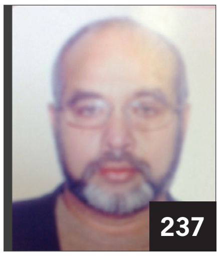

Ali Ahmed Manik
Budbaribazar Union

Abdul Khalique
Amura Union

Tareq Uddin
Bhadeswar Union

Sofiqul Alam
Golapgonj Union

Hamidur Rahman Koes
Lakshanabond Union

Shofi Md Abdur Rouf
Lakshanabond Union

Shajahan Siraj
Lakshanabond Union

Misbahul Haque Masum
Bagha Union

Zahed Ahmed
Bagha Union

Sorwar Hussain
Dhakadakshin Union

Shah Hifjul Karim
Bagha Union

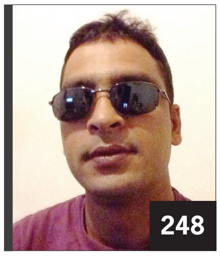

Md Fokrul Islam
Bagha Union

Md Shalah Uddin
Bagha Union

Md Jakir Hussain
Bagha Union

Md Hasan Ahmed
Bagha Union

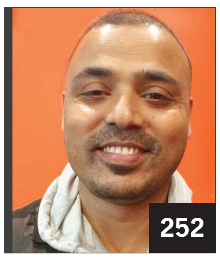

Ali Aslam
Badepasha Union

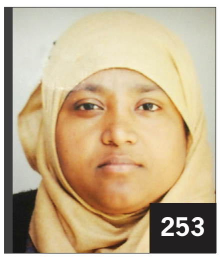

Risna Khanom
Lakshmipasha Union

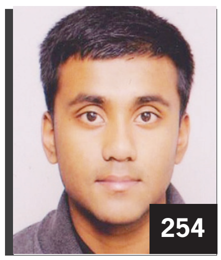

Md Yahya Haque
Lakshmipasha Union

Selim Ahmed Khan
Budbaribazar Union

Md A Quddus Lablu
Budbaribazar Union

Md Abul Kalam
Lakshmipasha Union

Ziaul Islam
Lakshmipasha Union

Musleh Ahmed
Dhakadakshin Union

Faruk Ahmed
Dhakadakshin Union

Rofique Miah
Amura Union

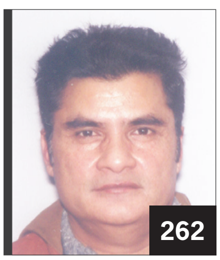

Azizur Rahman Aziz
Amura Union

Md Jahangir Reja
Golapgonj Union

Sahir Ahmed
Golapgonj Union

Ekram Hussain
Golapgonj Union

266 **Tanher Ahmed Tuhin**
Golapgonj Union

267 **Abul Foyez**
Bagha Union

268 **Abdul Bari Nasir**
Bagha Union

269 **Mohammad Nunu Miah**
Budbaribazar Union

270 **Md Lahin Uddin**
Budbaribazar Union

271 **Nasim Ahmed**
Bhadeswar Union

272 **Nurul Islam Belal**
Budbaribazar Union

273 **Masum Ahmed**
Fulbari Union

274 **Abdun Noor**
Shorifgonj Union

275 **Nizam Uddin**
Shorifgonj Union

276 **Md Abid Ahmed Tanu**
Shorifgonj Union

277 **Md Nazmul Haque**
Budbaribazar Union

278 **Aziz Hoque**
Budbaribazar Union

279 **Nazrul Islam**
Golapgonj Union

280 **Nizam Uddin**
Fulbari Union

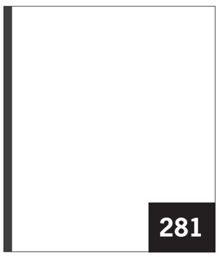
281 **Sharif Uddin Ahmed**
Fulbari Union

282 **Khalid Ahmed**
Lakshmipasha Union

283 **Heru Miah**
Golapgonj Union

284 **Suhibur Rahman Suhieb**
Golapgonj Union

285 **Kamal Uddin**
Lakshanabond Union

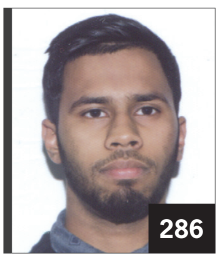
286 **Ahmed Kawser**
Amura Union

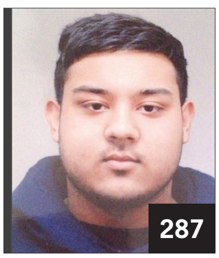
287 **Md Juned Ahmed**
Bhadeswar Union

288 **Habibur Rahman**
Lakshanabond Union

289 **Amjad Md Hussain**
Amura Union

290 **Md Nurul Islam**
Dhakadakshin Union

291 **Runu Miah**
Badepasha Union

292 **Oliur Rahman Khan**
Dhakadakshin Union

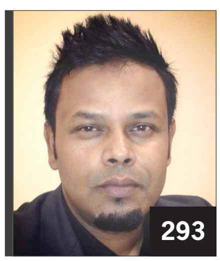
293 **Md Rahad Hussain**
Budbaribazer Union

294 **Alhaj Md Azizur Rahman**
Budbaribazar Union

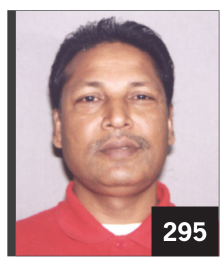
295 **Md Rafik Uddin**
Lakshanabond Union

296
Md Jamil Ahmed
Lakshanabond Union

297
Sayful Islam
Dhakadakshin Union

298
Jobrul Islam Loni
Budbaribazar Union

299
Foyjul Islam
Dhakadakshin Union

300
MA Mumin Jahedi Karol
Fulbari Union

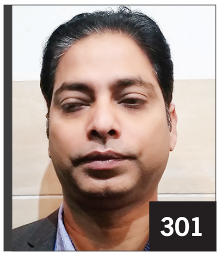
301
Atikur Chowdhury
Bhadeswar Union

302
Ataur Rahman Khan
Golapgonj Union

303
Md Nazrul Islam
Dhakadakshin Union

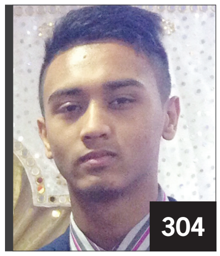
304
Tanvir Shahjahan
Dhakadakshin Union

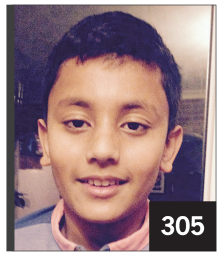
305
Sabbir Shahjahan
Dhakadakshin Union

306
Alom Hussain
Bagha Union

307
Enamul Haque Liton
Badepasha Union

308
Rasel Ahmed
Dhakadakshin Union

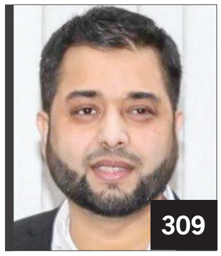
309
Mustak Ahmed
Dhakadakshin Union

310
Md Wahidur Rahman
Shorifgonj Union

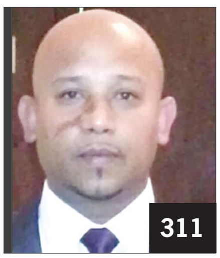
311
Shahreyar Rahman Juned
Dhakadakshin Union

312
Parvez Mahmud Manna
Budbaribazar Union

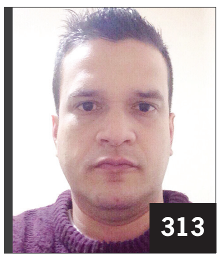
313
Nasim Ahmed
Bhadeswar Union

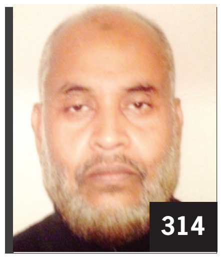
314
Md Shams Uddin
Budbaribazar Union

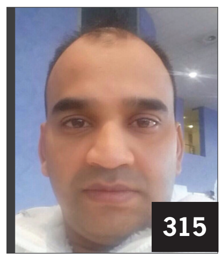
315
Md Shalom Kashem
Bhadeswar Union

316
Md Munem Iman
Bhadepasha Union

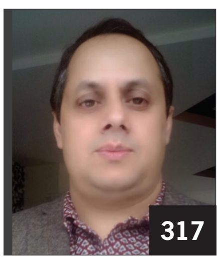
317
Mujibur Rahman
Bagha Union

318
M A Muhit
Fulbari Union

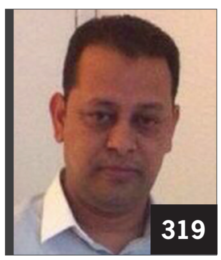
319
Towfique Ahmed Titu
Bhadeswar Union

320
Moulana Abdul Hafiz
Budbaribazar Union

321
Shahab Uddin
Bhadeswar Union

322
Sadrul Islam
Dhakadakshin Union

323
Farhat Basir
Dhakadakshin Union

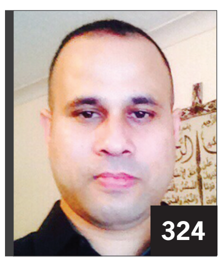
324
Mahbubul Alam Lahin
Budbaribazar Union

325
Fazlul Hoque
Budbaribazar Union

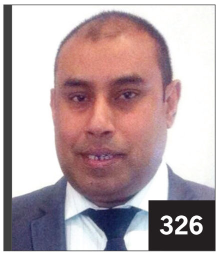
326
Aminul Islam Rabel
Golapgonj Municipality

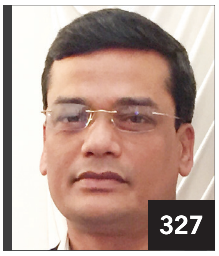
327
Tufail A Chowdhury
Bhadeswar Union

328
Abir Ahmed Chowdhury
Bhadeswar Union

329
Moshikur Rahman Mohi
Golapgonj Municipality

330
Gulam R Chowdhury
Bagha Union

331
Jablu Miah Belel
Budbaribazar Union

332
Metu Ahmed Chowdhury
Golapgonj Municipality

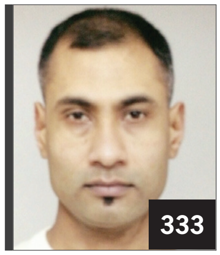
333
Dawan Abdul Basith
Budbaribazar Union

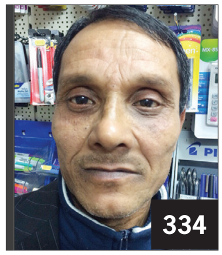
334
Belal Ahmed Madary
Budbaribazar Union

335
Shahin Ahmed
Budbaribazar Union

336
Saydul Alom
Budbaribazar Union

337
Jubayer Ahmed
Dhakadakshin Union

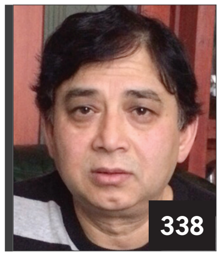
338
Jamal Ahmed
Golapgonj Union

339
Md Faruk Uddin
Budbaribazar Union

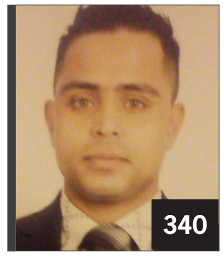
340
Tambir Hussain Masum
Budbaribazar Union

341
Dr Abdul Aziz Toki
Golapgonj Municipality

342
Aminur Rahman Lipon
Golapgonj Municipality

343
Nurjahan Begum
Golapgonj Municipality

344
Baktiar Khanam
Golapgonj Municipality

345
Mehrab Ahmed Jahin
Golapgonj Municipality

346
Fabiha Lamisha A Zara
Golapgonj Municipality

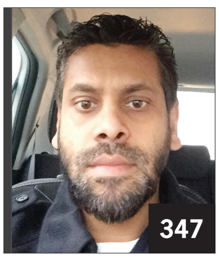
347
Akik Uddin
Golapgonj Municipality

348
Md Shamsul Haque
Budbaribazar Union

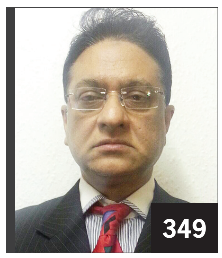
349
Anwar A Choudhury
Dhakadakshin Union

350
Zaman Ahmed
Bhadeswar Union

Associate Members

1
Abdul Ahad
Beanibazar Upazila

2
Mukhlesur R Chowdhury
Habigonj

3
Zahirul Islam
Lakhai Upazila

4
Ali Sharif
Biswanath Upazila

5
Delwar Hussain
Beanibazar Upazila

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস, ফ্রান্স শাখা

কার্যকরী কমিটির সম্মানিত সদস্য বৃন্দ

আমিনুর রহমান আমিন
সভাপতি

বিলাল উদ্দিন
সিনিয়র সহ সভাপতি

মুজিবুর রহমান
সহ সভাপতি

জসিম উদ্দিন গিয়াস
সহ সভাপতি

সেলিম মিয়া
সহ সভাপতি

ফজলুল হক সুয়া
সহ সভাপতি

আমিনুর রসিদ লেচু
সাধারন সম্পাদক

সিদ্দিক আহমদ
সহ সাধারন সম্পাদক

মোহাম্মদ তাজ উদ্দিন
সহ সাধারন সম্পাদক

আলিউর রহমান আলী
সহ সাধারণ সম্পাদক

সপন হাওলাদার হান্নান
অর্থ সম্পাদক

মুরশেদ আহমদ চৌধুরী
সহ অর্থ সম্পাদক

মোহাম্মেদ জামিল আহমদ
সহ অর্থ সম্পাদক

কবির আহমদ
সাংগঠনিক সম্পাদক

বেলাল আহমদ
সহ - সাংগঠনিক সম্পাদক

জাকির হুসেন
প্রচার সম্পাদক

ইমতিয়াজ হোসেন রাজু
সহ - প্রচার সম্পাদক

নজরুল ইসলাম বেলাল
সহ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

রুবেল আহমদ
সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক

মনজুর আহমদ
সহ সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক

জহির উদ্দিন
সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক

বদরুল ইসলাম মুন্না
ক্রীড়া সম্পাদক

ছয়ফুল আলম
সহ ক্রীড়া সম্পাদক

হাফিজ আব্দুল হালিম
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

জুলফিকার আলী
সহ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

তুফায়েল হোসেন
সহ আপ্যায়ন সম্পাদক

বদরুল আলম
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

শাহজাহান
সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

জিয়াউল ইসলাম
তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক

তানজিমুল ইসলাম
সদস্য বিষয়ক সম্পাদক

রোমান ইফতেখার লাহিন
যুগ্ম সদস্য বিষয়ক সম্পাদক

সিপু আহমদ
সদস্য

হাজী কাউছার আহমদ
সম্মানিত উপদেষ্টা

আলী বেলাল
সম্মানিত উপদেষ্টা

হাবিবুক হক উবেদ
সম্মানিত উপদেষ্টা

আবুল মতিন
সম্মানিত উপদেষ্টা

জনাব হেলাল আহমদ
সম্মানিত উপদেষ্টা

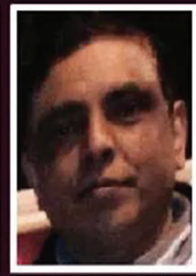

জনাব এনাম উদ্দিন
সম্মানিত উপদেষ্টা

সম্মানিত উপদেষ্টা মণ্ডলী

জনাব জামাল আহমদ
জনাব লুৎফুর রহমান
জনাব ইসলাম উদ্দিন
জনাব আব্দুল জলিল

কার্যকরী কমিটির সম্মানিত সদস্য বৃন্দ

সহ সভাপতি আব্দুর রউফ জড়াই
সহ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন
সহ সভাপতি সুহেন আহমদ
শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক কামাল আহমদ
আইন বিষয়ক সম্পাদক এনাম আলী
সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক জাহেদ আহমদ
দফতর সম্পাদক কামরান হোসেন
সহ সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সাহিন আহমদ

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক বেগম আমিন
সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সুইটি আহমদ
সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক বেলাল আহমদ
আপ্যায়ন সম্পাদক আবুল হোসেন
সদস্য সেলিম উদ্দিন ইউসুফ

আব্দুল্লাহ আল মামন
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক

আব্দল হাই
সমাজ কল্যাণ
সম্পাদক

ফখরুল ইসলাম
সহ দফতর সম্পাদক

জাকির হোসেন
সহ সাংস্কৃতিক
বিষয়ক সম্পাদক

জনাব জালাল আহমদ
সম্মানিত সদস্য

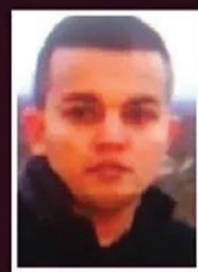

কাইয়ুম আহমদ
সদস্য

KALAM & PARTNERS
Finance & Investment Group

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস (ইউকে) সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে
প্রতিষ্ঠা পাক। এর প্রথম প্রকাশনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

Md. Abul Kalam
Managing Director

611 Romford Road, Manor Par
London E12 5AD
t: 020 7482 5121, m: 07960 887 195
f: 08456 381 008, e: abulkalam11@hotmail.com

আলোকচিত্র

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস
ইউকের বিভিন্ন কার্যক্রম

Bismillahir Rahmanir Rahim
Golapgonj Helping H
Installation of New Executive Comm
Chief Guest:

Hands (UK)
ommittee &
n Ahmed R

Golapgonj Helping Hands (UK)
Installation of New Executive Committee &
Grand Reception of Mr Shamim Ahmed Rasel
President Golapgonj Chamber of Commerce and Industry
Chief Guest: Mr Lutfur Rahman
Executive Mayor, Tower Hamlets Council
Special Guest: A M Ohid Ahmed
Deputy Mayor, Tower Hamlets Council
Preside by:
Sayed Ahmed Shad
Chairperson, Golapgonj Helping Hands (UK)
LONDON, 24 November 2013
www.ghhuk.org

HANDS (UK),
ESTABLISHED- 2012
বিশেষ সাধারণ সভা

GOLAPGONJ
HELPING HAND UK
Catering Services

GOLAPGANJ HELPING
HANDS (UK), ESTABLISHED- 2012

Regency Events Caterers

Whether you are planning a wedding, corporate event or social function, The Royal Regency suite is your premier choice of venue. The stunning Banqueting Suite can cater for up to 1000 sitting guests and approximately 1300 standing guests.

Royal Regency, 501 High Street North, Manor Park, London E12 6TH
Mob: 07960335999 | 07572438271 | info@royalregency.co.uk

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস এর সদস্যবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ

জি এম অপু সাহরিয়া
মেম্বারশিপ নং ১৭১
গোলাপগঞ্জ পৌরসভা

আব্দুল লতিফ
মেম্বারশিপ নং ১৭৩
গোলাপগঞ্জ ইউনিয়ন

Had an Accident?
Not your fault?
Take
"VANTAGE"
Accident Management Group

0203 051 6463
www.vamg.co.uk

Bow Wharf
221 Grove Road
London E3 5SN

611 Romford Road
Manor Park
London E12 5AD

10 Crowndale Road
Camden Town
London NW1 1TT

Recovery | Replacement Vehicle | Storage | Repair | Personal Injury

Lebara mobile

£20
valid for 30 days

Country Monthly Pass

600 minutes to Bangladesh

PLUS

- **Unlimited Lebara to Lebara** calls and SMS

Get your Free SIM at **lebara.co.uk/FreeSIM** or top up and SMS **600** to **38885** to buy

Always by your side

lebara.co.uk

The Country Pass provides 600 minutes from the UK to landlines and mobiles in specific destinations plus unlimited calls and text to other Lebara users in the UK. Does not auto-renew. See lebara.co.uk/passes/international for full details.